www.BANGLAKITAB.com

বসেন নাই। ইনিই সর্বশেষ নবী। নবীকরিম (ছঃ) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভের পর পরই হজরত আবুবকর (রাঃ) ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দুই বছর পর তাঁহার বয়স চল্লিশ বছর হইলে তিনি মোনাজাত করিলেন, হে আল্লাহ! আমার প্রতি এবং আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শুকরিয়া আদায় করিবার তওফীক দিন।

হজরত আলী (রাঃ) বলেন মুহাজিরিনদের মধ্যে পিতামাতা উভয়েই মুসলমান হইয়াছেন এমন সৌভাগ্য অন্য কাহারো হয় নাই। দ্বিতীয় দোয়া ছিল সন্তানদের সম্পর্কে সেই দোয়াও আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন তাঁহার সন্তানরা মুসলমান ছিলেন! সূরা আনকাবুত এর আয়াত সবচেয়ে কঠিন নির্দেশ সম্বলিত, সেখানে কাফের পিতামাতার সহিতও উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কাফের পিতামাতার সাথেও আল্লাহ তায়ালা যখন উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এমতাবস্থায় মুসলমান পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহারের তাগিদ যে আরো কত অধিক তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হজরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমার মা বলিলেন যে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মোহাম্মদ (সঃ) এর দ্বীন পরিত্যাগ না করি। এমতাবস্থায় তাহার মুখে জোর পূর্বক খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইত। এই সময় এ আয়াত নাজিল হয়। (দুররে মনছুর)

প্রনিধানযোগ্য বিষয় হইতেছে এতো কঠিন সময়েও আল্লাহ বলিয়াছেন আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তবে তাহারা যদি মুশরিক বানাইবার চেষ্টা করে তাহাদের আনুগত্য করার প্রয়োজন নাই।

হজরত হাছানকে (রাঃ) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের মাপকাঠি কি? তিনি বলিলেন, তোমার মালিকানায় যাহা রহিয়াছে তাহাদের জন্যে উহা ব্যয় কর। তাহারা যেই আদেশ করেন সেই আদেশের আনুগত্য কর তবে তাহারা

কোন পাপের আদেশ করিলে তখন আনুগত্য করিতে হইবে না কেননা এক্ষেত্রে আনুগত্য প্রয়োজন নাই। ইহাই ছিল ইসলামের শিক্ষা এবং মুসলমানদের কার্য কলাপের নমুনা। পৌত্তলিক অর্থাৎ মুশরিক পিতামাতা যদি সন্তানকে ইসলাম থেকে দূরে সরাইতে চাহে তবুও তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। তবে শেরেক করার আদেশের ব্যাপারে তাহাদের আনুগত্য করা যাইবে না কেননা ইহা স্রষ্টার হক। পিতামাতার হক যতই হোকনা কেন স্রষ্টার হকের মোকাবেলায় তাহা অনুসরণ যোগ্য নহে। তবে তাহাদের ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টার মুখেও তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে হইবে। অন্য একটি হাদীছেও ছুরা লোকমানের আয়াত সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ইহা হযরত সা'দ (রাঃ) এর ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে। হজরত সা'দ (রাঃ) বলেন আমি আমার মায়ের সহিত সব সময় ভাল ব্যবহার করিতাম। আমার ইসলাম গ্রহণের পর আমার মা বলিলেন, তুই এ কি করলি সা'দ এই নতুন দ্বীন ছাড়িয়া দে, তাহা না হইলে আমি পানাহার গ্রহণ বন্ধ করিব এবং মরিয়া যাইব। তোকে এই কথা বলিয়া লোকে সব সময় মাতৃহত্যাকারী বলিয়া লজ্জা দিবে। আমি বলিলাম, মা তুমি অমন কাজের প্রতিজ্ঞা করিও না, ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। অতঃপর আমার মা দুই দিন যাবত অনশন করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, মা যদি তোমার একশতটি প্রাণ থাকে এবং অনশনে প্রতিটি প্রাণ দেহত্যাগ করে তথাপি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ঈমানের দৃঢ়তা দেখিয়া আমার মা অনশন ভঙ্গ করিলেন। (দুররে মনছুর)

এই আয়াতে পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। ফকীহ আবুল লায়েছ (রহঃ) বলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ নাও দিতেন তবুও বিবেক সম্মতভাবে ইহা বোঝা যায় যে, পিতামাতার আনুগত্য করাও তাহাদের হক আদায় করা কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা তাহার সকল কিতাব তওরাত, ইঞ্জিল, জবুর, ও কোরানে পিতামাতার হকের

www.BANGLAKITAB.com

প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। সকল নবীকে ওহী পাঠাইয়া তাগিদ দিয়াছেন। নিজের সন্তুটিকে পিতামাতার সন্তুষ্টির সহিত সম্পৃক্ত বলিয়াছেন এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টির সহিত নিজের অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

উপরোক্ত তিনটি আয়াত ছিল উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে অতঃপর তিনটি আয়াতে দুর্ব্যবহারের পরিনাম সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে।

(১) وما يضل به الا الفسقين - الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون فى الارض اولئك هم الخسرون ٥

অর্থাৎ "কিন্তু ইহা দ্বারা কেবল কপট বিশ্বাসীদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন যাহারা আল্লাহর সহিত সুদৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পর তাহা ভঙ্গ করে এবং সেই সম্বন্ধ ছিন্ন করে যাহা অক্ষুন্ন রাখিতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহারা পৃথিবীতে কলহ বিবাদ করে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" (বাকারাহ; রুকু ৩)

ফায়েদা ঃ আল্লাহ তায়ালা কোরানে পাকের কয়েক জায়গায় নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক রাখার বিশেষতঃ পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়াছেন। একইভাবে নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করণ বিশেষতঃ পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন, "এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট নিবেদন করিয়া থাক। (নেছা রুকু ১)

এবং দরিদ্রতাহেতু নিজেদের সন্তানকে হত্যা করিও না।
(আনয়াম রুকু ১৯)

আর তোমরা হত্যা করিও না তোমাদের সন্তানগণকে দারিদ্রতার ভয়ে (বনি ইস্রাইল রুকু ৪) এবং আমি মানবকে স্বীয় পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবার জন্য চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। (আহকাফ রুকু ২) অনন্তর ইহাও সম্ভাবনা যে যদি তোমরা বিমুখ হও তাহা হইলে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও তোমাদের আত্মীয়-

তার বন্ধন কর্তন করিবে, (মোহাম্মদ রুকু ৩।)।

হযরত মোহাম্মদ বাকেরকে (রহঃ) তাঁহার পিতা বিশেষভাবে সে অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩নং হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা হযরত জয়নুল আবেদীন (রহঃ) অসিয়ত করিয়াছেন যে, পাঁচ প্রকারের লোকের ধারে কাছেও যাইও না। (১) ফাছেক লোকের সান্নিধ্যে যাইও না, সে তোমাকে এক লোকমা আহার্যের বিনিময়ে এমনকি তাহার কম মূল্যের বিনিময়েও তোমাকে বিক্রয় করিয়া দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহা কিভাবে? তিনি বলিলেন, এক লোকমা খাদ্য প্রদানের আশ্বাস পাইয়াই তোমাকে বিক্রি করিয়া দিবে অথচ সেইখাদ্য ও সে পাইবে না। (২) কৃপনের সান্নিধ্যে যাইও না। তোমার দারিদ্রের সময়ে সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। (৩) মিথ্যাবাদীর সংস্পর্শে যাইও না। সে তোমাকে প্রতারণার মধ্যে রাখিবে। যাহা দুরে তাহা নিকটে বলিবে যাহা নিকটে তাহা দুরে বলিবে। (৪) নির্বোধের সংস্পর্শে যাইও না। সে তোমাকে উপকার করার ইচ্ছা করিয়াও নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে পারিবে না। প্রবাদ রহিয়াছে যে, নাদান দোস্তের চাইতে জ্ঞানী দুশমন উত্তম। আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীর নিকট যাইও না। আল্লাহ তায়ালা কোরানে তিন জায়গায় তাহাদের প্রতি লানত করিয়াছেন।

(২) والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون فى الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ٥

অর্থাৎ আর যাহারা ভঙ্গ করে আল্লাহর ওয়াদা একবার তাহার সহিত পরিপক্ক কওল ও কারারের পরে, আর ছিন্ন করে ঐসব সম্পর্ককে যাহাকে মজবুত রাখার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়াছেন এবং দেশে কলহ বিবাদের সৃষ্টি করে, ইহারাই উহারা যাহাদের জন্য লা'নত রহিয়াছে আর উহাদের জন্য জঘন্য পরিণতি রহিয়াছে।

(রা'দ রুকু ৩)

www.BANGLAKITAB.com

ফায়েদা ঃ হজরত কাতাদা (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে। তিনি বলেন, অঙ্গীকার পালন না করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তায়ালা ইহা অপছন্দ করিয়াছেন এবং বিশটির অধিক আয়াতে এ সম্পর্কে সাবধান করিয়াছেন। যাহা উপদেশ হিসাবে কল্যাণকর নির্দেশ হিসাবে ও দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অঙ্গীকার পালন সম্পর্কে যতো বেশী সতর্ক করা হইয়াছে অন্য কোন বিষয়ে এত সতর্ক করা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে সে যেন তাহা পালন করে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করমি (ছঃ) তাঁহার এক ভাষণে বলিয়াছেন যে ব্যক্তি আমানত পরিশোধ না করে তাহার ঈমান নাই। আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালন না করে তাহার দ্বীন নাই। হজরত অবু ওমামা (রাঃ) এবং ওয়াদা (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করা হইয়াছে। (দুররে মনছুর)

হজরত মায়মুন ইবনে মোহরান (রাঃ) বলেন, তিনটি জিনিস এমন রহিয়াছে যাহাতে কাফের ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই সবার জন্যই সমান নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন করিতে হইবে, কাফেরের সহিত বা মুসলমানের সহিত যাহার সহিতই অঙ্গিকার করা হোক না কেন। কেননা অঙ্গিকার প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সহিত করা হইয়া থাকে। (২) যাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্কের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। সেই আত্মীয় মুসলমান বা কাফের যাহাই হোকনা কেন। (৩) যেই ব্যক্তি আমানত রাখে তাহার আমানত যথাযথভাবে ফিরাইয়া দেওয়া, সে মুসলমান বা কাফের যাহাই হোক না কেন।

(তাম্বীহুল গাফেলীন)

কোরানে বহু জায়গায় নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বনি ইসরাঈলের চতুর্থ রুকুতে বলিয়াছেন, অঙ্গীকার পালন কর নিঃসন্দেহ অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, যেইসব সম্পর্ক জোড়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নিকট ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার

সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (দুররে মনছুর)

দ্বিতীয়ত সম্পর্ক জোড়া দেওয়া সম্পর্কে বলা হইয়াছে। হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাহার সহিত মেলামেশা করিও না। পবিত্র ছুরা রা'দ এবং ছুরা মোহাম্মদে এ ধরণের বন্ধন ছিন্নকারীদের সম্পর্কে লা'নত করা হইয়াছে। ছুরা মোহাম্মদের আয়াত ইতিপুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে উক্ত আয়াতের পর আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "আল্লাহ এইসব লোককে বধির করিয়া দিয়াছিন এবং অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রাঃ) দুই জায়গায় এবং হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন তিন জায়গায় লানতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, রা'দ ও ছুরা মোহাম্মদে লানত শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। তৃতীয় জায়গায় এধরণের লোককে পথভ্রষ্ট এবং ক্ষতিগ্রস্ত বলা হইয়াছে, যাহা লানতের কাছাকাছি। যেমন ইতিপূর্বে ছুরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হজরত সালমান (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর পবিত্র বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, যখন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং কাজ কোষাগারে চলিয়া যাইবে, (অর্থাৎ কথা অনেক থাকিবে কিন্তু আমল থাকিবে না) পারস্পরিক মৌখিক ঐক্য তো থাকিবে কিন্তু মন বিভিন্নমুখী এবং আত্মীয়স্বজন পরস্পর সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করিবে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে নিজের রহমত হইতে দুরে সরাইয়া দিবেন এবং তাহাদিগকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিবেন।

হজরত হাছান (রাঃ) হইতেও নবীকরিম (ছঃ) এর বাণী উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, লোকেরা যখন এলেম প্রকাশ করিবে এবং আমল ধ্বংস করিবে এবং মৌখিক ভালবাসা প্রকাশ করিবে অথচ মনে মনে শত্রুতা পোষণ করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে নিজের রহমত হইতে দুরে সরাইয়া দিবেন, তাহাদেরকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিবেন। (দুররে মনসুর)

ইহাতে সরল পথ তাহারা দেখিতে পাইবে না, সত্য কথা তাদের কানে প্রবেশ করিবে না। একটি হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বেহেশতের সুবাস এতো দুরে চলিয়া যায়, যাহার দুরত্ব পাঁচশত বছরের পথের

www.BANGLAKITAB.com

দূরত্বের সমান। পিতামাতার অবাধ্যতাকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশতের সুবাস ও পাইবে না। (এহ্ইয়া)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেন, আরাফার বিকালে নবীকরিম (ছঃ) এর দরবারে আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। নবীজী বলিলেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন কারী কেহ মজলিশে থাকিলে সে যেন উঠিয়া যায় এবং আমার নিকটে না বসে। একজন লোক উঠিয়া যায় এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া বসিল। নবীজী তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার কথা শুনিয়া দূরে যাইয়া আবার আসিয়া বসিলে, ইহার কারণ কি? লোকটি বলিল, আপনার কথা শোনার পর আমি আমার খালার নিকট গেলাম। তিনি আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া খালা বলিলেন, তুমি অপ্রত্যাসিত ভাবে আসিয়াছ কেন? আমি তাহাকে আপনার বাণী শুনাইলাম। তিনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, আর আমিও তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। (পারস্পরিক সমঝোতার পর এখানে আসিলাম)।

নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তুমি খুবই ভাল কাজ করিয়াছ, বসিয়া পড়। সেই কওমের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হয় না যেই কওমের কেহ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। ফকীহ আবুল লায়েসও (রহঃ) এই বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা হইতে বোঝা যায় সম্পর্ক ছিন্ন করা এত মারাত্মক পাপ যে ইহার ফলে ছিন্নকারীর নিকটে উপবেশনকারীও আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। কাজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কেহ থাকিলে তওবা করিয়া সম্পর্ক পুনঃ-স্থাপন করা উচিত। নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করার চাইতে কোন কাজের পুণ্য এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। আখেরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়ায় যেই কাজের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তাহা হইতেছে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করণ এবং জুলুম।

বিভিন্ন বর্ণনায় ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার শাস্তি আখেরাতে ছাড়া দুনিয়ায়ও ভোগ করিতে হয়। আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে তো উপরোক্ত আয়াতেই উল্লেখ রহিয়াছে।

একটি আজব কেচ্ছা

ফকীহ আবুল লায়েস (রহঃ) এক বিস্ময়কর ঘটনা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন মক্কায় একজন খোরাসানবাসী পুণ্যবান ও আমানতদার হিসাবে পরিচিত ছিল। তাঁহার কাছে অনেকে নিজেদের দ্রব্যাদি ও অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রাখিত। একব্যক্তি তাহার নিকট দশহাজার আশরাফী (স্বর্ণ-মুদ্রা) আমানত রাখিয়া নিজের বিশেষ প্রয়োজনে সফরে চলিয়া গিয়াছিল। সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে সেই খোরাসানবাসীর মৃত্যু হইয়াছে। পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছু জানেনা বলিয়া জানাইল। যিনি আমানত রাখিয়াছেন তিনি চিন্তায় পড়িলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় মক্কা শরীফে কিছু সংখ্যক আলেম অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাদের কাছে সব কথা বলিলে তাঁহারা অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে লোকটি পুণ্যবান ছিল, আমাদের ধারনা সে জান্নাতবাসী হইয়াছে। তুমি এক কাজ কর। অর্ধেক রাত অথবা রাতের দুই তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাওয়ার পর তুমি যমযম কূপের তীরে যাইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে এবং তাহাকে নিজের আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে। লোকটি তিন দিন যাবত এরূপ তদ্বীর করিয়াও কোন সাড়া পাইল না। ওলামাদের নিকট ইহা জানাইলে তাহারা ইন্নালিল্লাহ পড়িয়া বলিলেন লোকটি জান্নাতী কিনা এ ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। যাক, তুমি অমুক উপত্যাকায় গমন কর? লোকটি সেই উপত্যাকায় গিয়া মৃত ব্যক্তিকে ডাক দিলে প্রথম আওয়াজেই জওয়াব আসিল যে তোমার আমানত আমি যথাস্থানেই গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছি, পুর্বে যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানেই আছে আমার সন্তানদের উপর আস্থা না হওয়ায় আমি এসম্পর্কে তাহাদেরকে অবহিত করি নাই। আমার সন্তানদের বল তাহারা যেন গৃহের অভ্যন্তরে অমুক জায়গায় তোমাকে লইয়া যায়। সেখানে মাটি খুঁড়িয়া তোমার অর্থ বাহির করিয়া লও। লোকটি তাহাই করিল এবং তাহার স্বর্ণমুদ্রা ফিরিয়া পাইল। নিজের আমানতের সন্ধান পাওয়ার পর মৃত ব্যক্তিকে লোকটি এ বিষয় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি তো খুব পুণ্যশীল ছিলে তুমি এখানে আসিলে কি করিয়া? কুয়ার ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল খোরাসানে আমার

www.BANGLAKITAB.com

কিছু আত্মীয় স্বজন ছিল আমি তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই অন্যায় অপরাধে আমি এখানে পাকড়াও হইয়া রহিয়াছি। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সকল উপত্যাকার চাইতে শ্রেষ্ঠ উপত্যকা হইতেছে মক্কার উপত্যকা। হিন্দুস্তানের সেই উপত্যাকাও উত্তম, যেখানে হজরত আদম (আঃ) বেহেশত হইতে অবতরন করিয়াছিলেন। সেখানে লোকের ব্যবহৃত সুগন্ধির আধিক্য রহিয়াছে। নিকৃষ্ট উপত্যাকা হইতেছে আহকাফ এবং হাজরা মাউতের উপত্যাকা যাহাকে বারহুত বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব নিকৃষ্ট কুপ হইতেছে বারহুতের কুপ। কাফেরদের আত্মাসমুহ সেখানে একত্রিত হইয়া থাকে। (দুররে মনছুর)

এই সকল আত্মার কোন সময়ে এখানে অবস্থান করা শরীয়তের যুক্তি ভিত্তিক নয় বরং ইহা হইতেছে কাশ্‌ফী বিষয়ক। যাহা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা মাফিক কাহারো উপর প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কাশফ শরীয়তের দলিল বা যুক্তি নহে।

মাতাপিতার সহিত কিরূপ আচারণ করিতে হইবে।

(٣) اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما - واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ربكم اعلم بما فى نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا -

অর্থাৎ "আর মাতাপিতার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে। যদি তোমাদের সম্মুখে বার্ধক্যে পৌছিয়া যায় উভয়ের একজন কিম্বা উভয়েই তবে উহাদের উদ্দেশ্যে উহ্‌ শব্দটুকু বলিবে না। আর না উহাদিগকে ধমক দিবে, আর উহাদের সাথে কথা বলিবে আদবের সাথে। আর নত করিয়া রাখিবে উহাদের সামনে নম্রতার মস্তক ভালোবাসার সহিত, আর দোয়া করিবে যে হে আমার পালনকারী তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ রহম প্রদর্শন করুন যেইরূপ ইহারা আমাকে

পালন করিয়া আসিতেছেন শিশু কাল হইতে। হে লোক সকল, তোমাদের মনের মধ্যে কি রহিয়াছে তোমাদের প্রভু উহা খুব ভাল করিয়া জানেন, যদি তোমরা পুণ্যবান হও তবে তিনি সব তওবাকারীগণের দোষ ক্ষমাকারী। (বনি ইসরাইল, রুকু ৩)

ফায়েদা ঃ হজরত মোজাহেদ (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি তাহারা বৃদ্ধ হইয়া যায় এবং তোমাদের প্রস্রাব পায়খানা ধুইতে হয় তবু কখনো উহ্‌ শব্দ করিও না, যেমন নাকি শৈশবে তাহারা তোমার পায়খানা প্রশ্রাব ধুইয়াছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন বে আদবী প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি উহা ছাড়া অন্য কোন ক্ষুদ্র অভিব্যাক্তি থাকিত তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাও হারাম করিয়া দিতেন। হজরত হাছানকে (রাঃ) কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন নাফরমানির মাপকাঠি কি? জবাবে তিনি বলিলেন, নিজের ধন সম্পদ হইতে পিতামাতাকে বঞ্চিত রাখা তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করা এবং তাহাদের প্রতি তির্যক দৃষ্টিতে তাকানো। হজরত হাছানকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আদবের সহিত বলিতে কি বোঝায়? তিনি জবাবে বলিলেন, তাহাদিগকে আম্মা আব্বা বলিয়া সম্বোধন করিবে, কখনো তাহাদের নাম মুখে আনিবে না।

হজরত যোবায়ের ইবনে মোহাম্মদ (রাঃ) হইতে তাহার তাফসীরে নকল করা হইয়াছে যে, পিতামাতা যখন আহ্বান করিবে তখন জী-হাজির জী-হাজির বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিবে।

হজরত কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পিতামাতার সহিত নম্রভাবে কথা বলিবে।

হজরত সাঈদ ইবনে মোছাইয়েব (রাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, পবিত্র কোরানে সদ্ব্যবহারের আদেশ বহু জায়গায় রহিয়াছে আমি তাহা বুঝিয়াছি কিন্তু আদবের সহিত কথার অর্থ (কওলে করীম) বুঝিতে পারি নাই। হজরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী গোলাম কঠোর বদ মেজাজ মনিবের সহিত যেভাবে কথা বলে সেইভাবে কথা বলিতে হইবে।

হজরত মা আয়েশা (রাঃ) বলেন নবীকরিম (সঃ) এর নিকট একব্যক্তি হাজির হইল। তাহার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোকও ছিল। নবীজী

www.BANGLAKITAB.com

জিজ্ঞাসা করিলেন এই লোকটি কে ? লোকটি বলিল, ইনি আমার পিতা নবীজী বলিলেন তাহার আগে পথ চলিবে না, তাহার আগে বসিবে না তাহার আগে বলিবে না তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে না এবং তাহাকে কটু কথা বলিবে না। হজরত ওরওয়াকে (রাঃ) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, পবিত্র কোরানে বলা হইয়াছে "আর নত করিয়া রাখিবে উহাদের সামনে নম্রতার মস্তক" ইহার অর্থ কি ? তিনি বলিলেন পিতামাতা যদি তোমার পছন্দ নহে এমন কোন কথাও বলে তবু তাহাদের প্রতি তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাইবে না, মানুষের বিরক্তির প্রথম প্রকাশ তাহার চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে।

হজরত আয়েশা (রাঃ) নবী করিম (সঃ) এর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতার প্রতি তীর্যক দৃষ্টিতে তাকায় সে আনুগত্য পরায়ন নহে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজ কি ? নবীজী বলিলেন, সময় মত নামাজ আদায় করা। বলিলাম তারপর ? নবীজী বলিলেন, পিতামাতার সহিত ভালো ব্যবহার। বলিলাম ; তারপর ? নবীজী বলিলেন জেহাদ।

অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। (দুররে মনছুর)

মাজাহের গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন পিতামাতার সহিত এমন বিনীত ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, বৈধ কাজ সমূহে তাহাদের আনুগত্য করিতে হইবে, বেআদবী, অহংকার করা চলিবে না যদিও তাহারা কাফের হয় না কেন, কথার মাঝে উচ্চ বাচ্চ করা চলিবে না তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকা চলিবে না, কোন কাজ তাহাদের আগে আরম্ভ করা চলিবে না, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে শান্ত স্বরে নম্রভাবে কথা বলিবে। এক বার বলিলে যদি তাহারা গ্রহণ না করে নিজে পালন করিতে থাকিবে এবং তাহাদের ক্ষমা করিবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিবে। এইসব কথা কোরান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পিতাকে যেভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে লওয়া হইয়াছে। একবার হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পিতাকে উপদেশ দেয়ার পর বলিয়াছেন, আচ্ছা, এবার আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিতেছি। ছুরা কাহাফের তৃতীয় রুকুতে ইহা উল্লেখ রহিয়াছে। কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, অবৈধ কাজে পিতামাতার অনুকরণ হারাম কিন্তু সন্দেহমূলক বিষয় সমূহে ওয়াজিব। কেননা সন্দেহমূলক ব্যাপার সমূহ থেকে দূরে থাকা পরহেজগারীর পরিচায়ক অথচ পিতামাতার সন্তুষ্টি বিধান ওয়াজিব। যদি পিতামাতার উপার্জিত মালামাল সন্দেহমূলক হইয়া থাকে এবং তাহারা তোমার আলাদা আহার্য গ্রহণে নারাজী প্রকাশ করেন তবে তাহাদের সহিতই খানা খাইতে হইবে।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এমন কোন মুসলমান নাই যাহার পিতামাতা জীবিত রহিয়াছেন সে তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করে অথচ তাহার জন্য বেহেশতের দ্বার খোলা হয় না। পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করা হইলে তাহাদেরকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয় না। একজন জিজ্ঞাসা করিল যদি তাহারা জুলুম করে ? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন যদি তাহারা জুলুম ও করে।

হজরত তালহা (রাঃ) বলেন নবীকরিম (ছঃ) এর দরবারে হাজির হইয়া এক লোক জেহাদে অংশ গ্রহণের আবেদন জানাইল। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা বাঁচিয়া আছেন ? লোকটি বলিল হ্যাঁ বাঁচিয়া আছেন। নবীজী বলিলেন যথার্থভাবে তাঁহার সেবা কর, বেহেশত তাহার পদতলে রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ও নবীজী একই কথা বলিলেন।

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তি নবীজীর কাছে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসুল জেহাদে অংশগ্রহণ করার আমার একান্ত ইচ্ছা কিন্তু আমি তাহাতে সক্ষম নহি। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার পিতামাতার মধ্যে কেহ কি বাঁচিয়া আছেন ? লোকটি বলিল হ্যাঁ বাঁচিয়া আছেন, নবীজী বলিলেন তাহার সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। যদি ভয় কর তাহা হইলে তুমি হজ্ব ওমরা এবং

www.BANGLAKITAB.com

জেহাদকারীরূপে পরিগণিত হইবে।

হজরত মোহাম্মদ ইবনে আল মোনকাদের (রহঃ) বলেন, আমার ভ্রাতা জীবনভর রাত্রিকালে নামাজ পড়িতেন আর আমি মায়ের পা টিপিয়া দিতাম। আমার রাতের পরিবর্তে ভাইয়ের রাত লাভ করিবার ইচ্ছা আমার কখনো হয় নাই।

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (সঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম নারীর উপর সবচেয়ে বেশী অধিকার কাহার? নবীজী বলিলেন স্বামীর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পুরুষের উপর সবচেয়ে বেশী অধিকার কাহার? নবীজী বলিলেন মায়ের।

একটি হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, তোমরা অন্য নারীদের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিও, তোমাদের নারীদের সম্মান রক্ষিত হইবে, তোমরা পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও তোমাদের সন্তান ও তোমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। (দুররে মনছুর)

পিতার খেদমত করার আশ্চর্য পরিণাম

হজরত তাউস (রহঃ) বলেন একটি লোকের চারটি পুত্র ছিল। লোকটি অসুখে পড়িলে চার পুত্রের একজন ভাইদেরকে বলিল, তোমরা যদি পিতার সম্পত্তির অংশ কিছুই গ্রহণ করিবে না এমন শর্তে পিতার দেখাশোনা করিতে রাজি থাক তবে কর, অন্যথায় অনুরূপ শর্তে আমি পিতার দেখাশোনা করিতেছি। ভাইয়েরা বলিল, তুমিই সম্পত্তির অংশ গ্রহণ না করার শর্তে পিতার দেখাশোনা কর, আমরা তাহা করিব না। সেই পুত্র পিতার সেবাযত্নে কোন ত্রুটি করিল না। অসুখে লোকটি মারা গেল; শর্ত অনুযায়ী সেবাকারী পুত্র পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশ গ্রহণ করিল না। রাতে সে স্বপ্নে দেখিল, একজন লোক বলিতেছে, অমুক জায়গায় একশত দীনার আশরাফী মাটির তলায় লুকানো রহিয়াছে; তুমি তাহা গ্রহণ কর সে জিজ্ঞাসা করিল, উহাতে কি বরকত রহিয়াছে? লোকটি বলিল, বরকত উহাতে নাই। সকালে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের বিবরণ বলিলে স্ত্রী দীনারগুলো খুঁড়িয়া বাহির করিতে স্বামীকে পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু সে স্ত্রীর কথা শুনিল না। পরদিন রাতে একই রকম স্বপ্ন দেখিল।

এবার অন্যত্র দশ দীনারের কথা বলা হইল। সে একই ভাবে বরকতের প্রশ্ন তুলিল। তাহাকে বলা হইল যে, বরকত উহাতে নাই। সকালে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের বিবরণ বলিলে স্ত্রী মুদ্রাগুলো তুলিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু সে মানিল না। তৃতীয় রাতেও স্বপ্ন দেখিল। এবার পূর্বোক্ত ব্যক্তি তাহাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা মাটির তলা হইতে খুঁড়িয়া লইবার স্থান নির্দেশ করিতেছিল। লোকটি বরকতের প্রশ্ন তুলিল, এবার তাহাকে বলা হইল যে এই স্বর্ণ মুদ্রায় বরকত হইবে। লোকটি সেই স্বর্ণ মুদ্রা তুলিয়া বাজারে যাইয়া দুইটি মাছ ক্রয় করিল। বাড়ীতে আসিবার পর সেই মাছের পেটে এমন অপরূপ দুইটি মুক্তা পাওয়া গেল, এমন মুক্তা ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। বাদশাহ তাহার নিকট হইতে দর কষাকষি করিয়া ৩০টি খচ্চর বোঝাই স্বর্ণের বিনিময়ে সেই মুক্তা দুইটি ক্রয় করিলেন।

আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার সম্পর্কীয় হাদীছ সমূহ

(১) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله من احق بحسن صحابتى قال امك قال ثم من قال امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك فادناك -

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সব চাইতে উপযুক্ত কে? নবীজী বলিলেন মা। দ্বিতীয় বার ও তৃতীয়বারের জিজ্ঞাসার জবাবেও নবীজী বলিলেন, মা। অতঃপর বলিলেন বাবা। অতঃপর পর্যায়ক্রমিকভাবে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন।

ফায়েদা ঃ এ হাদীছ হইতে কোন কোন ওলামা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যে, উত্তম ব্যবহার এবং অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকারের তিনটি অংশ রহিয়াছে আর পিতার রহিয়াছে একটি অংশ। কেননা নবীকরিম (ছঃ) তিনবার মায়ের কথা বলিয়া চতুর্থবার পিতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। একারণে ওলামাগণ বলিয়াছেন যে, সন্তানের জন্য

www.BANGLAKITAB.com

মা তিনটি কষ্ট সহ্য করেন। গর্ভধারণ, প্রসব এবং দুধপান। একারণে ফেকাবিদগণ বলিয়া থাকেন যে অনুগ্রহ এবং উত্তম ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে পিতার চাইতে মাতার অগ্রাধিকার রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি দারিদ্রের কারণে পিতা মাতা উভয়ের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে সক্ষম না হয় তবে মায়ের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে হইবে। অবশ্য সম্ভ্রম, আদব ও তাজিমের ক্ষেত্রে পিতার অধিকার অগ্রগন্য।

(মাজাহেরে হক)

ইহাও লক্ষ্যনীয় যে নারী হওয়ার কারণে মায়ের অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার অধিক প্রয়োজন পিতামাতা উভয়ের পর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন পর্যায়ক্রমিকভাবে উত্তম ব্যবহার লাভ করিবে। একটি হাদীছে রহিয়াছে যে নিজের মায়ের সহিত উত্তম ব্যবহারের সূচনা করে, তারপর পিতার সাহিত তারপর বোনের সহিত তারপর ভাই-য়ের সহিত। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী এবং পরমুখাপেক্ষীদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবে। তাহাদের কাহারো প্রয়োজন পূরণ না হইয়া থাকিবে।

(কানজ)

হজরত বাহাজ ইবনে হাকিম তাহার দাদার নিকট হইতে নকল করিয়াছেন যে, তিনি নবী করিম (ছঃ) এর নিকট উল্লেখ করিয়াছেন নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হুজুর, আমি অনুগ্রহ এবং সদ্ব্যবহার কাহার সহিত করিব? নবীজী বলিলেন, আপন মায়ের সহিত। তিনি পুনরায় একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নবীজী একই জবাব দিলেন; তৃতীয়বারও অনুরূপ জবাব দেওয়ার পর চতুর্থবার নবীজী বলিলেন, পিতার সহিত, তার পর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত। অন্য এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, একব্যক্তি নবীজীর দরবারে যাইয়া আবেদন জানাইল আমাকে পালন করার মত কোন আদেশ প্রদান করুন। নবীজী বলিলেন, আপন মায়ের সহিত অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ কর। দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার একই কথা বলার পর নবীজী বলিলেন, পিতার সহিত অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ কর। (দুররে মনছুর)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, তিনটি গুণ বৈশিষ্ট্য যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুকাল তাহার জন্য সহজ করিয়া দিবেন। এবং তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। দুর্বলের প্রতি

অনুগ্রহ, পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা এবং অধীনস্থদের প্রতি অনুগ্রহ।

(মেশকাত)

ধনী ও দীর্ঘায়ু হওয়ার ব্যবস্থাপত্র

(২) عن انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه و ينسأ له في اثره فليصل رحمه -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে তাহার রেজেক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার পদচিহ্ন দীর্ঘায়িত করা হইবে সে যেন নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে।

ফায়েদা ঃ পদচিহ্ন দীর্ঘায়ীত করা অর্থাৎ হায়াত বৃদ্ধি হওয়া। যাহার বয়স অধিক হইবে সে-ই দীর্ঘদিন যাবত ভূপৃষ্ঠে পদচিহ্ন রাখিতে সক্ষম হইবে। যে ব্যক্তি মরিয়া যাইবে তাহার পদচিহ্ন ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। এখানে প্রশ্ন জাগে যে প্রতিটি লোকের বয়সই নির্ধারণ করা রহিয়াছে। পবিত্র কোরানে কয়েক জায়গায় বলা হইয়াছে যে প্রতিটি লোকের বয়সই নির্ধারিত ইহাতে এক মুহূর্তও এদিক সেদিক হইতে পারে না। একারণে কোন কোন ওলামা বয়োবৃদ্ধিকে রেজেক বৃদ্ধির মতো বরকতপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা ইহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয়ুবৃদ্ধির ফলে অন্যরা যাহা দিনের পুরা অংশে করিতে অক্ষম তাহা সেই ব্যক্তি এক ঘন্টায় সম্পন্ন করিতে পারে। অন্য লোক যাহা এক মাসে করে সে তাহা এক দিনে করিতে পারে। কোন কোন ওলামা বয়োবৃদ্ধিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পুণ্যময় কীর্তি সমূহকে বলি-য়াছেন কেন না যতদিন সে বাঁচিয়া থাকে ততদিন তাহার কীর্তিচিহ্ন অক্ষুন্ন থাকে কেহ কেহ লিখিয়াছেন বয়োবৃদ্ধির ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার মৃত্যুর পরও এ ধারা অব্যাহত থাকে। একারণেই মহান সত্যবাদি নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীর পূর্ণতা বিধান তথা সত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা সকল কাজে সক্ষম তিনি যাহা কিছু করিতে চান কোন উপকরণ ছাড়াই করিতে পারেন। অনেক সময় তাঁহার কুদরত দেখিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইতে

www.BANGLAKITAB.com

হয়। আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা থাকা সত্বেও এ পৃথিবীকে তিনি দারুল আসবাব হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতিটি জিনিসের জন্যই তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উপকরণ ও কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন। পেটের পীড়া ইত্যাদি অসুখ হইলে মানুষ চিকিৎসকের কাছে ছুটিয়া যায় যে, হয়ত ঔষধের ফলে উপকার হইবে। ঔষধের উপকারের তাৎপর্য কি? ইহাতে আয়ু বৃদ্ধি পাইবে অথচ মৃত্যু অবধারিত ব্যাপার। ঔষধের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় তাহা কমবেশী হইবে কেন? তবুও দেখা যায় যে ডাক্তারের তথা চিকিৎসকের কথায় আয়ু কম বৃদ্ধির আমল মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে অথচ উপরোক্ত হাদীছ এমন এক চিকিৎসকের কথা যাহার ভুল ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় নাই। এমনিতে আমরা যাহাদিগকে চিকিৎসক হিসাবে স্বীকার করি তাহাদের ব্যবস্থাপত্রে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

একটি হাদীছে হজরত আলী (রাঃ) নবীকরিম (ছঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একটি কথার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমি তাহার জন্য চারটি কথার দায়িত্ব গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়দের সহিত ভাল ব্যবহার করে তাহার বয়স বৃদ্ধি পায়, সম্মানীয় লোকেরা তাহাকে ভালোবাসে, তাহার রেজেক বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করে। (কানজ)

নবীকরিম (ছঃ) হজরত আবুবকরকে (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সত্য। কেহ অত্যাচার করিলেও যে ব্যক্তি তাহা গোপন রাখে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, যে ব্যক্তি ধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষা করে তাহার ধন সম্পদ কমিয়া যায়, যে ব্যক্তি দান ও নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করার দরোজা উন্মুক্ত করে তাহার ধনসম্পদ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। (দুররে মনছুর)

ফকীহ আবুল লায়েছ (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েমের মধ্যে দশটি বস্তু প্রশংসনীয়। (১) যেহেতু ইহা আল্লাহর আদেশ একারণে ইহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয় (২) আত্মীয় স্বজনকে সন্তুষ্ট করা হয়। নবীজী বলিয়াছেন, মোমেনকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে সর্বোত্তম আমল। (৩) ইহাতে ফেরেশতারাও আনন্দিত হন। (৪) মুসলমানরা তাহার প্রশংসা করেন। (৫) তাহার ব্যাপারে অভিশপ্ত শয়তান

খুবই দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইয়া পড়ে। (৬) ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হয় (৭) রেজেকে বরকত হয়। (৮) তাহার ইন্তেকালে তাহার কবরের আত্মীয়রা আনন্দিত হয় (৯) পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়। তুমি কাহারো প্রতি অনুগ্রহ করিলে তোমার প্রয়োজনের সময় সে তোমাকে সাহায্য করিবে। তোমার কষ্ট দেখিলে সে তোমার সাহায্য করার জন্য মানবিক তাগিদ অনুভব করিবে (১০) মৃত্যুর পর তুমি যাহাদের উপকার করিয়াছ তাহারা তোমাকে স্মরণ করিয়া দোয়া করিবে।

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন পরম করুণাময়ের আরশের ছায়ায় তিন শ্রেণীর মানুষ স্থান লাভ করিবে। (১) আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারকারী, দুনিয়াতেও তাহার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়, রেজেক বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহার কবরও প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। (২) যেই নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের কারণে তাহাদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ না হয়। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান রাখিয়া বিবাহ করিলে তাহাদের লালন পালনে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। (৩) যে ব্যক্তি খাবার তৈরী করিয়া এতিম মিসকিনদেরকে দাওয়াত দেয়।

হজরত হাসান (রাঃ) নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দুইটি পদচারণা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য পা বাড়ায় এবং যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়দের সহিত সাক্ষাতের জন্য পা বাড়ায়।

কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, পাঁচটি জিনিস এমন রহিয়াছে যাহার দ্বারা স্থায়ীভাবে আল্লাহর দরবারে এমন পুন্য পাওয়া যায় যেমন নাকি উঁচু উঁচু পাহাড়। ইহা ছাড়া আল্লাহ তাহার রেজেক বাড়াইয়া দেন। তাহা হইতেছে অল্প হোক বা বেশী হোক আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখা। তৃতীয়ত আল্লাহর পথে জেহাদ করা। চতুর্থত সব সময় ওজুসহ থাকা। পঞ্চমত পিতামাতার আনুগত্য অব্যাহত রাখা। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে একটি আমলের সওয়াব

www.BANGLAKITAB.com

খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তাহা হইল আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার।

কোন কোন লোক পাপী হইয়া থাকে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারের কারণে তাহাদের ধন সম্পদে বরকত হয় এবং তাহাদের সম্মানেও বরকত হয়।

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে নিয়ম মাফিক ছদকা আদায় করা এবং ন্যায় পথ অবলম্বন করা, পিতামাতার সহিত অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করা এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি উত্তম ব্যবহার দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিবর্তিত করে। ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হয় এবং কষ্টকর মৃত্যু হইতে সেই ব্যক্তি মুক্তি পায়।

বয়স এবং রেজেক বৃদ্ধির বহুসংখ্যক বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট। এহু'টি বিষয়ের সফলতার জন্য প্রতিটি মানুষই সচেষ্ট। পৃথিবীর যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা এ দু'টি বিষয়কে ঘিরিয়াই আবর্তিত হইয়া থাকে। এ দু'টি বিষয়ে সফলতা লাভের জন্য নবী করিম (ছঃ) খুবই সহজ পদ্ধতি শিখাইয়া দিয়াছেন। আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে উভয় প্রত্যাশাই পূর্ণ হইবে। নবী করিম (ছঃ) এর বাণীর প্রতি যাহাদের বিশ্বাস রহিয়াছে তাহারা যদি রেজেক ও আয়ুবৃদ্ধির জন্য আগ্রহী হইয়া থাকেন তবে এই বাণীর প্রতি আমল করিতে থাকুন। ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হওয়া এবং রেজেক বৃদ্ধি নিশ্চিত হইবে।

মৃত্যুর পরেও পিতার সহিত সদ্ব্যবহারের তরীকা

(م) عن ابن (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولى -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, পিতার সহিত সদ্ব্যবহারের উন্নত পর্যায় এই যে, তাহার চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার সহিত সম্পর্কিত লোকদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

ফায়েদা ঃ চলিয়া যাওয়া দ্বারা সাময়িকভাবে চলিয়া যাওয়া ও

হইতে পারে আবার চিরতরে চলিয়া যাওয়াও হইতে পারে। অর্থাৎ মরিয়া যাওয়া। মৃত্যুর পর পিতার সহিত সম্পর্ক তাদের সহিত সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব এই কারণেও বেশী যেহেতু পিতার জীবদ্দশায় তাহার বন্ধুবান্ধবের সহিত সদ্ব্যবহার হয়তো কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সদ্ব্যবহারের সেইরূপ সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে পিতার প্রতি সম্মান ও মর্যাদাই প্রকাশ পায়। একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কার পথ দিয়া যাইতেছিলেন, পথে একজন বেদুইনকে পথ চলিতে দেখিয়া ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের সওয়ারী ও মাথার পাগড়ী তাহাকে প্রদান করিলেন। ইবনে দীনার (রাঃ) বলিলেন, মহাত্মন, এ ব্যক্তি তো ইহার চাইতে কম উপহারেও সন্তুষ্ট হইত। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন তাহার পিতা ছিল আমার পিতার অন্যতম বন্ধু, আমি নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট শুনিয়াছি পিতার বন্ধুদের সহিত অনুগ্রহ প্রদর্শন নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহারের মধ্যে উত্তম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি মদিনায় গমন করিলে ইবনে ওমর (রাঃ) আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি জানো আমি কেন আসিয়াছি? আমি নবীকরিমকে (ছঃ) বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নিজের পিতার সহিত কবরে সুসম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় সে যেন পিতার বন্ধুদের সহিত সদ্ব্যবহার করে। আমার পিতা হজরত ওমরের (রাঃ) সহিত তোমার পিতার বন্ধুত্ব ছিল একারণে আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। (তারগীব)

বন্ধুর সন্তানও বন্ধু হইয়া থাকে। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে হজরত আবু সাইয়েদ মালেক ইবনে রাবিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা নবীজীর নিকট উপস্থিত ছিলাম, বনু সালমা গোত্রের একব্যক্তি নবীজীর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাছুল আমার পিতার মৃত্যুর পর তাহার সহিত সদ্ব্যবহারের কোন পথ আছে কি? নবীজী বলিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তাহাদের জন্য দোয়া করা তাহাদের মাগফেরাতের দোয়া করা কাহারো সাথে কৃত তাহাদের অঙ্গীকার পালন, তাহার আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং তাহাদের বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অন্য এক হাদীছে এ ঘটনার পর উল্লেখ রহিয়াছে যে

www.BANGLAKITAB.com

লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল ইহা কতো উত্তম এবং উপাদেয় ব্যবস্থা। নবীজী বলিলেন তুমি ইহা পালন করিও। (তারগীব)

মাতাপিতার নাফরমান ছেলে কিভাবে বাধ্যগত হইতে পারে

(৮) عن انس (رض) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليموت والداه اواحد هما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعولهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا - مشكوة

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির পিতামাতা উভয়ে অথবা তাহাদের মধ্যে কোন একজন মারা যায় এবং সে ব্যক্তি তাহার নাফরমানি করিয়াছিল তবে সব সময় যেন তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে। ইহা ছাড়া যদি তাহাদের জন্য আরো দোয়া করিতে থাকে তবে আল্লাহ পাক তাহাকে অনুগতদের মধ্যে শামীল করিবেন।

ফায়েদা ঃ পিতামাতার জীবদ্দশায় তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিলেও তাহাদের মৃত্যুর পর পিতামাতার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আপাতদৃষ্টিতে সেই সময় অনুশোচনা করিয়া কোন ফল হয় না। আল্লাহ তাআলা নিজের অনুগ্রহের দ্বারা সেই ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। মৃত্যুর পর পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন, তাহাদের জন্য ছওয়াব রেছানি করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। দান খয়রাত করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে সন্তান কর্তৃক পিতামাতার জীবদ্দশায় দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার ক্ষতি-পূরণ হইবে এবং অবাধ্য শ্রেণী হইতে সেই অনুতপ্ত সন্তান অনু-গতের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইবে। ইহা আল্লাহর এক অপার মেহেরবাণী সময় চলিয়া যাওয়ার পরও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া দিয়াছেন। এই ধরনের সুযোগ গ্রহণে গাফলতি করিলে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হইতে পারে? **পিতামাতার সন্তুষ্টি সব সময় অর্জন করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিয়াই যায়। যদি তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের প্রতি পুণ্য বখশাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহা কতই না উত্তম হইবে।**

একটি হাদিছে রহিয়াছে যে কেহ পিতামাতার নামে হজ্ব করিলে সে হজ্ব তাহাদের জন্য বদল হজ্ব হইতে পারে, তাহাদের আত্মাকে আকাশে সেই সুসংবাদ জানাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে সেই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে অনুগত বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায় যদিও ইতিপূর্বে সে নাফরমানদের তালিকাভুক্ত থাকে। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে ব্যক্তি পিতামাতার কাহারো নামে একবার হজ্ব পালন করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে একটি হজ্ব লেখা হয় এবং হজ্ব পালনকারীর নামে নয়বার হজ্ব পালনের সওয়াব লেখা হয়। (রহমতল মোহ্‌দাত)

আল্লামা আইনী শরহে বোখারীতে একটি হাদীছ নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি একবার নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে এবং পড়ার পর সেই দোয়ার সওয়াব পিতামাতাকে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে সে পিতামাতার প্রতি আরোপিত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিল। দোয়াটি এই ঃ

الحمد لله رب العلمين رب السموت رب الارض رب العلمين وله الكبرياء فى السموت والارض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السموت والارض وهوالعزيز الحكيم هو الملك رب السموت ورب الارض ورب العلمين وله النور فى السموت والارض وهو العزيز الحكيم -

অন্য একটি হাদীছে রহিয়াছে কেহ যদি নফল স্বরূপ কোন ছদকা দিয়া তাহা পিতামাতাকে বখশাইয়া দেয়, যদি সে ব্যক্তি মুসলমান হইয়া থাকে তবে সে সওয়াব তাহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে ছদকা প্রদানকারীর সওয়াব কম হইবে না।

এ হাদীছ হইতে বোঝা যায় যে পিতামাতার জন্য আলাদা কিছু করিবারও দরকার হয় না, যাহা কিছু খরচ করা হয় অথবা অন্যভাবে পুণ্য করা হয় তাহার সওয়াব পিতামাতাকে বখশাইয়া দিলেই চলে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, সেই পাক জাতের কছম যিনি নবীয়ে করীমকে (ছঃ) সত্যবাণী সহ প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর কালাম, যে ব্যক্তি তোমার পিতার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম করিয়াছে তুমি তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিও না যদি কর তবে নূর চলিয়া যাইবে।

একটি হাদীছে রহিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতার বা তাহাদের মধ্যেকার একজনের কবর প্রতি জুমার দিনে জেয়ারত করে তাহাকে মার্জনা করা হইবে এবং অনুগতদের তালিকা ভুক্ত করা হইবে। আওজায়ী (রহঃ) বলেন: আমি শুনিয়াছি যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাহাদের নাফরমানী করে অতঃপর তাহাদের মৃত্যুর পর দোয়া প্রার্থনা করে, তাহাদের জিম্মায় ঋণ থাকিলে সে ঋণ পরিশোধ করে এবং তাহাদিগকে মন্দ না বলে তবে সে অনুগতদের তালিকা ভুক্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় পিতামাতার অনুগত থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর পিতামাতার দুর্নাম করে তাহাদের ঋণ থাকিলে সে ঋণ পরিশোধ করে না। তাহাদের গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা চায় না সে ব্যক্তি নাফরমানদের তালিকাভুক্ত হইয়া যায়। (দুররে মনছুর)

(৫) عن سراقة بن مالك (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على افضل الصدقة ابنتك مردودة اليك ليس لها كاسب غيرك -

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) একবার বলিলেন আমি কি তোমাদিগকে সর্বোত্তম ছদকার কথা বলিয়া দিব? তোমার মেয়ে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহার তুমি ব্যতীত অন্য যদি কোন উপার্জনক্ষম না থাকে তবে তাহার জন্য তোমার ব্যয়িত অর্থ সর্বোত্তম ছদকা বলিয়া গণ্য হইবে।

ফায়েদা ঃ ফিরিয়া আসার অর্থ হইতেছে, নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়ার পর স্বামীর যদি মৃত্যু হয় বা স্বামী তাহাকে তালাক দেয় অথবা অন্য কোন প্রকার অঘটন ঘটে, যে কারণে মেয়ে পিতার সংসারে ফিরিয়া আসে তবে সেই ঘরের দায়িত্ব পিতাকেই পালন করিতে হয়। সেই মেয়ের তত্ত্বাবধান এবং তাহার ব্যয় নির্বাহ করা উত্তম ছদকার অন্তর্ভুক্ত। ইহা উত্তম এজন্যেই হইবে যেহেতু ইহা ছদকা।

দ্বিতীয়ত বিপদগ্রস্থের প্রতি সাহায্য। তৃতীয়ত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হইতেছে, পঞ্চমত দুশ্চিন্তা গ্রস্থের দুশ্চিন্তা লাঘব হইবে। প্রাথমিক জীবনে সন্তান পিতামাতার সংসারে থাকা আনন্দের ব্যাপার হইয়া থাকে, কিন্তু স্বামীর সংসারে চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় পিতার সংসারে ফিরিয়া আসা গভীর বেদনা ও দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করে তাহার জন্য ক্ষমাশীলতার ৭৩ দরজা লেখা হয়। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে তাহার যাবতীয় কার্যকলাপের সংস্কার ও সংশোধন হইয়া থাকে, এবং ৭২ দরজা তাহার জন্য উন্নতির কারণ হইবে। এ বিষয়ে বহু সংখ্যক বর্ণনা প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উম্মুল মোমেনীন হজরত সালমা (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রথম স্বামী আবু সালমার যে সন্তান আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য খরচ করিলে কি আমার সওয়াব হইবে? সেতো আমারই সন্তান। নবীজী বলিলেন, তাহার জন্য খরচ কর, তুমি ইহার সওয়াব পাইবে। (মেশকাত)

সন্তানের প্রতি স্নেহ ভালবাসার কারণেই তাহার প্রয়োজনে আগাইয়া যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই পিতামাতার জন্য প্রিয়তর বিষয় হিসাবে পরিগণিত। একবার নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট তাঁহার উভয় দৌহিত্র হাসান হোসায়েন (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। নবীজী তাহাদের আদর করিলেন। তামিম গোত্রের সর্দার আমর ইবনে হাবেছ (রাঃ) সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমার সন্তান সংখ্যা দশ, আমি তাহাদের কাউকে কখনো আদর সোহাগ করি নাই। নবীকরিম (ছঃ) তাঁহার প্রতি তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না তাহার প্রতি দয়া করা হয় না। অন্য এক হাদীছে, এক বেদুইন নবীজীকে বলিল, আপনারা সন্তানকে আদর করেন আমিতো করি না। নবীজী বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার হৃদয় হইতে দয়ার বৈশিষ্ট্য বাহির করিয়া দিয়াছেন আমার কি করার আছে। (বোখারী)

www.BANGLAKITAB.com

সন্তানের পিতা হওয়া ছাড়াও তাহার বিপদে সহায়ক হওয়ার জন্য আলাদা ছওয়াব রহিয়াছে।

(৭) عن سليمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الصدقة على المسكين صدقة و هى على ذى الرحم ثنتان صدقة و صلة ـ

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, গরীবের প্রতি ছদকা করা শুধুই ছদকা এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি ছদকা করা ছদকা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন—এ উভয় ছওয়াব রহিয়াছে।

ফায়েদা ঃ আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সদকা করা অর্থাৎ দান খয়রাত করা সাধারণ গরীব দুঃখীকে দান খয়রাত করার চাইতে উত্তম। নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতে বিভিন্ন হাদীছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নবীজী বলিয়াছেন একটি স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর পথে দান করা, একটি স্বর্ণমুদ্রা গোলাম আজাদের জন্য খরচ করা, একটি স্বর্ণমুদ্রা কোন ভিক্ষুককে দেয়া, একটি স্বর্ণমুদ্রা নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্য খরচ করা—ইহার মধ্যে শেষোক্তটি উত্তম (তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাহা খরচ করিতে হইবে এবং তাহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে কিনা তাহাও দেখিতে হইবে)। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে হযরত মায়মুনা (রাঃ) এক দাসীকে মুক্তি দিলেন. নবীকরীম (ছঃ) ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, উহাকে যদি তোমার মামাদেরকে দান করিতে তবে বেশী ছাওয়াব হইত।

একবার নবী করিম (ছঃ) নারীদের বিশেষভাবে দান খয়রাত করার তাগিদ দেন। বিশিষ্ট সাহাবী ও ফকীহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত জয়নব(রাঃ)স্বামীকে বলিলেন, নবীকরিম(ছঃ) আজ আমাদেরকে দান খয়রাত করার আদেশ দিয়াছেন আপনার আর্থিক অবস্থা তো ভাল নয়. নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন আমার অর্থ আপনাকে দান করিলে হইবে কিনা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি নিজেই নবীজীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর। হজরত যয়নব (রাঃ) নবীজীর নিকট গিয়া দেখিলেন আরো একজন

মহিলা একই মাছআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কিন্তু নবীজীর বুজুর্গীর কারণে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছেন না। এমন সময় হজরত বেলাল (রাঃ) আসিলে উভয় মহিলা তাঁহাকে বলিলেন আপনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করুন যে দু'জন মহিলা জানিতে চাহিতেছেন যদি তাহারা স্বামীকে এবং প্রথম স্বামীর এতিম সন্তানের জন্য দান করেন তবে তাহা বৈধ হইবে কিনা। নবীজীকে উহা জানাইলে তিনি মহিলা দু'জনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন একজন অমুক আনসার মহিলার আর অন্যজন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নব (রাঃ)। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, হঁ্যা তাহাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব, ছদকার সওয়াব এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালনের ছওয়াব।

(মেশকাত)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি নিজের কোন ভাইকে এক দিরহাম দিয়া সাহায্য করা অন্য কারো জন্য বিশ দিরহাম খরচের চেয়ে অধিক পছন্দ করি। নিজের কোন ভাইয়ের জন্য বিশ দিরহাম খরচ করা একটি দাসকে মুক্ত করে দেয়ার চাইতে অধিক পছন্দ করি।

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে কোন লোক যখন অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, নিজের অভাব মিটাইবার পর পর্যায় ক্রমে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের জন্য খরচ করিবে।

(কানজ)

ইহা কানজুল ওম্মালসহ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় নিজের এবং নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজনের পর অন্যকে দান করিতে হইবে। তবে যদি নিজে আল্লাহর প্রতি ভরসা বিশ্বাস ও ধৈর্য ধারনে সক্ষম হয় তবে অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। এ ব্যাপারে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

তাছবীহে ফাতেমীর ছওয়াব

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে আমার এবং নবীজীর সবচেয়ে আদরের দুলালী ফাতেমার (রাঃ) কাহিনী শোনাব। তিনি আমার গৃহে থাকিতেন, নিজে চাক্কি পিষিতেন, ইহাতে হাতে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল, নিজে পানি তুলিতেন, ইহাতে গায়ে পানিপাত্র তোলাও রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল, ঘর ঝাড়ু দেয়া ইত্যাদি নিজের হাতে করিতেন, ইহাতে পোষাক অপরিস্কার থাকিত, নিজে রান্না করিতেন, ধোঁয়ায় ও অন্যান্য কারণে পোষাক কালো হইয়া যাইত, মোটকথা তিনি সকল প্রকার কষ্টকর কাজ করিতেন। একবার নবীজীর নিকট দাসদাসী প্রভৃতি আসিলে আমি বলিলাম, তুমিও যাইয়া একটি দাসীর জন্য আবেদন কর। ইহাতে কষ্ট কম হইবে। তিনি নবীজীর নিকটে গেলেন, সেখানে লোকজন থাকায় লজ্জায় বলিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিলেন। অন্য এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট বলিয়া আসেন। পরদিন নবীজী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফাতেমা, তুমি গতকাল কি বলিতে গিয়াছিলে? ফাতেমা লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। হজরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি তাহার যাবতীয় কষ্টের কথা বলিয়া উল্লেখ করিলাম যে, আমিই তাহাকে একটি দাসী চাহিবার জন্য পাঠাইয়াছি। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে দাসী পাওয়ার চাইতে উৎকৃষ্ট একটা বিষয় বলিয়া দিতেছি। ঘুমাইবার জন্য শয়ন করিলে সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পাঠ করিবে ইহা দাসী পাওয়ার চাইতে উত্তম।

(আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) এর এ বাণীও নকল করা হইয়াছে যে, আহলে ছোফ্ফার পেট ক্ষুধায় কাতর থাকিতেছে এমতাবস্থায় আমি দাস দাসীদের বিক্রি করিয়া তাহাদের মূল্য উহাদের জন্য ব্যয় করিব।

(ফতহুল বারী)

(৮) عن اسماء بنت ابی بکر (رض) قالت قدمت
علی امی و هو مشركة فی عهد قریش فقلت یا رسول

الله ان امی قدمت علی و هی راغبة افا صلها قال نعم صليها ۔

অর্থাৎ হজরত আসমা (রাঃ) বলেন, যেই সময় নবীকরিম (ছঃ) এর সহিত কোরাইশদের চুক্তি হইয়াছিল সেই সময় আমার কাফের মা (মক্কা হইতে মদীনায়) আসিলেন। আমি নবীজীকে বলিলাম, আমার মা আমার প্রত্যাশী হইয়া আসিয়াছেন। তাহাকে কি সাহায্য করিব? নবীজী বলিলেন, হঁ্যা সাহায্য কর।

ফায়েদা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলমানের উপর যেসব অত্যাচার করা হইয়াছে সেসব অবর্ণনীয়। ইতিহাস গ্রন্থাবলী সেই সব বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এমনকি বাধ্য হইয়া মুসলানদের মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিতে হয়। মদীনায় পৌঁছার পরও মুশরিকদের পক্ষ হইতে সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতন অব্যাহত থাকে। নবীকরিম (ছঃ) সাহাবাদের একটি জামাতের সহিত শুধু ওমরাহ করিতে গিয়াছিলেন, মক্কার বাহির হইতেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করা হইল। কাফেরগণ তাহাদের মক্কায় প্রবেশ করিতে দিল না। তবে উভয় পক্ষে সেখানে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই সন্ধিতে পরস্পর কয়েকটি শর্তে কয়েক বছর যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। হজরত আসমা (রাঃ) এই হাদীছে সেই চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কোরায়েশদের সহিত যখন চুক্তি হইতেছিল সেই চুক্তির সময়ে হজরত আবু বকরের (রাঃ) অন্যতমা স্ত্রী যিনি আসমার (রাঃ) মা ছিলেন তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই—তিনি কিছু সাহায্য সহানুভূতির আশায় নিজ কন্যা আসমার (রাঃ) কাছে গমন করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন পৌত্তলিক একারণে হজরত আসমার (রাঃ) মনে সন্দেহ দেখা দিল তাহাকে সাহায্য করিবেন নাকি করিবেন না বিষয়টি তিনি নবীকরিমকে (ছঃ) জিজ্ঞাসা করেন। নবীজী আসমাকে (রাঃ) তার মায়ের সাহায্যের আদেশ দেন। এ ঘটনা হইতে জানা যায় যে, মুসলমান আত্মীয় স্বজনের অনুরূপ কাফের আত্মীয়দেরও আর্থিক সাহায্য করা প্রয়োজন।

একটি বর্ণনায় রহিয়াছে পবিত্র কোরানের ছুরা মোমতাহেনায়

www.BANGLAKITAB.com

দ্বিতীয় রুকুতে একটি আয়াত এ ঘটনা উপলক্ষে নাজিল হয়। উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, "আল্লাহ পাক নিষেধ করেন না তোমাদেরকে, যাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই, তোমাদেরকে আপন বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করে নাই তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করিতে। কেননা আল্লাহ তায়ালা সুবিচারকগণকে ভালবাসেন।"

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন এখানে সেইসব কা'ফেরের কথা বলা হইয়াছে যাহারা জিম্মি, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। ইহাকে ন্যায়পরায়ন বলা হইয়াছে। কাজেই ইনসাফ দ্বারা বিশেষ ইনসাফ বুঝানো হইয়াছে। অন্যথা স্বাভাবিক ইনসাফ বা ন্যায়পরায়নতামূলক ব্যবহার তো প্রত্যেক কাফের এমনকি জীবজন্তুর সহিতও ওয়াজিব। (বয়ানুল কোরান)।

হজরত আসমার (রাঃ) মা কায়সা অথবা কোতায়লা বিনতে আবদুল ওজ্জা যেহেতু মুসলমান হয় নাই একারণে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁহাকে তালাক দেন। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি আপন কন্যার জন্য কিছু পনীর ইত্যাদি লইয়া মদীনা গিয়াছিলেন। হজরত আসমা (রাঃ) তাহাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই এবং বৈপিতৃয় ভগ্নি হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট লোক পাঠাইলেন এসম্পর্কে নবীজীর মতামত জানিয়া আসার জন্য। নবীজী হজরত আসমাকে (রাঃ) তাহার মায়ের সহিত সদ্ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। সেই সময় কোরআনের এ আয়াত নাজিল হইল। ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহ এবং রাছুলের প্রতি তাঁহার ভালোবাসা কত গভীর ছিল যে সুদূর মক্কা হইতে কন্যার সহিত দেখা করিতে আসা সত্ত্বেও নবীজীর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত হজরত আসমা (রাঃ) কোন প্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। অমুসলমানদেরকে দান খয়রাত করা সাহাবাগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে পছন্দ করিতেন না। আল্লাহ তায়ালা তখন সূরা বাকারার ৩৭ রুকুর এ আয়াতটি নাযিল করেন: উহাদের ঠিক পথে লইয়া আসা তোমার দায়িত্ব নহে এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা ঠিক পথে লইয়া আসেন, বস্তুত তোমরা

যাহা কিছু ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদেরই জন্য।

অর্থাৎ তোমরা ছদকা ইত্যাদি যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া থাক উহাতে কাফের হোক বা মুসলমান সকল পরমুখাপেক্ষীই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন মুসলমানেরা নিজেদের কাফের আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করা পছন্দ করিতেন না তাহারা চাহিতেন যে উহারাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করুক। এ ব্যাপারে তাহারা নবী করিম (ছঃ) এর নিকট অনুযোগ করিলেন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করিলেন। এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) লিখিয়াছেন একজন অগ্নিপূজক হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কাছে গিয়া তাঁহার মেহমান হওয়ার আবেদন করিলে তিনি বলিলেন তুমি মুসলমান হইলে আমি তোমার মেহমানদারী করিতে পারি। অগ্নিপূজক চলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা ওহী নাযিল করিলেন যে ইব্রাহীম, তুমি এক বেলা অন্ন অগ্নিপূজককে দিতে পারিলে না অথচ আমি তাহাকে ৭০ বছর যাবত তাহার কুফুরী সত্ত্বেও অন্ন দান করিতেছি। এক বেলা অন্ন দিলে কি এমন অসুবিধা হইত। ওহী নাযিলের পর ইব্রাহিম (আঃ) উক্ত অগ্নি পূজকের সন্ধানে বাহির হইলেন এবং তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন, এবং তাহাকে আহার করাইলেন। ইব্রাহিম (আঃ) ওহীর ঘটনা বর্ণনা করিলে লোকটি অভিভূত হইয়া মুসলমান হইয়া গেল।

(এহইয়া)।

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, তিনটি জিনিস এমন রহিয়াছে, যে ব্যাপারে কাহারো কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। (১) পিতামাতা মুসলমান হোক বা কাফের হোক তাহাদের সহিত অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করিতে হইবে। (২) মুসলমান বা কাফের যাহার সাথেই ওয়াদা করা হোক না কেন সেই ওয়াদা পালন করিতে হইবে। মুসলমানের হোক বা কাফেরের হোক যাহারই আমানত রাখা হোক না কেন তাহা ফেরৎ দিতে হইবে।

(জামেউস সগীর)

মোহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া, আতা, (রাঃ) এবং কাদাতা তিনজন হইতে বর্ণিত আছে যে ছুরা আহকাফের এই আয়াতে—'কিন্তু যাহা তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি উপকার কর"—মুসলমাদেরকে ইহুদী

www.BANGLAKITAB.com

নাসারা এবং অমুসলমান আত্মীয়জনের জন্য ওসিয়তের কথা বলা হইয়াছে।

সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবারভুক্ত

(৮) عن انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ - مشكوة -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার যে ব্যক্তি তাঁহার পরিবারের সহিত সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন।

ফায়েদা ঃ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কাফের মুসলমান জীবজন্তু পশু-পাখী সবই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। প্রতিটি সৃষ্টির সহিত সদ্ব্যবহার করা আল্লাহর নির্দেশ এবং ইহা আল্লাহর পছন্দনীয়। প্রথম পরিচ্ছেদের ১০নং হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে,একজন ফাহেশা নারীকে একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে মার্জনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮নং হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে একজন নারীকে এ কারণেই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে যে সে একটি বিড়াল পালন করিত কিন্তু তাহাকে খাইতে দেয় নাই। জীবজন্তুর ব্যাপারে এইরূপ অবস্থা হইলে মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব তাহাদের সহিত অনুগ্রহ এবং সদ্ব্যবহারের বিনিময় কত বেশী হইবে।

নবীকরিম (ছঃ) বলেন, ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের প্রতি তোমরা দয়া কর আকাশে যিনি থাকেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করিবেন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি দয়া করেন না, যে অন্যের প্রতি দয়া করে না। অন্য এক হাদীছে নবীজী বলেন যেই ব্যক্তির অন্তর হইতে দয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় সে ব্যক্তি হতভাগ্য। (মেশকাত)

নবীকরিম (ছঃ) এর সারাটি জীবন সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা এবং তাহার অনুসরণ করা উম্মতের

জন্য অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ তায়ালা কোরানে বলিয়াছেন, হে নবী আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যাহারা নবীজীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহাদের জন্য তাঁহার সত্তা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য রহমত স্বরূপ, কিন্তু যাহারা ঈমান আনয়ন করে না তাহাদের জন্যও তিনি রহমত স্বরূপ, কেননা তাহারা পূর্ববর্তী উম্মতদের মত কুফুরীর কারণে ইহলৌকিক জীবনের আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। ফলে তাহারা ভূপৃষ্ঠে ধ্বসিয়া যাওয়া আকাশ হইতে পাথর বর্ষিত হইয়া ও হত্যার আজাব হইতে রক্ষা পাইতেছে।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, কতিপয় লোক নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট আবেদন করিলেন যে কোরায়েশগণ মুসলমানদের অনেক কষ্ট দিয়াছে অনেক অত্যাচার করিয়াছে আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। নবীজী বলিলেন, আমি বদদোয়া করারজন্য প্রেরিত হই নাই আমি মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি! আরো বহু সংখ্যক বর্ণনায় এ বিষয় উল্লেখিত রহিয়াছে। (দুররে মনছুর)

নবীকরিম (ছঃ) এর তায়েফ সফরের হৃদয় বিদারক ঘটনা হেকায়েতে ছাহাবায় প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। হতভাগ্য তায়েফবাসীরা নবীজীকে এতকষ্ট দিয়াছে যে তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে রক্ত ধারা জারি হইয়াছিল। ইহাতে পাহাড় সমুহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা নবীজীর কাছে আবেদন করিলেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে দুইদিক হইতে পাহাড় একত্রিত করিয়া উহাদিগকে পিষ্ট করিয়া দিব। নবীজী বলিলেন, আমি আশা করি ইহারা মুসলমান না হইলেও আল্লাহ তায়ালা উহাদের বংশধরদের কাউকে হয়তো তাঁহার নাম লওয়ার তওফীক দিবেন।

ওহুদের যুদ্ধে নবীকরিম (ছঃ) এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়। কাফেরদের প্রতি বদদোয়ার আবেদন জানানো হইলে নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা আমার কওমকে হেদায়েত করুন, তাহারা বুঝে না। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন হে আল্লাহর রাছুল! আপনিও

www.BANGLAKITAB.com

যদি হজরত নুহের (আঃ) মত বদদোয়া করিতেন তাহা হইলে আমরা সবাই ধ্বংস হইতাম। নবীজীকে সকল প্রকার কষ্ট দেওয়া সত্বেও তিনি সব সময় মোনাজাত করিতেন, হে আল্লাহ আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দাও, কেননা তাহারা জানে না।

কাজী আয়াজ (রহঃ) বলেন এ অবস্থাকে গভীরভাবে দেখা দরকার নবীজীর কতো উন্নত চরিত্র ছিল, কতো করুণাপ্রবন অন্তর ছিল যে সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতন সত্বেও তিনি স্বজাতির পথভ্রষ্ট লোকদের জন্য কখনো মাগফেরাতের কখনো হেদায়েতের দোয়া করিতেন। গাওয়াছ ইবনে হারেসের ঘটনা বিখ্যাত যে এক সফরে নবী করিম (ছঃ) একাকী ঘুমাইয়াছিলেন এমন সময় সে তলোয়ার হাতে নবীজীর শিয়রে পৌছিল। হুঙ্কার দিয়া সে বলিল, এবার তোমাকে কে রক্ষা করিবে? নবীজীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ জাল্লাশানুহু, একথা বলার সাথে সাথে তাহার হাত কাঁপিতে কাঁপিতে তলোয়ার পড়িয়া গেল। নবীজী তলোয়ার হাতে লইয়া বলিলেন, বল, তোমাকে এবার কে রক্ষা করিবে? সে বলিল আপনি। নবীজী তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

ইহুদী নারী কর্তৃক নবীজীকে বিষ প্রদানের ঘটনাতো সুবিখ্যাত। সেই নারী স্বীকারও করিয়াছিল কিন্তু নবীজী প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। লবিদ ইবনে আসেম নবীজীর উপর যাদু করিয়াছিল নবীজী তাহা জানিতেও পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও পছন্দ করেন নাই। এই ধরণের দুই চারটি ঘটনা নহে শত্রুদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের অসংখ্য ঘটনা নবীকরিম (ছঃ) এর জীবনে রহিয়াছে। (শামা)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন পরস্পরের সহিত করুনা পূর্ণ ব্যবহার না করা পর্যন্ত তোমরা মোমেন হইতে পারিবে না। সাহাবাগণ বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল, আমরা সবাইতো করুণা প্রদর্শন করিয়াই থাকি। নবীজী বলিলেন, নিজের সাথে যাহা করা হয় তাহা করুণা নহে বরং করুণা হইল সার্বজনীন। নবীকরিম (ছঃ) একটি গৃহে গমন করিলেন, সেখানে কয়েকজন কোরায়েশ উপস্থিত ছিলেন। নবীজী

বলিলেন, লালন ক্ষমতা এবং সালতানাতের ধারা কোরায়েশদের মধ্যেই থাকিবে যতোদিন পর্যন্ত মানুষ তাহাদের কাছে করুণার আবেদন করিয়া বিমুখ হইবে না, আদেশ প্রদানে ন্যায় পরায়নতা অবলম্বন করিবে, কোন জিনিস বন্টন করার সময় সুবিচার করিবে। যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে না তাহার প্রতি আল্লাহর লানত ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত।

একবার নবীজী একটি গৃহে গমন করিলেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কয়েকজন লোক সেখানে হাজির ছিলেন, নবীজীকে দেখিয়া সবাই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন নবীজী উপবেশন করিবেন। নবীজী দরজায় রহিলেন এবং দরজার দু'পাশে হাত রাখিয়া বলিলেন, তোমাদের উপর আমার অনেক হক রহিয়াছে? রাজ্য পরিচালনার ভার কোরায়েশদের উপর থাকিবে যতোদিন পর্যন্ত তাহারা তিনটি বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করে। (১) যে ব্যক্তি দয়ার আবেদন জানায় তাহাকে আবেদন অনুযায়ী দয়া করিবে। (২) বিচার করিলে সুবিচার করিবে (৩) কাহারো সহিত অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন করিবে। যাহারা এইসব পালন করিবে না তাহাদের প্রতি আল্লাহর লানত ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত।

নবীকরীম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি একটি চড়ুইকেও অন্যায় ভাবে জবাই করিবে কেয়ামতের দিন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। সাহাবাগণ আরজ করিলেন, এ ব্যাপারে ন্যায় কি? নবীজী বলিলেন জবাই করিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে, এমন নহে যে জবাই করিয়া ফেলিয়া দিবে। অনেক হাদীছে অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজের অনুরূপ পানাহার করানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নিজের মতই পোশাক পরিধান করাইতে বলা হইয়াছে। যাহার সাথে বনিবনা হয় না তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিবে কিন্তু নির্যাতন করিতে পারিবে না। (তারগীব)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কোন ভৃত্য তোমাদের জন্য কোন জিনিস রান্না করিয়া আনিলে তাহাকে নিজের সহিত

www.BANGLAKITAB.com

আহার কারাইবে। এই রান্নায় সে গরম ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করিয়াছে। যদি তাহাকে পুরাপুরি খাওয়ানোর মত পরিমিত পরিমাণ না থাকে তবে অল্প কিছু হইলেও দিয়ো। (মেশকাত)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, অধিনস্থদের সহিত সদ্ব্যবহার করা উৎকৃষ্ট কাজ আর তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করা দুর্ভাগ্যজনক। (মেশকাত)

মোটকথা নবীকরিম (ছঃ) সকল শ্রেণীর সৃষ্টির সহিত করুণাপূর্ণ ব্যবহারের এবং নানাভাবে তাহাদের সহিত সহৃদয়তামুলক আচরণের জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ দিয়াছেন।

(٧) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ
وَصَلَهَا -

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন সেই ব্যক্তি নিকট আত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী নহে যে নাকি সমতা ভিত্তিক কর্যকলাপ করে বরং সম্পর্ক স্থাপনকারী সেই ব্যক্তি যে নাকি অন্যের সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সম্পর্ক স্থাপন করে।

ফায়েদা ঃ ইহা অতিশয় স্পষ্ট ব্যাপার যখন আপনি সকল বিষয়ে অন্যের অনুকরণ করিবেন তবে কি আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী বলা যাইবে? অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গেও ইহা হইতে পারে, আপনার প্রতি যে লোক অনুগ্রহ করিবে আপনিও তাহার সহিত অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবস্থা করিবেন। করিতে বাধ্য থাকিবেন বলা যায়। পক্ষান্তরে যদি কেহ অবহেলা করিয়া তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে সেই ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করাটাই নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপন বলিয়া অভিহিত করা যায়। অন্য পক্ষের আচরণ কিরূপ তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, বরং সব সময় নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। এমন যেন না হয় যে অন্য পক্ষের কোন হক্ নিজের উপর থাকিয়া যায়, যে জন্য কেয়ামতের দিন জবাবদিহি করিতে হয়। অন্যপক্ষের নিকট হইতে আসানুরূপ সদ্ব্যবহার না পাইলেও দুখিত হওয়ার কিছুই নাই বরং এ জন্য আনন্দিত

হইতে হইবে যে, পরকালে যে পুরস্কার পাওয়া যাইবে তাহা এখানের পুরস্কারের চাইতে অনেক বেশী।

রাসূলে করিম (ছঃ) এর নিকট একজন সাহাবী আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে, আমি তাহাদের সহিত অনুগ্রহ স্থাপন করি কিন্তু তাহারা মন্দ ব্যবহার করে। প্রতিটি বিষয়ে আমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেই কিন্তু তাহারা মূর্খতার পরিচয় দেয়। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, যদি এইসব সত্য হয় তবে তুমি তাহাদের মুখে মাটি প্রবেশ করাইতেছ এবং তোমার সহিত আল্লাহর সাহায্য সামিল থাকিবে যতদিন তুমি নিজের এইরূপ অভ্যাস অব্যাহত রাখিবে। (মেশকাত)

আল্লাহর সাহায্য সঙ্গে থাকিলে কাহারো ক্ষতিই তোমার কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না, কাহারো অসদ্ব্যবহার তোমাকে সদ্ব্যবহার হইতে বিরত করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যাহার সাহায্যকারী হন অন্য কাহারো সাহায্যের তাহার প্রয়োজন হয় না সমগ্র বিশ্ব চেষ্টা করিলেও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ৯টি বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন। (১) ভিতরে বাহিরে উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ জাহেরে বাতেনে আল্লাহর ভয়। (২) সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়ই সত্যন্যায়ের কথা অর্থাৎ ইনসাফ করিতে হইবে। (৩) দারিদ্র ও স্বাচ্ছন্দ উভয় অবস্থায় মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ। (৪) সম্পর্ক ছিন্নকারীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন। (৫) নিজের দান হইতে যে আমাকে বঞ্চিত করে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার। (৬) যে ব্যক্তি জুলুম করে তাহাকে মার্জনা করা। (৭) নীরবতা যেন আল্লাহর নিদর্শনের স্মরণ হয়। (৮) কথায় আল্লাহর জিকির প্রকাশ পায়। (৯) দৃষ্টি যেন নছিহত পূর্ণ হয়। (১০) সৎকাজের আদেশ। প্রথমে ৯টি বলিয়াছেন কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনায় ১০টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দশটি পূর্বোক্ত ৯টির ব্যাখ্যা হইতে পারে আবার ৭টি বা ৮টিও হইতে পারে। দুইটি মুখোমুখি হওয়ায় তাহা একটির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। যেন প্রথম জাহের বাতেন একটি ধরা হইয়াছে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে একটি ধরা

www.BANGLAKITAB.com

হইয়াছে।

হাকিম ইবনে হাজাম (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল উত্তম সদকা কি? নবীজী বলিলেন, কাশেহ আত্মীয়স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন। (মেশকাত) কাশেহ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তির মনে কাহারো প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করে। একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে কেয়ামতে উঁচু উঁচু বাসভবন এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে তাহার উচিত তাহার প্রতি জুলুমকারীকে ক্ষমা করা, তাহাকে দান হইতে বঞ্চিত কারীকে অনুগ্রহ করা তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন। (দোররে মনছুর)

একটি হাদীছে রহিয়াছে যখন ছুরা আরাফের চব্বিশতম রুকুর এই আয়াত নাজিল হইল, ক্ষমাশীলতা গ্রহণ কর, পুণ্য কাজের আদেশ কর এবং মুর্খদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাক—তখন নবীকরিম (ছঃ) হজরত জিব্রাইল (আঃ)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, যিনি জানেন তাহার নিকট হইতে (আল্লাহ তায়ালা) জানিয়া উত্তর দিব। একথা বলিয়া জিব্রাইল (আঃ) চলিয়া গেলেন, তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি জুলুম করিবে তাহাকে ক্ষমা করিবেন, যে ব্যক্তি আপনাকে দান হইতে বঞ্চিত করিবে তাহাকে দান করিবেন আর যে ব্যক্তি আপনার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।

অন্য এক হাদীছে এ ঘটনার পর উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অতঃপর নবী করিম (ছঃ) লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদেরকে ইহ পরকালের সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের কথা বলিব? সাহাবাগণ বলিলেন, জ্বী অবশ্যই বলুন। নবীকরীম (ছঃ) বলিলেন, তোমার উপর যে ব্যক্তি জুলুম করিবে তাহাকে ক্ষমা করিবে, তোমাকে যে দান হইতে বঞ্চিত রাখিবে তাহাকে দান করিবে, তোমার সহিত যে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন আমি তোমাকে প্রথম ও শেষের উত্তম চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করিব?

আমি আরজ করিলাম জ্বী অবশ্যই বলুন। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তোমাকে যে ব্যক্তি নিজের দান হইতে বঞ্চিত করিবে তাহাকে দান কর। তোমার প্রতি যে ব্যক্তি জুলুম করিবে তাহাকে মার্জনা কর। তোমার সহিত যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত তুমি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিবে।

হজরত ওকবা (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের উৎকৃষ্ট চরিত্রের কথা বলিতেছি অতঃপর তিনি উপরোক্ত তিনটি বিষয় উল্লেখ করিলেন। অন্যান্য সাহাবাগণও একই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী নকল করিয়াছেন যে, মানুষ প্রকৃত ঈমান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যতক্ষণ না সে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে তাহার উপর জুলুম কারীদের ক্ষমা করে, তাহার প্রতি গালীগালাজ-কারীদের মার্জনা করে এবং তাহার সহিত মন্দ ব্যবহরকারীদের সহিত ভাল ব্যবহার করে। (দুররে মনছুর)

দুইটি পাপের সাজা দুনিয়াতেও ভোগ করিতে হয়

(১০) عن ابى بكر (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الاخرة من البغى و قطيعة الرحم -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, দুইটি গুণাহ এমন রহিয়াছে যাহার শাস্তি পরকালের জন্য সঞ্চিত থাকা সত্বেও ইহকালেও ভোগ করিতে হইবে। এই দুইটি গুনাহ হইতেছে জুলুম এবং নিকটাত্মীয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

ফায়েদা ঃ জুলুম অত্যাচার এবং নিকটাত্মীয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা এমন দুটি পাপ যে আখেরাতে তাহার জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ তো করিতে হইবেই, এ পৃথিবীতেও তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। হাদীছে রহিয়াছে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন কিন্তু পিতামাতার সহিত নাফরমানী করার শাস্তি মৃত্যুর আগেই প্রদান করেন। (মেশকাত)

www.BANGLAKITAB.com

একটি হাদীছে রহিয়াছে, প্রতিটি পাপের শাস্তিই আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে দিয়া থাকেন কিন্তু পিতামাতার সহিত নাফরমানীর শাস্তি খুব শীঘ্রই পৃথিবীতেই প্রদান করেন। (জামেউস্ সগীর)

অনেক হাদীছে এমন ও উল্লেখ রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্ককে কথা বলার শক্তি দিবেন, সে আরশে মুয়াল্লা ধরিয়া আল্লাহর কাছে আবেদন করিবে, হে আল্লাহ! যে আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে তুমি তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর। আর যে আমাকে ছিন্ন করিয়াছে তাহার সহিত তুমি সম্পর্ক ছিন্ন কর।

অনেক হাদীছে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, রেহম শব্দ পবিত্র নাম রহমান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি রেহম (আত্মীয়দের সহিত সুসম্পর্ক) স্থাপন করিবে রহমান তাহার সহিত সম্পর্ক করিবে আর যে ব্যক্তি ছিন্ন করিবেন আল্লাহ তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন।

একটি হাদীছে রহিয়াছে, প্রতি শুক্রবার রাতে আল্লাহর নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয় কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর কোন আমল কবুল হয় না। (দুররে মনছুর)

ফকীহ আবুল লায়েস (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এতো নিকৃষ্ট পাপ যে এধরনের পাপকারীর নিকট যাহারা বসে তাহাদের ও আল্লাহ তাঁহার দয়া হইতে দূরে সরাইয়া দেন। এ কারণে প্রত্যেকের উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ হইতে তওবা করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করা।

নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আত্মীতায় সম্পর্কের বন্ধন স্থাপন কারীর পুণ্যসম অন্য কোন পুণ্য নাই, যাহার বিনিময় অতি শীঘ্র পাওয়া যায় আর এই বন্ধন ছিন্ন করা ও জুলুম করার মতো কোন পাপ নাই যাহার শাস্তি পরকালে সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও খুব শীঘ্রই দুনিয়াতেও ভোগ করিতে হয়। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার ফজরের পর একটি সমাবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, সেখানে তিনি বলিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিতেছি, যদি তোমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের বন্ধনছিন্নকারী কোন ব্যক্তি থাকিয়া থাকে তবে সে যেন চলিয়া

যায় আমরা আল্লাহর কাছে একটি বিষয়ে দোয়া করিতে চাই। নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহারের সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য আকাশের দরওয়াজা বন্ধ হইয়া যায়। (তারগীব)

অর্থাৎ তাহার দোয়া আকাশে পৌঁছায় না তাহার আগেই আকাশের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়া হয়। এ ধরনের লোকের দোয়ার সহিত আমাদের দোয়া মিশ্রিত হইলে দরওয়াজা বন্ধ থাকার কারণে সেই দোয়া (দুনিয়াতেই) থাকিয়া যাইবে। বহু সংখ্যক বর্ণনায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। দুনিয়ার ঘটনাবলী হইতেও জানা যায় যে নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারী পৃথিবীতে এমন সব বিপদে পতিত হয় যাহাতে শুধু কাঁদিতেই থাকে। অথচ নিজের নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতার কারণে জানিতেও পারে না যে এ পাপ হইতে তওবা না করিলে সেই পাপের প্রতিকার না করিলে, বদল না নিলে এ বিপদ ও আজাব হইতে নিষ্কৃতির জন্য যতই চেষ্টা তদবির করা হোকনা কেন নিষ্কৃতি মিলিবে না। তবে দুনিয়ার শাস্তি ও আজাবে জড়িত হওয়া কোন প্রকার বদদ্বীনীতে জড়িত হওয়ার চাইতে বরং ভাল। কারণ ইহাতে অনেক সময় তওবা করার সুযোগও হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাহার দয়া ও করুনায় সবাইকে নিরাপদে রাখুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাকাত প্রদানের তাগিদ এবং ফাজায়েলের বিবরণ

জাকাত আদায় করা ইসলামের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আল্লাহ জাল্লা শানুহু পবিত্র কোরআনে ৮২ জায়গায় নামাজ কায়েমের সাথে সাথে জাকাত প্রদানেরও নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাছাড়া বিভিন্ন স্থানে আলাদা ভাবে জাকাত প্রদানের নির্দেশ রহিয়াছে। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালেমা তাইয়্যেবার প্রতিবিশ্বাস, নামাজ জাকাত, রোজা এবং হজ্জ। একটি হাদীছে রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির নামাজ কবুল করেন না যে ব্যক্তি জাকাত প্রদান করে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোরানে জাকাতকে নামাজের সহিত এক-

www.BANGLAKITAB.com

ত্রিত করিয়াছেন, কাজেই এই দুইটির প্রতি পার্থক্য করিও না। (কান্‌জ)

ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমতে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে কোন একটি অস্বীকারকারী কাফের। এই পাঁচটি জিনিস ইসলামের ভিত্তি এবং ইবাদত হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। এইসব জিনিসের উপরই ইসলামের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে ইহার মূলকথা তা বুঝে আসে কি আল্লাহকে মাবুদ বা উপাস্য বলিয়া স্বীকার করিলে প্রিয়তমের দরবারে দুইটি হাজিরা অবশিষ্ট থাকে। প্রথম হাজিরা হইতেছে আত্মিক হাজিরা বা উপস্থিতি, যাহা নামাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ কারণেই নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, নামাজের মাধ্যমে নামাজী আল্লাহ তায়ালার সহিত আলাপ করে। একারণেই ইহাকে মেরাজুল মোমেনীন বলা হয়। এই উপস্থিতিতে সর্বক্ষণের প্রয়োজনের চাহিদা মালিকের দরবারে পেশ করার সময়।

একারণেই বারবার হাজিরার প্রয়োজন দেখা দেয়, যেহেতু মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা সর্বক্ষণ লাগিয়াই থাকে। হাদীছে বার বার উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবীকরিম (ছঃ) এবং সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম কোন প্রয়োজন দেখা দিলে নামাজ পাঠে আত্মনিয়োগ করিতেন। এই হাজিরায় বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহর গুনগানের পর তাঁহার নিকট সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। এই আবেদন আল্লাহ তায়ালার নিকট মঞ্জুর করারও অঙ্গীকার রহিয়াছে। হাদীছ শরীফে ছুরা ফাতেহার তাফছীরে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে। একারণে যখন নামাজের জন্য আহবান জানানো হয় তখন নামাজের জন্য আস বলার সাথে সাথে ঘোষণা করা হয় যে কামিয়াবীর জন্য আস। অর্থাৎ উভয় জাহানের সাফল্যের জন্য আস। নামাজের মাধ্যমে যেহেতু উভয় জাহানের কল্যাণও সাফল্য মহান প্রতিপালকের দরবারে পাওয়া যায়। দ্বীন দুনিয়া উভয়ই লাভ হয়ঃ একারণে জাকাত যেন তাহার পূর্ণতা বিধান। আল্লাহ যেন বলিয়া দেন যে; আমার দরবার হইতে যাহা দান করা হইয়াছে তাহা হইতে অতি সামান্য অংশ শতকরা আড়াই টাকা আমার নামোচ্চারনকারী ফকিরদেরকেও দান কর। ইহা যেন শুকরিয়া স্বরূপ।

ইহা বিবেক সম্মত এবং স্বভাব সম্মত ব্যাপার যে, দরবারে পাওয়া দানের মধ্যে দরবারের ভৃত্যদেরও কিছু দেওয়া হয়। একারণে কোরানে যেখানে নামাজের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সাথে সাথে যাকাতের ও নির্দেশ রহিয়াছে। অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে আমার নিকট সাহায্য চাও এবং গ্রহণ কর। অতঃপর ইহা হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহার কিছু অংশ আমার নাম স্মরণ কারীদেরকেও দান কর। এই সামান্য দানের কারণে পৃথকভাবে সওয়াব এবং প্রচুর পুরস্কারের অঙ্গীকারও রহিয়াছে।

দ্বিতীয়ত প্রিয়তমের গৃহে শারীরিক ভাবে উপস্থিতি। ইহাকে হজ্জ বলা হয়। যেহেতু এই ইবাদতে আর্থিক ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এ কারণে সমর্থ থাকিলে সমগ্র জীবনে শুধু একবার হাজির হওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে সেখানে হাজিরার জন্য নিজেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে কিছুকাল রোজা পালন অত্যাবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইভাবে পবিত্র হইলে আল্লাহর গৃহে হাজীর হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হইবে। একারণে রোজার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে হজ্জের সময় শুরু হয়। ফেকাহবিদগণ সম্ভবত এই যুক্তি-কতার কারণেই এ সকল ইবাদতের তরতীব তাহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত রোজার মধ্যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা এই বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী নহে। ধন-সম্পদ ব্যয় না করার ব্যাপারে কোরানের আয়াতে যে সব সতর্কতা উচ্চারিত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ ওলামার মতে এই সতর্কতা যাকাত আদায় না করার প্রেক্ষিতেই নাজিল হইয়াছে। মুসলমানদের জন্য তো একটি আয়াত বা একটি হাদীছ উল্লেখ করাই যথেষ্ট, আর যাহারা নামমাত্র মুসলমান তাহাদের জন্য সমগ্র কোরানে এবং হাদীছের দপ্তরও নিষ্ফল। অনুগতদের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের ফরমান একবার জানাটাই যথেষ্ট, কিন্তু অবাধ্য অর্থাৎ নাফরমানদের জন্য হাজার তাগিদ ও নিরর্থক।

www.BANGLAKITAB.com

আয়াত

(১) وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ -

অর্থাৎ তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সহিত রুকু কর।

ফায়েদা : মাওলানা থানবী (রহঃ) লিখিয়াছেন, ইসলামের বিধি-বিধানের মধ্যে দুই প্রকারের আমল রহিয়াছে। জাহেরী ও বাতেনী জাহেরী বাতেনী দুইভাগে বিভক্ত, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। ইহার মধ্যে নামাজ শারীরিক ইবাদত যেহেতু ইবাদতে বাতেনীর ক্ষেত্রে বিনয়ী ও অনুগত লোকদের সহায়তার বিরাট প্রভাব রহিয়াছে একারণে রুকুকারীর সহিত রুকু কথাটি অত্যন্ত সুসঙ্গত হইয়াছে।

(বয়ানুল কোরান)

একথা অনুসারী রুকু দ্বারা নম্রতা ও বিনয় বোঝায়। কোরানের উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্টতা বোঝা যায় যে এসকল ইবাদতের মধ্যে নামাজ হইতেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। একারণেই এই ইবাদতকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে। যাকাত দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় অতঃপর যাকাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবাদতকে ইহাদের জাহেরী অবস্থা বাতেনী অবস্থার উপর অগ্রাধিকার পাইয়াছে। এ কারণে বিনয় ও নম্রতা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে! কেননা বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টির জন্য অনুগত বান্দাদের দলভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মাশায়েখরা একারণে খানকার অবস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন। তাহাদের সংস্পর্শে থাকিলে এই গুণবৈশিষ্ট্য শীঘ্র গড়িয়া উঠে এই তিন প্রকারের ইবাদতে সাধারণ মুসলমানদের আমলসমূহ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একারণে বহুবচন ব্যবহার সর্বত্র করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় রুকু দ্বারা নামাজের রুকুর কথা বুঝানো হইয়াছে। শাহ আবদুল আজীজ (রহঃ) তাফসীরে আজীজীতে লিখিয়াছেন, নামাজ যাহারা পড়ে তাহাদের সহিত নামাজ পড় ইহার অর্থ এই যে জামাতের সহিত নামাজ আদায় কর। ইহাতে জামাতের প্রতি তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। রুকুর কথা বিশেষভাবে একারণেই উল্লেখ করা হয় যেহেতু

ইহুদীদের নামাজে রুকু থাকে না। অর্থাৎ এখানে ইঙ্গিত করা হয় যে, মুসলমানদের মত নামাজ পড়।

নামাজের মধ্যে জামাতের বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাজায়েলে নামাজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে সবিশেষ আলোকপাত করা হইয়াছে ফেকাহগণ জামাত ব্যতীত নামাজ আদায় করাকে ত্রুটিপূর্ণ আদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ -

অর্থ "কিন্তু আমার রহমত সমস্ত বিশ্বকে জুড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং উহা আমি তাহাদের জন্য লিখিয়া দিব, যাহারা খোদাকে ভয় করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে।

(আরাফ রুকু ১৯)

ফায়েদা : হজরত হাসান (রাঃ) এবং কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আল্লাহর রহমত পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা পাপী অথবা পুণ্যবান যাহাই হোক না কেন কিন্তু আখেরাতে পুরস্কার শুধু পুণ্যবানদের জন্যই রহিয়াছে। একজন বেদুঈন মসজিদে আসিয়া নামাজ পড়িয়া তার পর দোয়া করিল হে আল্লাহ আমার উপর এবং মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর রহমত নাজিল কর এবং আমাদের রহমতের সহিত অন্য কাহাকেও অন্তর্ভুক্ত করিও না। নবীকরিম (ছঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহর ব্যাপক রহমতকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছ, আল্লাহ পাক তাহার রহমতকে একশত ভাগ করিয়া একভাগ পৃথিবীতে প্রদান করিয়াছেন, ইহার ফলে জীন জাতি, মানব, পশুপাখী প্রভৃতি একে অন্যকে ভালবাসে। আর ৯৯ ভাগ রহমত আল্লাহ নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন।

হাদীছ শরীফে রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার রহমতের ৯৯ ভাগ রাখিয়া আর এক ভাগের কারণে সৃষ্টির সবকিছু একে অন্যের উপর দ...

www.BANGLAKITAB.com

করে এবং জীবজন্তু তাহাদের সন্তানদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা রাখে এবং ৯৯ ভাগ কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। আরো বহু হাদীছে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। (দুররে মনছুর)

মায়েরা সন্তানের সামান্যতম দুঃখেও ব্যথিত হন তাহার রোগে কাতর হইয়া পড়েন, পিতা সন্তানের বিপদে অধীর হইয়া পড়েন। আত্মীয় স্বজন আপন পর একে অন্যকে বিপদ গ্রস্থ দেখিলে অস্থির হইয়া পড়ে এসকল দয়া ও ভালোবাসা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করা ভালোবাসার প্রভাবেই প্রকাশ পায়। এক ভাগ রহমতের অভিব্যক্তিতেই এইরূপ হইলে আল্লাহ তায়ালা যিনি ৯৯ ভাগ রহমত নিজের আয়ত্বে রাখিয়াছেন তাহার হুকুম আহকামের অবাধ্যাচরণ করা কতো বড় অত্যাচার এবং অকৃতজ্ঞতা তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি? সন্তানের প্রতি করুণা প্রকাশকারিনী মা সন্তানকে অবাধ্য দেখিলে মনে কত দুঃখ পান অথচ মায়ের করুণা আল্লাহর করুণার মোকাবিলায় কিছুই নহে। ইহাতেই আল্লাহর বিধিবিধান পালন না করার পরিণাম আন্দাজ করা যাইতে পারে।

(৩) وما اتيتم من ربا ليربو افى اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فا ولئک هم المضعفون -

অর্থাৎ আর যাহা তোমরা সুদ দিতেছ লোকের ঐশ্বর্য বর্ধিত হইবে বলিয়া ফলতঃ উহা আল্লাহর নিকট বর্ধিত হয়না, আর যাহা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করিয়া যাকাত প্রদান কর তাহারাই তাহাদের প্রদত্ত সম্পদকে আল্লাহর নিকট বর্ধিত করিতেছে। (রুম, রুকু৪)

ফায়েদা ঃ মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, বর্ধিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মালামাল প্রদানের মধ্যে সেইসব মালামাল অন্তর্ভুক্ত যাহা তাহার চেয়ে উত্তম পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রদান করা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ায় অধিক পাওয়ার জন্য বা আখেরাতে অধিক পাওয়ার জন্য খরচ করাটাই অধিক পাওয়ার আশায় খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। একারণে সুদকে যাকাতের

সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য একটি হাদীছে হজরত মোজাহেদ (রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে ইহা দ্বারা হাদিয়ার কথা বলা হইয়াছে। (দুররে মনছুর)

অর্থাৎ কাউকে হাদিয়া বা উপহার ইত্যাদি আরো অধিক পাওয়ার আশায় দান করা। যেমন কাউকে একারণে দাওয়াত করা যে সে দাওয়াত রক্ষা করিতে আসিয়া যা খাইবে তাহার অধিক উপহারস্বরূপ দিয়া যাইবে নওতা ইত্যাদিও এরকম দানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লার সন্তুষ্টির জন্য যাহা খরচ করা হয় আল্লাহর কাছে শুধু তাহাই বৃদ্ধি পায়।

হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, দুনিয়াতে বিনিময় পাওয়ার আশায় যে হাদিয়া দেওয়া হইবে আখেরাতে তাহার কোন সওয়াব পাওয়া যাইবে না। লক্ষ্যণীয় যে, আখেরাতে পাওয়ার আশায় যখন দানই করা হয় নাই তবে সেখানে কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে।

হজরত কা'ব কায়জী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ায় অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি কিছু দান করে আল্লাহর নিকট এ দান বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে যাহাকে দান করা হইল তাহার নিকট হইতে প্রাপ্তির প্রত্যাশা না রাখিয়া যদি আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্তির আশা করা হয় তবে তাহা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। কাজেই যাহারা কাউকে যাকাত ইত্যাদি মালামাল দান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছে এইরূপ চিন্তা করে এবং সেজন্য তাহার মুখাপেক্ষী থাকিবে এইরূপ প্রত্যাশা করে তাহারা এইরূপ বদ নিয়তের কারণে প্রাপ্ত সওয়াবের পরিমাণ নিজেরাই কমাইয়া দেয়।

প্রথম অধ্যায়ের ৬৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে আল্লাহ বলিয়াছেন, আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আহার করাই আমরা তোমাদের কাছে ইহার বিনিময় চাই না কৃতজ্ঞতাও চাই না।

অধিক বিনিময় চাওয়ার উদ্দেশ্যে খরচ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নবীকরিম (ছঃ) কে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। ছুরা মোদ্দাছেরে আল্লাহ নবীজীকে বলিয়াছেন, "আপনি দান করিবেন না অধিক প্রতিদান দাবীর উদ্দেশ্যে।"

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে দানের কারণে ইহপরকালে সওয়াব পাওয়ার কথা বিভিন্ন আয়াতে ও হাদীছে উল্লেখ করিয়াছে। সেইসব প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি। একারণে যাহারা দান করে তাহারা যাহাকে দান করিল তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা যেন প্রকাশ না করে। দ্বিতীয় কথা হইল, গ্রহণকারীর উচিত সে যেন অনুগৃহীত হইয়াছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা জানায়। কিন্তু দাতা যদি এইরূপ নিয়ত করে তবে সেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান না হইয়া দুনিয়ায় প্রতিদানের উদ্দেশ্যে দান বলিয়া গণ্য হইবে। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রেতো এধরনের চিন্তা কিছুতেই করা যাইবে না যেহেতু ইহা অবশ্য কর্তব্য হিসাবে আদায় করিতে হয়। একারণে উল্লেখিত আয়াতে যাকাত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দানের সহিত বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

(১) عن ابن عباس رض قال لما نزلت والذين
يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين فقال
عمر (رض) انا افرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله انه كبر
على اصحابك هذه الاية فقال ان الله لم يفرض الزكوة
الا ليطيب ما بقي من اموالكم وانما فرض المواريث
وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم فقال فكبر عمر رض ثم قال له
الا اخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة اذا نظر
اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها
حفظته -

হাদীছ

অর্থাৎ—হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পবিত্র কোরানের এ আয়াতটি যখন নাজিল হয়—যাহারা সোনা এবং রূপা কুক্ষিগত করে—তখন এ আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের জন্য কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এ মুশকিল সমাধান করিব। এই কথা বলিয়া তিনি (হজরত) ওমর (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাছুল (ছঃ)! এই আয়াতটির কারণে লোকদের খুব কষ্ট হইতেছে। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, অবশিষ্ট ধন-

সম্পদকে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক যাকাত ফরজ করিয়াছেন। এবং ধনসম্পদ পরবর্তীকালে অবশিষ্ট রাখার উদ্দেশ্যেই মীরাছ ফরজ করা হইয়াছে। হজরত ওমর (রাঃ) আনন্দে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। অতঃপর নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, আমি কি মানুষের জন্য সবচেয়ে সঞ্চিত উত্তম বস্তু কি তা বলিব? তাহা হইতেছে, পুণ্যশীলা নারী যাহাকে দেখিয়া স্বামী খুশী হয়, তাহাকে যখন আদেশ প্রদান করা হয় সে তখন তাহা পালন করে, আর স্বামী কোথাও গেলে সেই নারী (স্বামীর জিনিসপত্র) হেফাজত করে।

ফায়েদা ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫নং আয়াতে উল্লেখিত আয়াত এবং তাহার অর্থ উল্লেখ করা হইয়াছে। যাকাতের এই আয়াত দ্বারা মনে হয় যে, যতো প্রয়োজনেই সঞ্চিত করা হোক না কেন সকল প্রকার সঞ্চয়ই কঠিন শাস্তির কারণ। একারণেই সাহাবাদের জন্য ইহা কষ্টকর হইয়াছিল কেননা আল্লাহ এবং নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীর অনুসরণ ছিল সাহাবাদের প্রাণ। অথচ প্রয়োজনের কারণে অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করা জরুরী হইয়া পড়ে। ওমর (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিলেন। নবী করিম (ছঃ) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন যে যাকাত একারণেই ফরজ করা হইয়াছে যে তাহা আদায় করিলে অবশিষ্ট ধন সম্পদ পবিত্র হইবে। ইহাতে ধন-সম্পদ রাখার যুক্তি পাওয়া গেল। অর্থাৎ সমগ্র বছর ধন-সম্পদ সঞ্চিত করিয়া রাখা যদি জায়েজ না হইত তবে যাকাত কেন ফরজ হইল? ইহাতে যাকাতের বিরাট ফজিলত প্রমাণিত হইতেছে যে, যাকাত আদায়ের জন্য আলাদা সওয়াব পাওয়া যাইবে অথচ অবশিষ্ট ধন-সম্পদ ও পবিত্র হইয়া যাইবে। পবিত্র কোরানেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পবিত্র হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদের যাকাত আদায় কর, ইহা তোমাদের ধনসম্পদ পবিত্র হওয়ার উপায়, অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যাকাত আদায় কর, ইহা তোমাদের মালকে পবিত্র করিবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পবিত্র করিবেন। অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, নিজেদের ধন-সম্পদকে

www.BANGLAKITAB.com

যাকাতের মাধ্যমে নিরাপদ কর এবং সদকা দিয়া তোমরা রুগীদের চিকিৎসা কর, এবং বালামুসিবতের বিরুদ্ধে দোয়া তৈরী কর।

একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, যাকাতের মাধ্যমে নিজের ধন-সম্পদকে নিরাপদ কর, নিজের রোগীদের সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর, এবং বালামুসিবত দূরীকরণের জন্য দোয়া ও বিনয়ের সহিত সাহায্য চাও।

অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) উল্লিখিত হাদীছে ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতার দ্বিতীয় যুক্তি উল্লেখ করিয়াছেন যে, উত্তরাধিকার আইন তো ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের কারণেই জারী করা হইয়াছে। যদি ধন-সম্পদ সঞ্চয় বৈধ না হয় তবে মীরাছ বণ্টন কোন জিনিসের হইবে? অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন যে, বৈধ হওয়া অন্য কথা। কিন্তু (ধন-সম্পদ) কোষাগারে রাখার মত উপযুক্ত জিনিস হইল পুণ্যবতী স্ত্রী।

কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায় যে এক্ষেত্রে সাহাবাগণ নবী-জীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে নবীকরিম (ছঃ) উপরোক্ত কথা বলিয়াছেন।

হজরত ছাওবান (রাঃ) বলেন পবিত্র কোরানে সোনারূপা কুক্ষিগত না করা সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাজিল হয় তখন আমরা নবীকরিম (ছঃ)-এর সহিত সফরে ছিলাম। কোন কোন সাহাবা আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাছুল! সঞ্চয় করিয়া রাখার মত জিনিস কি আছে যদি তাহা জানা যাইত, নবীকরিম (ছঃ) তখন বলিলেন, জেকেরকারী জিহবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হৃদয় এবং দ্বীনের কাজে সহায়তা দানকারিণী পুন্যশীলা স্ত্রী সবচেয়ে উত্তম জিনিস। (দুররে মনছুর)

একটি হাদীছে আছে যে, উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, সোনারূপার সর্বনাশ হউক, কী খারাপ জিনিস? নবীজী তিনবার একথা বলিলেন, তখন ছাহাবারা বলিলেন হে আল্লাহর রাছুল, সংগ্রহ করিয়া রাখার মত উত্তম জিনিস কি? নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, জেকেরকারী জিহ্বা, আল্লাহকে ভয় করে এমন হৃদয়, দ্বীনের কাজে সাহায্যকারিণী পূণ্যশীলা স্ত্রী।

(তাফসীরে কবীর)

নবীকরিম (ছঃ)-এর শিক্ষা কত পবিত্র এবং জ্ঞানগর্ভ যে, তিনি ধনসম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতার কথাও বলিলেন অথচ ইহা যে পছন্দনীয় কাজ নহে তাহাও বলিয়া দিলেন। দুনিয়াতে শান্তিময় জীবন যাপনের কথাও তিনি বলিলেন, যেই জীবন পরকালে কাজে আসিবে তাহা হইতেছে, জেকেরকারী জিহবা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তকরণ। দুনিয়ায় শান্তি ও লজ্জতের এমন জিনিসের কথাও বলিয়াছেন যাহা শান্তিতে জীবন যাপনের উপকরণ হইবে এবং ধন সম্পদের মধ্যকার ফেতনার মত ফেতনা ইহাতে থাকিবে না। যাহার মধ্যে সকল প্রকার শান্তি ও আরামের উপকরণ রহিয়াছে। তাহা হইতেছে, এমন স্ত্রী যে নাকি পূণ্যশীলা, ধর্মপরায়না, অনুগত এমন বুদ্ধিমতী যে স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাজত করিতে পারে।

(২) عن ابى الدرداء رض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزكوة قنطرة الاسلام -

অর্থাৎ নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন, যাকাত হইতেছে ইসলামের সেতু।

ফায়েদা ঃ কোথাও যাওয়ার জন্য যেমন শক্ত সেতু সহজতর উপায় তেমনি ইসলামের হাকিকত পর্যন্ত পৌছার জন্য যাকাত মাধ্যম এবং পথ স্বরূপ। আবদুল আজিজ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) যিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের (রহঃ) পৌত্র ছিলেন, তিনি বলেন নামাজ তোমাকে অর্ধেক পথ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। রোজা তোমাকে বাদশাহর দরবার পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে এবং ছদকা তোমাকে বাদ-শাহর নিকট পৌছাইয়া দিবে। বিশিষ্ট বুজুর্গ এবং সুফী হজরত শকীক বলখীর (রহঃ) কথায়ও সেতুর সহিত একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক আন্দাজ করা যায়? তিনি বলেন, আমি পাঁচটি জিনিস সন্ধান করিয়াছি এবং উহা পাঁচ জায়গায় পাইয়াছি। চাশতের নামাজে রুজির বরকত, তাহা-জ্জুদের নামাজে কবরের রোশনী কোরান তেলাওয়াতে মনকির নাকিরের জওয়াব, রোজা ও সদকায় পূলসিরাত সহজ ভাবে পার হওয়া এবং নির্জন ধ্যানের মধ্যে আরশের ছায়া পাইয়াছি। (ফাজায়েলে নামাজ)

(৩) عن جابر رض قال قال رجل يا رسول الله ارأيت

www.BANGLAKITAB.com

ان ادى الرجل زكوة ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادى زكوة ماله فقد ذهب عنه شره -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে সেই ধন-সম্পদের অনিষ্টকারীতা তাহা হইতে চলিয়া যায়।

ফায়েদা ঃ কোন কোন বর্ণনায় এবিষয় এভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করিয়া তুমি সেই ধন-সম্পদে অনিষ্ঠকারীতা দুর করিয়া দিয়াছ। অর্থাৎ ধন-সম্পদ অনেক অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে কিন্তু যদি তাহার যাকাত সুষ্ঠভাবে আদায় করা হয় তবে সেই ধনসম্পদ তাহার নিজস্ব অনিষ্টকারীতা হইতে নিরাপদ থাকে। আখেরাতের দৃষ্টিকোন হইতে বোঝা যায় যে, এই ধন-সম্পদের কারণে আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে। যদি যাকাত আদায় না করা হয় তবে সেই ধন-সম্পাদ ধ্বংস হইয়া যায়। এসম্পর্কে ৬নং হাদীছে উল্লেখ করা হইবে।

(৪) عن الحسن رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا اموالكم بالزكوة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, নিজের ধন-সম্পদকে যাকাতের মাধ্যমে নিরাপদ কর, নিজ রোগীদের সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর এবং বালামুসিবতের ঢেউকে দোয়া ও আল্লাহর সামনে বিনয়ের সহিত কান্নাকাটি করিয়া স্বাগত জানাও।

ফায়েদা ঃ তাহচীন অর্থ চারিদিকে দুর্গ তৈরী করা। দুর্গের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করিয়া মানুষ যেমন চারিদিক হইতে নিরাপদ হইয়া যায় তেমনি ভাবে যাকাত আদায় করিয়া ধন-সম্পদকে নিরাপদ করা হয়। একটি হাদীছে আছে প্রিয়নবী (ছঃ) কা'বার হাতীমে অবস্থান রত ছিলেন। এসময় এক ব্যক্তি উল্লেখ করিল যে, অমুক লোকদের বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের ঢেউ তাহাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, হুজুর (ছঃ) বলেন জল স্থলের যেখানেই মাল ধ্বংস হউক না কেন তাহা যাকাত আদায় না করার কারণেই

বিনষ্ট হইয়া থাকে। নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে চিকিৎসা কর এবং বালা মুসিবত অবতরণকে দোয়ার মাধ্যমে দুর কর। দোয়া সেই বালাকে মিটাইয়া দেয় যাহা নাজিল হইয়াছে এবং সেই বালাকে প্রতিরোধ করে যাহা এখনো অবতরণ করে নাই। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতির স্থায়ীত্ব চান অথবা তাহাদের উন্নতি চান তখন সেই জাতির মধ্যে পাপ হইতে পবিত্র এবং দানশীলতার গুণ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। আর যখন কোন জাতিকে বিলপ্ত করিয়া দিতে চান তখন সেই জাতির মধ্যে খেয়ানত তৈরী করেন।

(৫) روى علقمة انهم اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا النبى صلى الله عليه وسلم ان تمام اسلامكم ان تودوا زكوة اموالكم -

অর্থাৎ হজরত আলকামা (রাঃ) বলেন, আমাদের জামাত যখন নবী (ছঃ) এর নিকট হাজির হইল তখন তিনি বলিলেন, তোমরা জাকাত আদায় কর, ইহার মধ্যে তোমাদের ইসলামের পূর্ণতা নিহীত।

ফায়েদা ঃ ইসলামের পূর্ণতা যে যাকাত আদায়ের সহিত সমপৃক্ত ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ কালেমা, নামাজ রোজা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে যাকাত একটি স্তম্ভ, যাহা ব্যতীত ইসলাম পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

হজরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তি নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হাজির হইয়া আরজ করিল, বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার মধ্যে একটি আমল আমাকে শিখাইয়া দিন। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন আল্লাহর ইবাদত কর, কাহাকেও তাঁহার শরীক করিও না, নামাজ আদায় করিতে থাক, নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক হাদীসে আছে, একজন বেদুইন নবীজীকে বলিল যে, আমাকে এমন আমল শিখাইয়া দিন যাহা পালন করিয়া আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি। নবীজী বলিলেন, আল্লাহর ইবাদত কর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, ফরজ নামাজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করিতে থাক।

যাকাত আদায় করিতে থাক, রমজানের রোজা পালন করিতে থাক।

www.BANGLAKITAB.com

লোকটি তখন বলিল, সেই মহান খোদার কছম যঁাহার নিয়ন্ত্রনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি ইহার মধ্যে কম বেশী করিব না। লোকটি চলিয়া গেলে নবীজী বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন বেহেশতী মানুষ দেখিয়া মন খুশী করিতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখিয়া লয়। (তারগীব)

(৭) عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وعلم ان لا اله الا الله واعطى زكوة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يامركم بشره -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলেন যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করিবে সে ঈমানের স্বাদ লাভ করিবে। শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং ভালভাবে জানিয়া রাখিবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, প্রতিবছর হৃষ্টচিত্তে জাকাত আদায় করিবে, ইহাতে (পশুদের জাকাতের ক্ষেত্রে) বৃদ্ধ পশু লোম উঠা পশু রোগাক্রান্ত বা নিকৃষ্ট পর্যায়ের পশু দান করিবে না বরং মধ্যম শ্রেণীর পশু দিবে। আল্লাহ তায়ালা জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের উৎকৃষ্ট মালামাল চান না কিন্তু তিনি নিকৃষ্ট মালামাল প্রদানেও নির্দেশ দেন না।

ফায়েদা ঃ এই হাদীছে যদিও পশুদের যাকাতের বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু সকল প্রকার যাকাতের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মালামাল আদায় করা ওয়াজিব নয়। আবার নিকৃষ্ট মালামাল আদায় করাই রীতি। যদি কেহ নিজের মনের সন্তুষ্টিতে সওয়াব লাভের জন্য, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উত্তম মালামাল আদায় করে তবে ইহা তাহার সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্ম পদ্ধতি গভীরভাবে লক্ষ্য ও পর্যালোচনা করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

মুসলিম ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, নাফে ইবনে আলকামা (রাঃ) আমার পিতাকে কওমের চৌধুরী মনোনীত করিয়াছিলেন। একবার তিনি

আমার পিতাকে হুকুম দিলেন যে সমগ্র কওমের যাকাত সংগ্রহ করুন। আমার পিতা আমাকে সবার নিকট হইতে যাকাত আদায় করিয়া একত্রিত করার জন্য প্রেরণ করেন। আমি হজরত সা'র (রাঃ) নামক একজন বড় মিয়ার নিকট যাকাত আদায় করিতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা কি ধরনের মালামাল নিবে। আমি বলিলাম, সবচেয়ে ভাল মাল, এমনকি গ্রহণ করিবার সময় ওলানও দেখিব ছোট নাকি বড়। অর্থাৎ সবকিছু দেখিয়া ভালো ভালোগুলি বাছাই করিব। তিনি বলিলেন, প্রথমে আমি তোমাকে একটি হাদীছ শুনাইয়া দেই। আমি হুজুর (ছঃ) এর জীবদ্দশায় এখানেই থাকিতাম। একদিন দুইজন লোক নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হইতে আসিয়া বলিল, নবীকরিম (ছঃ) আমাদেরকে আপনার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিতে পাঠাইয়াছেন। আমি তাহাদেরকে আমার বকরীসমূহ দেখাইয়া বলিলাম, এগুলির মধ্যে কি কি ওয়াজিব? তাহারা বলিলেন, এগুলির মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব। আমি চর্বিযুক্ত দুগ্ধবতী একটি বকরী বাছিয়া তাহাদের দেওয়ার জন্য বাহির করিলাম, তাহারা বলিলেন এটি শাবক বিশিষ্ট বকরী, এধরনের বকরী গ্রহণের জন্য নবীকরিম (ছঃ) এর অনুমতি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কোন বকরী গ্রহণ করিবেন? তাহারা বলিলেন, ছয় মাসের সাবক অথবা একবছর বয়সের বকরী আমি ছয় মাসের একটি সাবক তাহাদেরকে দিলাম। তাহারা লইয়া চলিয়া গেলেন। (আবু দাউদ)

এ ঘটনায় হজরত সা'র (রাঃ) এর প্রথমে ইচ্ছা ছিল সবচেয়ে ভালো বকরী যাকাত হিসাবে দিবেন, তবে ইবনে নাফে'কে (রাঃ) এই ঘটনা এজন্যই শুনাইয়াছেন তিনি যেন মাছআলা জানিতে পারেন। ইবনে নাফে (রাঃ) ইহা শুনিয়া নিশ্চয় বুজিতে পারিলেন যে হজরত সা'র (রাঃ) উত্তম মালই যাকাত হিসাবে দিতে চাহিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তিনি বলেন, নবীকরিম (ছঃ) একবার আমাকে যাকাত আদায় করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি একজন লোকের নিকট গেলে তিনি নিজের উটগুলো আমার নিকট হাজির করিলেন আমি দেখিলাম উহাদের মধ্যে এক বছরের একটি উটনী ওয়াজিব, আমি তাহাকে

www.BANGLAKITAB.com

বলিলাম, এক বছরের একটি উট্‌নী দিন। তিনি বলিলেন, এক বছরের উট্‌নী কি কাজে লাগিবে, সওয়ারী হিসাবেও কাজে লাগিবে না দুধও দিবে না। একথা বলিয়া তিনি একটি মোটা তাজা বড় উট্‌নী দিয়াছিলেন আমি বলিলাম, আমিতো ইহা গ্রহণ করিতে পারি না তবে নবীকরিম (ছঃ) সফরে রহিয়াছেন এবং তিনি নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অবস্থানের মনজিল বেশী দূরে নহে। আপনি ইচ্ছা করিলে, নবীজীর নিকট এই উট্‌নী হাজির করিতে পারেন। যদি নবীজী অনুমতি দেন তবে আমি গ্রহণ করিব। তিনি তখন উট্‌নী লইয়া আমার সঙ্গে রওয়ানা হইলেন। নবীজীর নিকট হাজির হইয়া তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাছুল, আপনার দুত আমার নিকট যাকাত গ্রহণ করিতে গিয়াছিল। আল্লাহর কছম এরকম সৌভাগ্য ইতিপুর্বে আমার হয় নাই যে আপনি নিজে অথবা আপনার দুত আমার নিকট হইতে কোন মাল চাহিয়াছেন। আমি আপনার দুতের সামনে আমার উটগুলি হাজির করিলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন একবছরের একটি উটনী দিন আমি বলিলাম এক বছরের উটনী সও-য়ারী হিসাবেও কাজে লাগিবে না, দুধও দিতে পারিবে না, একারণে আমি উৎকৃষ্ট মানের এই উট্‌নী তাহার সামনে হাজির করিলাম। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। একারণে আমি উটনী আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি। হে আল্লাহর রাছুল, আপনি এই উট্‌নী গ্রহণ করুণ। নবীজী বলিলেন, তোমাকে যাহা বলা হইয়াছে তোমার উপর তাহাই ওয়াজিব, যদি তুমি তাহার চাইতে ভালো অধিক বয়স্ক উট্‌ নফল হিসাবে দাও তবে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তোমাকে তাহার পুরষ্কার দিবেন। লোকটি আরজ করিল, হে আল্লাহর রাছুল, একারণেই আমি উহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, আপনি গ্রহণ করুণ। নবীকরিম (ছঃ) উহা গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

(আবু দাউদ)

তাঁহাদের অন্তরে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এইরূপ উদ্দীপনা ছিল এবং তাহারা এ জন্য গর্ববোধ করিতেন। ইহাকে সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন যে আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয়নবীর দুত আজ আমার নিকট আসিয়াছে এবং আমি এইরূপ যোগ্য হইয়াছি। যাকাত আদায়কে তাহারা শুল্ক এবং নিস্ফল কাজ মনে করিতেন না এবং নিজের প্রয়োজন

এবং নিজের কাজ বলিয়া মনে করিতেন, আমরা উৎকৃষ্ট মালামাল নিজের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া দেই অথচ তাঁহারা আল্লাহর পথে ব্যয় করাকেই নিজের কাজ বলিয়া মনে করিতেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবুজর (রাঃ) এর ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হয় যে বনি সলিম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট থাকিতে বলিলে তিনি বলেন, আমার নিকট থাকিতে হইলে একটি শর্ত তোমাকে মানিতে হইবে। তাহা এই যে আমি যখন কাউকে কিছু দিতে বলিব তখন আমার মালামাল হইতে সবচেয়ে উত্তম জিনিস বাছাই করিয়া দিবে। পূর্বে বিস্তারিত ভাবে এঘটনা ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং আগামী পরিচ্ছেদে ৬নং হাদীছের আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করা হইবে যে, যাকাত ও ছদকার মধ্যে বিশেষ করিয়া যাকাতে নিকৃষ্ট মালামাল কিছুতেই প্রদান করা উচিত নহে।

(٨) عن ابى هريرة (رض) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت الزكوة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له اجر وكان أجره عليه ٥

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যখন তুমি ধন সম্পদের যাকাত আদায় করিবে তখন তোমার দায়িত্ব পালিত হইল, কিন্তু যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে ধন সম্পদ সঞ্চয় করিয়া সেই ধন সম্পদের সদকা আদায় করে সে সদকা প্রদানের জন্য কোনরূপ সওয়াব পাইবে না এবং হারাম উপার্জনের জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ফায়েদা ঃ এই পবিত্র হাদীছে দুইটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে একটি হইতেছে ওয়াজিব শ্রেণীতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত, ইহা ছাড়া যেসব শ্রেণী রহিয়াছে তাহা হইতেছে সাদাকাত এবং নফল। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি তাহার উপর আরোপিত ওয়াজিব তো আদায় করিল, তবে ইহার চাইতে অধিক আদায় করা উত্তম।

হজরত জামাম ইবনে ছা'লাবার (রাঃ) বিখ্যাত হাদীছ বোখারী মুসলিম শরীফসহ বিভিন্ন গ্রন্থে নানাভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ

www.BANGLAKITAB.com

হাদীছে তিনি নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট ইসলাম ও তাহার স্তম্ভ সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নবীজী সবকিছু বিস্তারিতভাবে বলিয়া দেন। ইহাতে নবীজী যাকাতের কথাও উল্লেখ করেন। হযরত জামাম (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাকাত ব্যতিত অন্য কিছু কি আমার উপর ওয়াজিব? নবীজী বলিলেন না তবে নফল হিসাবে আদায় করিতে পার।

হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ে একব্যক্তি গৃহ বিক্রি করিলে তিনি বলিলেন, প্রাপ্ত অর্থ নিজ গৃহে মাটি খুঁড়িয়া সেখানে রাখিয়া দিয়ো। লোকটি বলিল কুক্ষিগত করার অন্তর্ভুক্ত হইবে না তো। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যাহার জাকাত আদায় করা হয় তাহা কুক্ষিগত করার অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে না।

হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমার নিকট অহুদ পাহাড় সমতুল্য সোনা থাকিলেও আমি কোন পরোয়া করি না। যেহেতু আমি তাহার যাকাত আদায় করি এবং তাহার দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য করি।

(দুররে মনছুর)

হাদীছ গ্রন্থসমূহে এ ধরণের বহু বর্ণনা উল্লেখ রহিয়াছে। সেই সব হাদীছের আলোকে ওলামায়ে জমহুর এবং চারজন ইমাম অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, মালামালের মধ্যে অনুরূপ মালামাল ব্যতীত যাকাত প্রদানের জন্য অন্য কোন জিনিস ওয়াজিব নহে। অবশ্য যদি অন্যভাবে ওয়াজিব হয় তবে তাহা ভিন্ন বিষয়, যেমন স্ত্রীর ও অপ্রাপ্ত আওলাদের ব্যয়নির্বাহের মতো অন্যান্য ব্যয় নির্বাহকরন। ক্ষুধা তৃষ্ণার কারণে মরণাপন্ন ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা ফরজে কেফায়া।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কোন কোন তাবেয়ীর মজহাব অনুযায়ী ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও কিছু দায়িত্ব রহিয়াছে। নাখায়ী শা'বী, আতা এবং মুজাহিদের মজহাব এইরূপ। ইমাম শা'বীকে (রহঃ) একজন জিজ্ঞাসা করিল ধনসম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও কি কোন দায়িত্ব রহিয়াছে? তিনি বলিলেন রহিয়াছে। অতঃপর কোরানের "অ আতাল মালা আ'লা হুব্বিহি" —এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। প্রথম পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। ২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এসম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। উপরোক্ত

ইমামদের মতে ধনশালী ব্যক্তিরা কোন পরমুখাপেক্ষীকে দেখিলে তাহার প্রয়োজন পূরন করিবেন। ইহা মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ফেকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিকোন হইতে যাহা ছহী তাহা এই যে, ক্ষুধায় কেহ মরণাপন্ন হইলে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করা ফরজে কেফায়া। তবে সেই খাদ্য তাহাকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে নাকি সাহায্য হিসাবে—সে ব্যাপারে ফেকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। (এহইয়া)

মরণাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য এমনিতেও ওয়াজিব। ক্ষুধা তৃষ্ণা বা অন্য যে কোন প্রকারেই মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছায়না কেন। কিন্তু ইহা ধনাঢ্য ব্যক্তির যাকাত আদায়ের চাইতে অধিক ওয়াজিব নহে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত—আমরা কোন কিছুর প্রতি অগ্রসর হইতে শুরু করিলে সীমা সরহদের তোয়াক্কা করি না। একারণে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অন্য কাহারো ধন সম্পদ তাহার সম্মতি ব্যতীত গ্রহণ করা জায়েজ নহে। ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ব্যক্তিকে অন্যের মালামাল ভক্ষণের জন্য ফেকাহবিদগণ অবশ্য অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু এব্যাপারে হানাফী মজহাব ভুক্তদের মধ্যেও দুইটি বক্তব্য রহিয়াছে। প্রথমত অন্যের মালামাল ভক্ষণের চাইতে মৃত পশুর গোশত খাইয়া প্রাণ রক্ষা করা শ্রেয়? দ্বিতীয়ত—মৃত পশুর খাওয়ার চাইতে অন্যের মালামাল খাওয়া শ্রেয়। ফেকাহর কিতাবসমূহে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এটা ঠিক যে কেউ যদি এমন অবস্থায় পৌঁছিয়া যায় যে তাহার জন্য মৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হইয়া যায় তাহা হইলে সে অন্যের মালামাল খাইতে পারে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলিয়াছেন "এবং তোমরা অন্যায় ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করিও না এবং জানা সত্ত্বেও অসদুপায়ে লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেশ্যে উহাকে বিচারকের নিকট লইয়া যাইও না। (বাকারাহ রুকু ২৩)

নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন, কাহারো উপর জুলুম করিও না। কাহারো মালামাল তাহার সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

নবীকরিম (ছঃ) এর বিখ্যাত হাদীছ যে ব্যক্তি কাহারো এক বিঘৎ পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করিবে কেয়ামতের দিন সপ্ত জমিনের অনুরূপ অংশ বেড়ী বানাইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া

www.BANGLAKITAB.com

হইবে। (মেশকাত)

হাওয়াজেন গোত্রের এ ঘটনা বিখ্যাত। তাহারা যখন পরাজিত হইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবীজীর নিকট হাজির হইল তখন আবেদন করিল যে গণিমত হিসাবে যেসব বন্দী এবং মালামাল তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা যেন ফেরত দেওয়া হয়। নবীকরিম (ছঃ) কতিপয় কারণ বিবেচনা করিয়া কথা দিলেন যে দুইটি তো ফেরত দেওয়া হইবে না। তবে যে কোন একটি ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমানদেরকে বলিলেন, আমি উহাদের বন্দী ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছি, তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় নিজ অংশ ফেরত দিতে চাও দিতে পারো। আর যাহারা স্বেচ্ছায় দিবে না আমি তাহাদের বিনিময় প্রদান করিব। নবীজীর কথা শুনিয়া সবাই বলিল, আমরা স্বেচ্ছায় নিজ দাবী প্রত্যাহার করিতেছি। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, দলের মধ্যে তোমাদের সম্মতির ব্যাপারে খুশী অখুশী বিষয়ে জানা সম্ভব নহে এ কারণে তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিবে। তাহারা তোমাদের সহিত পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়া আমাকে জানাইবে।

(বোখারী)

অন্যের মালামালের ব্যাপারে এরূপ আদর্শের উপস্থাপক একমাত্র নবীকরিম (ছঃ)। বহু সংখ্যক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে কাহারো অসম্মতিক্রমে জোর পূর্বক তাহার মালামাল গ্রহণ করা জায়েজ নহে। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম জনসমাবেশের লজ্জায় কোন কল্যাণকর কাজে চাঁদা প্রদান ও পছন্দ করেন নাই। কোন সাময়িক আন্দোলনে প্রভাবিত হইয়া কথা ও কাজে নির্ভরযোগ্য ওলামাদের মতামতকে উপেক্ষার ব্যাপারে কিছুতেই সীমা লংঘন করা চলিবে না।

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত যে নাকি অন্যের দুনিয়ার কারণে নিজের আখেরাতের ক্ষতি করিল।

(আবু দাউদ)

কাজেই এ ব্যাপারে সীমা লংঘন সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ধন সম্পদের মধ্যে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব কিন্তু শুধু ওয়াজিব আদায় করিয়া যথেষ্ট হইয়াছে এইরূপ মনে করা উচিত নহে। এ যাবত যাহা আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে জীবদ্দশায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা ধন সম্পদই শুধু কাজে আসিবে। কেননা তাহা আল্লাহর দরবারে সঞ্চিত থাকিবে। মৃত্যুর পর পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা কেহই যথার্থভাবে মনে রাখে না। সাময়িকভাবে বিনা পয়সায় কিছু অশ্রু বিসর্জন দিয়া সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। বছরের পর বছর কাটিয়া গেলেও মৃত ব্যক্তির খবর নিবে না। অনেকে এমন উক্তি করিয়া থাকে যে, আমরা দুনিয়াদাররা ফরয আদায় করিতেছি। ইহাইতো যথেষ্ট, নফল তো বড়লোকদের কাজ। ইহা শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেহ কি এরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করিতে পারিবে যে, আমি আল্লাহর হক পুরাপুরি আদায় করিয়াছি। ত্রুটি থাকিলে তাহা পুরণের জন্য নফল প্রয়োজন।

নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষ নামাজ এমতাবস্থায় আদায় করে যে তাহার জন্য নামাজের এক দশমাংশ লিখিত হয়। নবম, অষ্টম, সপ্তম, ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, দুই, এক, অর্ধ ও অংশ লিখিত হয়।

(আবু দাউদ)

ইহাত উদাহরণ স্বরূপ নবীজী উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যেভাবে নামাজ আদায় করি তাহাতে প্রকৃত নামাজের হাজার হাজার অংশের একাংশও লিখিত হয় কিনা সন্দেহ। অন্য এক হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, কোন কোন নামাজ পুরানা কাপড়ের মত জড়াইয়া মুখের উপর নিক্ষেপ করা হইবে যেহেতু তাহার মধ্যে কবুল করার মত কিছু নাই। এমতাবস্থায় আমাদের আদায়কৃত ফরজের কতটুকু লিখিত হয় তাহা বলা শক্ত। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে নামাজের হিসাব লওয়া হইবে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলিবেন, আমার বান্দার নামাজ দেখ, যথাযথ রহিয়াছে না কি ত্রুটিপূর্ণ। যদি যথাযথ হইয়া থাকে তবে পূর্ণরূপে লিখিয়া দেওয়া হয় আর যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে যতোটা ত্রুটিপূর্ণ তাহা লিখিয়া

www.BANGLAKITAB.com

দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ বলিলেন, দেখ, তাহার কাছে কোন নফল আছে কি না। যদি নফল থাকে তবে তাহা দিয়া ফরজ পূর্ণ করা হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে অন্যান্য আমলের হিসাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (আবু দাউদ)

এমতাবস্থায় কাহারো এমন গর্ব করা উচিত নহে যে, আমি হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিয়া থাকি। কত ত্রুটি তাহাতে থাকিয়া যাইতেছে কে জানে? সেই সব ত্রুটি পূরণের জন্য নফল সাদাকাতের সঞ্চয় থাকা দরকার। আদালতে মামলা করিতে গেলে মামলাকারীরা পকেটে সব সময় হিসাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় টাকার চাইতে বেশী টাকা রাখিয়া দেয়। কখন কি কাজে আসিবে কে জানে। আখেরাতের আদালত সবচেয়ে উচ্চ আদালত। সেখানে মিথ্যা, বাক চাতুরতা, সুপারিশ কিছুই কাজে আসিবে না। আল্লাহর রহমত সব কিছুর উর্ধে। তিনি ন্যায়বিচারক। সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া দিলেও কাহারো কিছু বলার থাকিবে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত কোন ব্যাপার নহে যে তিনি ক্ষমা করিবেনই। ক্ষমার আশায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া যায় না। কাজেই যথাযথভাবে ফরজসমূহ পালন করা দরকার, এবং তাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে, বরং ত্রুটি দুরীকরণের প্রয়োজনে নিজের কাছে নফলের সঞ্চয় রাখা চাই।

আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ) মেরকাতুস সুউদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ৭০টি নফল একটি ফরজের সমতুল্য। কাজেই ফরজ সমূহ যথাযথভাবে আদায় করা দরকার। পাশাপাশি নফলও নিজের আমলনামায় সঞ্চিত রাখিতে হইবে।

উপরোল্লিখিত হাদীছে অন্য একটি কথা রহিয়াছে যে, হারাম মাল সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে সদকা করিলে সেই সদকাতে সওয়াব পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ভাবে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে আল্লাহ তায়ালা হালাল ধন-সম্পদ হইতে প্রদত্ত সদকাই শুধু গ্রহণ করিয়া থাকেন।

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা গলুল মালামালের সদকা কবুল করেন না। গণিমতের ধনসম্পদে খেয়ানতকে গলুল বলা হয়। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, গণিমতের ধন-সম্পদে নিজেরও

অংশ থাকে অথচ সেই ধনসম্পদ খেয়ানত করিলে তাহা হইতে প্রদত্ত সদকা কবুল হইবে না, এমতাবস্থায় নিজের অংশ না থাকা ধন সম্পদের মধ্য হইতে প্রদত্ত সদকা কিছুতেই কবুল হইবে না।

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম ধন সম্পদ উপার্জন করে তাহা খরচ করিলেও বরকত পাওয়া যায় না। সদকা করিলে কবুল হয় না, মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে রাখিয়া যাওয়া দোযখের পাথেয় রাখিয়া যাওয়ারই শামিল।

হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হালাল ধন সম্পদ উপার্জন করে তাহার যাকাত না দেয়া সেই ধন সম্পদকে অপবিত্র করিয়া দেয় আর যে ব্যক্তি হারাম ধন সম্পদ উপার্জন করে, যাকাত আদায় করিয়া তাহা পবিত্র করা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাকাত আদায় না করার শাস্তির বিবরণ

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বহু আয়াত নাজিল হইয়াছে, সে সব আয়াতের কিছু কিছু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অর্থাৎ ধন-সম্পদ খরচ না করার শাস্তির বিবরণের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধন সম্পদ খরচ না করার ব্যাপারে যেসব শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে সেসব ওলামাদের মতে জাকাত আদায় না করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, কেননা যাকাত সর্ব সম্মতিক্রমে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।

(১) وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - الاية ٥

অর্থাৎ যাহারা সোনারূপা সঞ্চয় করে এবং আল্লাহর পাথে ব্যয় করেনা।”—এ আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫নং এ উল্লেখ করা হইয়াছে। ওলামাদের মতে আয়াতটি যাকাত আদায় না করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এ আয়াতের মধ্যে যে কঠিন শাস্তির কথা বলা

www.BANGLAKITAB.com

হইয়াছে তাহা যাকাত আদায় করে না এমন লোকদের উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। নবীকরিম (ছঃ)-এর হাদীছেও এ সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায়, উল্লিখিত আয়াতে এইরূপ শাস্তির কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে "যাহারা যাকাত আদায় করে না তাহাদের ধন-সম্পদ তপ্ত করিয়া তাহাদের কাপলে, পার্শ্বদেশে, প্রভৃতি স্থানে দাগ দেওয়া হইবে। ইহা যাকাত আদায় না করার শাস্তি। পোড়া ধাতুর সামান্য স্পর্শ ও কী গভীর যন্ত্রণাদায়ক, অথচ যত বেশী ধন সম্পদ থাকিবে ততই বেশী দাগ দেওয়া হইবে। অল্প কিছু দিন এ ছুনিয়ায় সোনারূপার কয়েকটি কড়ি রাখার দরুণ কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।

(৮) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ... الاية ○

অর্থাৎ এবং আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ হইতে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে— ।

তরজুমাসহ এ আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সমর্থনে বোখারী শরীফে সংকলিত নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়াছেন, অথচ সে উক্ত ধন সম্পদের যাকাত আদায় করে না এমতাবস্থায় সেই ধন সম্পদকে সাপ সাজাইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে এই হইতেছে তোমার ধন সম্পদ, কোষাগার। যেই গৃহে কখনো একটি সাপ বাহির হয় আতঙ্কে ভয়ে সে ঘরে অন্ধকারের মধ্যে যাওয়া যায় না, মনে ভয় জাগে, যদি সাপ আসিয়া কামড় দেয়? কিন্তু আল্লাহর পবিত্র রাছুল (ছঃ) বলিতেছেন, এই ধন সম্পদ আজ যাহাকে ছুনিয়ায় নিরাপদ কোষাগারে এবং লোহার আলমারীতে আবদ্ধ রাখা হয় ইহার যাকাত আদায় না করিলে কাল (কেয়ামতে) তোমাদেরকে সাপরূপে জড়াইয়া দেওয়া হইবে। ঘরের সাপ দংশন করিবে এমন সম্ভাবনা অনেক সময় থাকে না। তবু মনের আশঙ্কা দূর হইতে চায় না, কোনদিন হয়ত না জানি আসিয়া পড়ে। এই আশঙ্কা এবং বারবার চিন্তার কারণেই ব্যাপারটা

ভুলিয়া থাকা যায় না। অথচ যাকাত আদায় না করিলে শাস্তি অবধারিত কিন্তু তবু আমরা সেই শাস্তির ভয় করিতেছি না।

(৯) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ... وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ○

(قصص ع ٨)

অর্থাৎ "নিশ্চয় এই কারুণ মুসা (আঃ) এর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তৎপর সে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল, এবং আমি তাহাকে এতধন ভাণ্ডার প্রদান করিয়াছিলাম যে, কয়েক জন শক্তিশালী পুরুষ (তাহার ধন ভাণ্ডার পূর্ণ সিন্দুকের) চাবি সমূহ অতি কষ্টে বহন করিত। যখন তাহাকে তাহার সম্প্রদায় বলিল তুমি উল্লসিত হইও না নিশ্চয় আল্লাহ উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না, তুমি আল্লাহর প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা পরকালের শান্তি অনুসন্ধান কর এবং ইহজগতে তোমার অংশও ভুলিও না। আর তুমি পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি উপকার করিয়াছেন। এবং দেশে শান্তি ভঙ্গ করিয়া বেড়াইও না নিশ্চয় আল্লাহ শান্তি ভঙ্গকারীগণকে পছন্দ করেন না। সে বলিল —আমার লব্ধ জ্ঞানবলে আমি উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত না যে আল্লাহ তাহার পূর্বে বিনষ্ট করিয়াছেন এমন বহু গোত্রকে যাহারা তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও সঞ্চয় কারী ছিল? আর পাপীদের অপরাধ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদও করা হইবে না। অতঃপর সে আড়ম্বরের সহিত স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে বহির্গত হইল। পার্থিব জীবনাকাঙ্খীরা বলিতে লাগিল—আফছোছ! কারুণের মত যদি আমাদিগকেও দান করা হইত! নিশ্চয় সে খুব সৌভাগ্যশালী! আর যাহারা জ্ঞান সম্পদে শক্তিশালী ছিল তাহারা বলিতে লাগিল —রে হতভাগাগণ? আল্লাহর পূণ্য প্রতিদান তাহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যাহারা ধর্মবিশ্বাস করিয়া সৎকার্য করিয়াছে, এবং ইহা ধৈর্য্যশীলগণই পাইয়া থাকে। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার অট্টালিকাকে মাটির নীচে প্রোথিত করিলাম, তারপর আল্লাহ ব্যতীত তাহার এমন কোন দল ছিল না যে তাহাকে সাহায্য করে, এবং কোন প্রতিরোধকারীও ছিল না।

www.BANGLAKITAB.com

যাহারা গতকল্য তাহার মত হওয়ার আকাঙ্খা করিয়াছিল, তাহারা প্রভাতে বলিতে লাগিল—হায়! আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রচুর আহার্য দেন, অথবা অপ্রচুর দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ না করিতেন তবে আমরাও কারুণের মত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতাম, হায়! ধর্মদ্রোহীগণ কখনো কামিয়াব হইবে না।”

মুছা (আঃ) ও কারুণের কেচ্ছা

ফায়েদা ঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কারুণ ছিল হজরত মুসা (আঃ) এর চাচাতো ভাই। পার্থিব জ্ঞানে সে প্রভুত উন্নতি করিয়াছিল এবং হজরত মুসা (আঃ) কে হিংসা করিত। হযরত মুসা (আঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ জাল্লাশানুহু আমাকে তোমার নিকট হইতে যাকাত আদায় করার আদেশ দিয়াছেন। কারুণ যাকাত দিতে অস্বীকার করিল এবং লোকদেরকে বলিল, মুসা যাকাতের নামে তোমাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিতে চায়। সে নামাজের আদেশ দিয়াছে তোমরা তাহা সহ্য করিয়াছ, অন্যান্য আদেশ করিয়াছে তাহাও তোমরা সহ্য করিতেছিলে এবার তোমাদেরকে যাকাত প্রদানের আদেশ করিতেছে, তোমরা কি এ আদেশও সহ্য করিবে? লোকেরা বলিল আমরা সহ্য করিব না। তুমি আমাদেরকে এ আদেশ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটা বুদ্ধি শিখাইয়া দাও।

কারুণ বলিল আমি বুদ্ধি করিয়াছি যে, একজন অসতী নারীকে এ মর্মে রাজী করাইব যে সে মুসার নামে অপবাদ দিবে যে তিনি আমার সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। লোকেরা একজন অসতী নারীকে অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া রাজি করাইল যে, সে হযরত মুসার (আঃ) নামে অপবাদ দিবে। মেয়োলোকটি রাজী হওয়ার পর কারুণ হজরত মুসার (আঃ) নিকট যাইয়া বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেসব আদেশ দিয়াছেন সেসব আদেশ বনি ইসরাইলদেরকে সমবেত করিয়া জানাইয়া দিন। হযরত মুসা (আঃ) প্রস্তাবটি পছন্দ করিলেন এবং একদিন বনি ইসরাইলদেরকে এক জায়গায় সমবেত করিলেন।

সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন আল্লাহ

আমাকে তাঁহার সহিত অন্য কাউকে শরীক না করার আদেশ দিয়াছেন, নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়াছেন। বিবাহিত কোন লোক ব্যভিচার করিলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার (সঙ্গেসার) আদেশ দিয়াছেন। এ সময় লোকেরা বলিল, যদি আপনি নিজে ব্যভিচার করেন তাহলে? হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন। আমার প্রতিও সেই আদেশ কার্যকর হইবে। অর্থাৎ আমাকেও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হইবে। সবাই বলিল আপনি ব্যভিচার করিয়াছেন হজরত মুসা (আঃ) অবাক হইয়া বলিলেন, আমি? তাহারা বলিল হ্যাঁ আপনি। একথা বলিয়া তাহারা মেয়েলোকটিকে ডাকিয়া বলিল, তুমি হজরত মুসা (আঃ) সম্পর্কে কি বল? হজরত মুসা (আঃ) তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করেন তখন সে সত্য কথা বলিল। প্রকৃত কথা এই যে, ওরা আমাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার প্রতি অপবাদ দেওয়ার জন্য রাজী করাইয়াছে। আপনি এ অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

একথা শুনিয়া হজরত মুসা (আঃ) কাঁদিতে কাঁদিতে সেজদায় গেলেন আল্লাহর পক্ষ হইতে সেজদাতেই ওহী নাজিল হইল যে, কাঁদিবার কি আছে। উহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি ভূ-পৃষ্ঠকে আজ্ঞাবহ করিয়া দিয়াছি, তুমি যাহা চাও সে সম্পর্কে ভূ-পৃষ্ঠকে আদেশ কর। হজরত মুসা (আঃ) ছেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া হুকুম করিলেন হে জমীন। তাহাদিগকে গিলিয়া ফেল। সাথে সাথে জমীন প্রথমে তাহাদের পায়ের গোড়ালী গিলিয়া ফেলিল, ইহাতে অনুনয় বিনয় করিয়া তাহারা হজরত মুসা (আঃ)-কে ডাকিতে লাগিল। হজরত মুসা (আঃ) আবার আদেশ করিলেন, বক্ষে ধারণ করিয়া ফেলো ভূ-পৃষ্ঠ তাহাদের কণ্ঠনালি পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। তাহারা তখন জোরে সোরে হজরত মুসাকে (আঃ) ডাকিতে লাগিল। হজরত মুসা (আঃ) পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠকে আদেশ করিলেন, গিলিয়া ফেল। ভূ-পৃষ্ঠ তখন তাহাদেরকে গিলিয়া ফেলিল। আল্লাহ তায়ালা হজরত মুসার (আঃ) কাছে অহী পাঠাইলেন যে, ওরা তোমার নিকট যতবার মিনতি জানাইতেছিল, তোমাকে ডাকিতেছিল, আমার ইজ্জতের কছম যদি তাহারা ঐভাবে আমাকে ডাকিত তবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতাম। তাহাদের দোয়া কবুল করিতাম।

www.BANGLAKITAB.com

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, আয়াতে বলা হইয়াছে "ছুনিয়ায় নিজ অংশ ভুলিয়া যাইও না" অর্থ হইতেছে আখেরাতের জন্য আমল কর। হজরত মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য করা ছুনিয়ার সেই অংশ যেখানে আখেরাতের ছওয়াব পাওয়া যায়। হজরত হাছান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে ছুনিয়ায় যাহা প্রয়োজন তাহা অবশিষ্ট রাখ, যাহা অতিরিক্ত আছে তাহা সামনে পাঠাইয়া দাও। অন্য এক হাদীছে হজরত হাসান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে এক বছরের রুজী বাকী রাখিয়া ইহার অধিক যাহা আছে তাহা ছদকা করিয়া দাও। (ছুররে মনছুর) ইহার কিছু অংশ কৃপণতার বর্ণনায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮নং আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীছ

(১) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيمة صفحت له صفائح من نار فاحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت اعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار-

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্যের মালিকানা লাভ করিবে অথচ উহার হক আদায় করিবে না কেয়ামতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত বানাইয়া দোজখের আগুনে এমনভাবে উত্তপ্ত করা হইবে যেন আগুনের পাত। তারপর ঐসব পাত দিয়া মালিকের বাহু, কপাল ও কোমরে দাগ দেওয়া হইবে। বারবার দাগ দেওয়া হইবে কেয়ামতের এমন এক দিন যাহার পরিমাণ ছুনিয়ার হিসাব অনুযায়ী ৫০ হাজার বছর। অতঃপর সেই ব্যক্তি বেহেশত বা দোজখ যেখানে যাওয়ার চলিয়া যাইবে।

ফায়েদা ঃ এ হাদীছটি খুব দীর্ঘ। এখানে উটের মালিককে উটের যাকাত না দেওয়ার শাস্তি এবং সে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সাধারণত যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত পশু কাহারো মালিকানাভুক্ত থাকে না। আরব দেশে উহাদের

সংখ্যাধিক্য ছিল। তবে স্বর্ণ চাঁদী এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিস এখানে সাধারণভাবে হয় একারণে উপরোল্লিখিত হাদীছের অংশ বিশেষ তুলিয়া ধরাই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। ইহাতেই জাকাত পরিশোধ না করার পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়। স্বর্ণ রৌপ্য আগুনে উত্তপ্ত করিয়া শাস্তি প্রদানের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেয়ামতের একদিনের শাস্তি, কিন্তু সেই দিনের মেয়াদ ও ছুনিয়ার হিসাবে ৫০ হাজার বছর হইবে। এত মারাত্মক শাস্তি প্রদানের পর যদি তাহার অন্যান্য আমল এইরূপ হইয়া থাকে যে, সেসব আমল অনুযায়ী ক্ষমা পাইয়া সে বেহেশতে যাইতে পারে অথবা যদি বেহেশতে যাওয়ার উপযুক্ত না হয় ও ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত না হয় অথবা যাকাত না দেওয়ার কারণে আরো কিছু শাস্তি এখনো অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে তবে দোজখে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যেইরূপ শাস্তি সেখানে দেওয়া হইবে তাহা বলিবার ও লিখিবার মত নহে। অর্থাৎ তাহা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে।

এই আয়াতে কেয়ামতের দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বছর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কোরানে ছুরা মায়েরেজের প্রথম দিকেই কেয়ামতের দিনের অনুরূপ পরিমাণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু কোন কোন হাদীছে, রহিয়াছে, আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য সেই (৫০ হাজার বছর) সময় এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করিবার মতই অতিবাহিত হইয়া যাইবে। কাহারো কাহারো আমল অনুযায়ী জোহর হইতে আছরের সময়ের মত অতিবাহিত হইবে। (ছুররে মানছুর) এত তাড়াতাড়ি সময় কাটিয়া যাওয়ার অর্থ হইতেছে সেইদিন তাহারা এখানে সেখানে ভ্রমণে ব্যস্ত থাকিবে। সুখ ও আনন্দের সময় অল্পতেই ফুরাইয়া যায় একথা কে না জানে।

একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন। এমন নহে যে টাকার উপর টাকা স্বর্ণ মুদ্রার উপর স্বর্ণমুদ্রা রাখা হইবে বরং শাস্তিভোগকারীদের দেহ বিস্তৃত করিয়া সমভাব দেহের বিভিন্ন অংশে এইসব স্বর্ণ চাঁদী রাখা হইবে তারপর তাহাদের বলা হইবে যে নিজেদের খাজিনার স্বাদ গ্রহণ কর।

হজরত ছাওবান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, যত স্বর্ণচাঁদী

www.BANGLAKITAB.com

তাহার নিকট থাকিবে তাহার প্রতি কিরাত এক একটি আগুণের টুকরায় পরিণত করা হইবে। তারপর তাহার দেহের সকল অংশে দাগ দেওয়া হইবে। অতঃপর হয়ত তাহাকে ক্ষমা করা হইবে অথবা দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। (দুররে মানছুর)

আগুনে উত্তপ্ত করিয়া যে শাস্তি দেওয়ার কথা পবিত্র হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অন্য আয়াতেও এসম্পর্কে উল্লেখ করা হইতেছে। কোন কোন হাদীছে, ধন-সম্পদ সাপ বানাইয়া শিকলের মত গলায় পরাইয়া দেওয়ার কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হইতেছে।

(২) عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل له ماله يوم القيمة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيمة ثم يأخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الاية ٥

অর্থাৎ রাছুলে মকবুল (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ জাল্লাশানুহু যেই ব্যক্তিকে ধন সম্পদ দিয়াছেন অথচ সে উক্ত ধন সম্পদের যাকাত আদায় করে নাই সেই ধন সম্পদ কেয়ামতের দিন একটি সাপে পরিণত করা হইবে সেই সাপ গুঞ্জা হইবে এবং তাহার মাথায় দুইটি কালো বিন্দু থাকিবে। তারপর সেই সাপ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তির গলায় শিকলের মত পরাইয়া দেওয়া হইবে। সেই সাপ লোকটির মুখের দুইদিকে কামড়াইয়া ধরিয়া বলিবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ তোমার কোষাগার। অতঃপর নবী করিম (ছঃ) কোরানের এ আয়াত পড়িলেন যেখানে বলা হইয়াছে, "যাহারা সোনারূপা কুক্ষিগত করে—।"

ফায়েদা ঃ এ আয়াতটি অর্থসহ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সাপের একটি বৈশিষ্ট এই যে সুজা হইবে। ইহাতে কোন কোন আলেম পুরুষ প্রজাতির সাপকে বুঝাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন সুজা এমন সাপকে বলা হয় যে সাপ লেজের উপর খাড়া হইয়া মোকাবিলা করে। (ফতহুল বারী)

এই সাপের অন্য একটি বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলেমগণ বলিয়াছেন

এই সাপ গুঞ্জা হইবে, গুঞ্জা বলার কারণ এই যে সাপ অত্যন্ত বিষধর হইলে তাহার মাথার লোম উঠিয়া যায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট বলা হইয়াছে যে তাহার মাথায় দুইটি কালো বিন্দু থাকিবে। কালো দুইটি বিন্দু মাত্রার দ্বারাও সাপের অত্যন্ত বিষধর হওয়া বুঝায়। এই ধরনের সাপের বয়স খুব বেশী হইয়া থাকে। কোন কোন ওলামা দুইটি বিন্দুর বদলে সাপের মুখে বিষের আধিক্যে ফেনা বাহির হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, কেহ কেহ সাপের মুখের দুই দিকের দাঁতের কথা অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ মুখের দুই পাশে ঝুলন্ত দুইটি বিশেষ থলি অর্থ করিয়াছেন। (ফতহুল বারী)

এ হাদীছে যাকাত না দেয়ার কারণে সেই ধন-সম্পদের শিকল পরানোর উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথম হাদীছে আগুনের পাত দিয়া দাগ দেওয়ার কথা ছিল। উভয় প্রকার শাস্তির কথাই কোরানের দুই জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। উভয় প্রকার আজাবের মধ্যে কোন বিরোধ বুঝা যায় না। বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে আজাবের মধ্যে পার্থক্য হইতে পারে আবার উভয় আজাব একই সঙ্গে হইতে পারে।

শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সাপ হইয়া পিছনে লাগা এবং আগুনের পাত তৈরী করিয়া দাগ দেওয়ার মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, মানুষ যদি সকল প্রকার মালামালের প্রতিই ভালাবাসা পোষণ করে, বিশেষ শ্রেণীর মালামালের প্রতি তাহার দুর্বলতা না থাকে তবে তাহার মালামাল একটি জিনিস হইয়া তাহার পিছনে লাগিবে। আর যে ব্যক্তি মালামালের শ্রেণী বিভাগের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, যাহা কিছু পায় সেগুলো বিশেষ প্রকারের মুদ্রায় পরিণত করিয়া সঞ্চয় করে তবে তাহার ধন সম্পদ বানাইয়া তাহাকে দাগ দেওয়া হইবে। একটি হাদীছে রহিয়াছে, যাহারা মৃত্যুর পর ধন ভাণ্ডার রাখিয়া যায় সেই ধন ভাণ্ডার একটি গুঞ্জা দুই বিন্দুবিশিষ্ট সাপ হইয়া কেয়ামতের দিন তাহার পিছনে লাগিয়া যাইবে। সেই ব্যক্তি ভয় পাইয়া বলিবে তুমি আমার কোন বিপদ। সে বলিবে, আমি তোমার পরিত্যক্ত ধন-ভাণ্ডার। সেই সাপ প্রথমে লোকটির হাত খাইয়া ফেলিবে, তারপর সমগ্র দেহ ভক্ষণ

www.BANGLAKITAB.com

করিবে। (তারগীব)

কেয়ামতের শাস্তির ব্যাপারে বিভিন্নভাবে এটা উল্লেখ রহিয়াছে যে, শাস্তির কারণে কোন কোন লোক টুকরা টুকরা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলে পুনরায় তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাহার পূর্বাবস্থায় আপনি আপনি তৈরী হইয়া যাইবে।

(৩) عن عبد الله بن مسعود (رض) قال امرنا باقام الصلوة وايتاء الزكوة ومن لم يزك فلا صلوة له ٥

অর্থাৎ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমাদেরকে নামাজ কায়েম করিতে এবং যাকাত পরিশোধ করিতে বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ না করে তাহার নামাজ কবুল হয় না।

ফায়েদা ঃ অর্থাৎ নামাজ আদায় করিলে যে পুণ্য আল্লাহর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে যাকাত পরিশোধ না করিলে তাহাও মিলিবে না। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে ব্যক্তি জাকাত পরিশোধ না করে সে (পরিপূর্ণ) মুসলমান নহে। তাহার নেক আমল তাহার উপকারে আসিবে না। (তারগীব)

অর্থাৎ অন্যান্য পুণ্য বা নেক কাজ যাকাত পরিশোধ না করার শাস্তি টলাইতে পারিবে না। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, যাকাত পরিশোধ ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হয় না। (কানজ)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা সেই লোকের নামাজ কবুল করে না যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না। আল্লাহ তায়ালা নামাজ এবং যাকাত একত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কাজেই উহাকে পৃথক করিও না। (কানজ)

পৃথক করার অর্থ হইতেছে নামাজ আদায় করিয়া যাকাত প্রদান না করা।

(৪) عن على (رض) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض على اغنياء المسلمين فى اموالهم القدر الذى يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا او عروا الا بما يمنع اغنياءهم الا وان الله يحاسبهم

حسابا شديدا او يعذبهم عذابا اليما ٥

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বিত্তবানদের উপর তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে সেই পরিমাণই ফরজ করিয়াছেন যাহা তাহাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট এবং তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত ও নগ্ন থাকা অবস্থায় তাহাদের কষ্টের মধ্যে না ফেলে। কিন্তু বিত্তবানেরা সেই পরিমাণ ও আটক করিয়া রাখে। ভালোভাবে শুনিয়া রাখ আল্লাহ তায়ালা বিত্তবানদের নিকট হইতে কঠিন হিসাব গ্রহণ করিবেন।

ফায়েদা ঃ আল্লাহ তায়ালা গায়েবের সবকিছু সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও যাকাতের যেই পরিমাণ নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। যদি এই পরিমাণ যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা হয় এবং ধনীদের নিকট হইতে তোলা হয় তাহা হইলে কোন মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না এবং পোষাকের অসুবিধা কাহারও থাকিবে না।

হজরত আবুজর গেফারী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী (রাঃ) তাম্বীহুল গাফেলীন গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এ হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য প্রশ্নের সহিত সেখানে এ প্রশ্নও ছিল যে আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাছুল আপনি যাকাতের আদেশ দিয়াছেন, এই যাকাত কি? নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, আবুজর যে ব্যক্তি আমানতদার নহে তাহার ঈমান নাই। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তাহার নামাজ ও নাই। (অর্থাৎ কবুল হয় না)! আল্লাহ তায়ালা ধনীদের উপর যাকাতের এমন পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন যাহা তাহাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাদের ধন-সম্পদের যাকাত দাবী করিবেন। এবং তাহাদের শাস্তি দিবেন।

এ হাদীছ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নবীকরিম (ছঃ) শুধু যাকাতের কথাই বলিয়াছেন, ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এহইয়াউল উলুম গৃন্থে লিখিয়াছেন, যাকাত পরিশোধে যাহারা অমনোযোগী আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কঠিন শাস্তির কথা বলিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যাহারা সোনারূপা কুক্ষিগত করিয়া রাখে —। আল্লাহর রাহে খরচ করা অর্থ হইল যাকাত পরিশোধ করা। যাকাত তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী

www.BANGLAKITAB.com

৬ প্রকার। পশুদের যাকাত, সোনারূপার যাকাত, বাণিজ্যিক মালামালের যাকাত, খনিজ সম্পদের যাকাত, উৎপাদিত শস্যের যাকাত এবং সদকাতুল ফেতের।

এক মাত্র খনিজ সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য প্রভৃত্তির যাকাত সম্পর্কে চারজন ইমাম ঐক্যমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ দান করিতে হইবে। ইহা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব হওয়া যাকাতেরই অনুরূপ।

ধনী ব্যক্তিরা যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত এ সকল কিছুর যাকাত পরিশোধ করে তবে কোন গরীবকে ক্ষুধার জ্বালায় মরিতে হইবে না এবং পোষাকের অভাবে নগ্ন থাকিতে হইবে না। কোন কোন ওলামা হজরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীছ সম্পূর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে যাকাতের চাইতে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করাই উদ্দেশ্য। এটা ঠিক নহে। কেননা এটা ঠিক হইলে হজরত আলী (রাঃ) বর্ণিত অন্য একটি হাদীছের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না। সেখানে রহিয়াছে যে, নবী করিমের (ছঃ) বাণী হজরত আলী (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণে যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদকা, মনছুখ হইয়া গিয়াছে। এ হাদীছটি মারফু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইমাম রাজী (রহঃ) আহকামুল কোরানে, হজরত আলীর (রাঃ) বক্তব্য উৎকৃষ্ট সূত্র হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কানজুল আমাল গ্রন্থের লেখক বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছের বক্তব্য হইতেছে কোরানে বর্ণিত অন্যান্য সদকাকে যাকাত মনছুখ করিয়া দিয়াছে। অপবিত্রতা হইতে পবিত্র হওয়ার গোসল অন্যান্য গোসলকে মনছুখ করিয়াছে রমজানের রোজা অন্যান্য রোজাকে মনছুখ করিয়াছে কোরবাণী অন্যান্য জবাইকে মনছুখ করিয়াছে। হজরত আলী (রাঃ) নিজে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমগ্র পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও গ্রহণ করে সে ব্যক্তি পরহেজগার।

কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, যাকাত ফরজ হইবার আগে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সম্পদ খরচ করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। যাকা-

তের বিধান তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছে। আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ) সূরা আরাফের ২৪ রুকুতে যাকাত সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা ছুদ্দী (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন। কাজেই ইহা দ্বারা যদি ওয়াজিব বুঝানো হয় তবে তাহাও মনছুখ। উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা যাকাতের অধিক অর্থ গ্রহণ করা যে বুঝায়নি নবীজীর অন্য হাদীছে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সে হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ করিল সে তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করিল। অতিরিক্ত যাহা দান করা হইল তাহা উত্তম কার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এ ধরনের অনেক বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছ ইহার চাইতে স্পষ্ট বক্তব্য সম্বলিত এবং তাহা হজরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের সমর্থক সে হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, যদি এটা আল্লাহ পাক বুঝিতেন যে ধনীদের অর্থ সম্পদের নির্ধারিত যাকাত গরীবদের জন্য যথেষ্ট হইবে না তবে তাহাদের জন্য অন্য জিনিস ও ফরজ করিয়া দিতেন। কাজেই গরীবরা যদি এখন ক্ষুধার্ত থাকে তবে ধনীদের কারণেই থাকে। (কানজ)

অর্থাৎ ধনীরা নিয়মিত যাকাত আদায় না করার কারণেই গরীবদের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এ কারণেই মোহাদ্দেছ হায়ছামী (রাঃ) মাজমাউজ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে হজরত আলীর (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীছের দ্বারা যাকাত ফরজ বলিয়াছেন। এমন কি এ হাদীছ দ্বারাই তিনি যাকাত সংক্রান্ত অধ্যায় শুরু করেন।

কানজুল ওম্মাল গ্রন্থের লেখকও এ কারণেই কিতাবুজ যাকাত শীর্ষক অধ্যায়ে এ হাদীছ উল্লেখ করেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (রাঃ) লিখিয়াছেন, যাহারা সোনা-রূপা কুক্ষিগত করে—কোরানের এ আয়াত এবং এ ধরণের অন্যান্য আয়াতের দ্বারা যাহারা যাকাত আদায় করে না তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। ফেকাবিদগণ এ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। হজরত ওমর, ইবনে ওমর, হজরত জাবের ইবনে মাসুদ (রাঃ) এ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। এর সমর্থনে আবু দাউদ শরীফে সংকলিত একটি হাদীছ লক্ষ্যণীয়। উক্ত হাদীছে বলা হইয়াছে,

www.BANGLAKITAB.com

হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন আমি সোনার একটি অলঙ্কার পরিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাও কি কুক্ষিগত করণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, যে জিনিস যাকাতের পরিমাণে পৌঁছে এবং তাহার যাকাত আদায় করা হয় সে জিনিস কুক্ষিগত করনের আওতায় পড়িবে না। তিরমিজি এবং হাকেমে উল্লেখিত আবু হোরায়রার (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। উক্ত হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে, তুমি যাকাত পরিশোধ করিলে, তোমার উপর আরোপিত ওয়াজিব পালন করিয়াছ। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, তুমি যাকাত পরিশোধ করিলে সেই ধন-সম্পদের অনিষ্টকারীতা দুর করিয়া দিয়াছ। হাকেম (রহঃ) এ হাদীছকে 'মারুফ' বলিয়া উল্লেখ করেন, বায়হাকী (রহঃ) হজরত জাবেরের (রাঃ) বরাত দিয়া ইহাকে মওকুফ বলিয়াছেন। আবু জোরয়াও (রহঃ) হজরত জাবেরের বরাত দিয়া মওকুফ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তবে তাঁহার উল্লেখিত হাদীছে এ কথা ও রহিয়াছে যে, যে ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তাহা কান্‌জ (কুক্ষিগত) নহে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট হইতেও এইরূপ নকল করা হইয়াছে যে, যে ধন সম্পদের যাকাত পরিশোধ করা হইয়াছে তাহা ভূ-গর্ভের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেও তাহা কুক্ষিগত করণ হইবে না। পক্ষান্তরে যে ধন সম্পদের যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই তাহা মাটির উপর থাকিলেও কুক্ষিগত করণ অর্থাৎ কান্‌জ এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। আভিধানিক পরিভাষায় যদিও মাটির তলায় রাখা ধন-সম্পদকে কান্‌জ বলা হয় কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় তাহা কানজ হইবে না। যাহার যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই তাহা যে কান্‌জ অর্থাৎ কুক্ষিগত করণ এর বিরুদ্ধ মতামতকারীদের সংখ্যা আমি বেশী দেখি নাই। অবশ্য হজরত আলী (রাঃ) হজরত আবুজর (রাঃ) হজরত জহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন বুজুর্গ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যাকাত ছাড়া ও ধণ-সম্পদের মধ্যে কিছু হকুক রহিয়াছে। হজরত আবুজর (রাঃ) এমন অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেই ধন সম্পদ রুজি এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাই কান্‌জ

বলিয়া গণ্য হইবে। হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, চার হাজার দিরহামের অধিকই কান্‌জ। জহাক (রাঃ) বলেন, দশ হাজার দিরহাম পরিমাণের ধন-সম্পদ অধিক বলিয়া গণ্য হইবে। ইব্রাহীম নাখায়ী, মোজাহেদ সা'বী এবং হাছান বছরীও বলিয়াছেন, ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও অন্য অধিকার (হকুক) রহিয়াছে।

ইবনে আবদুল বার (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যসব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইতিপূর্বে যেই মতামত উল্লেখ হইয়াছে তাহাই কান্‌জ (কুক্ষিগত করন) অর্থাৎ যাহার যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই। সেই সকল আয়াত ও হাদীছ হইতে দ্বিতীয় দলের ওলামায়ে কেরাম অভিমত দিয়াছেন, জমহুরে ওলামার মতে তাহা আল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসা প্রকাশ অথবা যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেকার নির্দেশ, যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পর এই নির্দেশ মনছুখ হইয়া গিয়াছে। রমজানের রোজার বিধান নাজিল হওয়ার পর যেমন আশুরার রোজা মনছুখ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ফজিলত এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। (ইতহাফ)

ইহার সমর্থনে হজরতের পরবর্তী একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। নবীকরিম (ছঃ) মদীনায় আনসার মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়ার পর আনসারগণ আবেদন করিলেন যে আমাদের ধন সম্পদ ও তাহাদের মধ্যে অর্ধেক হিসাবে বণ্টন করিয়া দিন। নবীকরিম (ছঃ) তাহা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে, আনসারগণ মুজাহিদদের বাগানে কাজ করিবে এবং ইহাতে তাহারা বাগানের ফলের অংশ লাভ করিবে। সেই সময়ে নবীকরিম (ছঃ) হজরত সা'দ (রাঃ) এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রাঃ) মধ্যে ভাই বন্ধুত্ব পাতাইয়া দিলেন। হজরত সা'দ (রাঃ) আবদুর রহমানকে (রাঃ) বলিলেন সবাই জানে যে, আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য। আমি নিজের ধন সম্পদের অর্ধেক তোমাকে ভাগ করিয়া দিতে চাই। হজরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং বলিলেন আমাকে বাজারের পথ বলিয়া দাও। তার পর তিনি বাজারে যাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

জিনিস পত্র ক্রয় বিক্রয়ের কাজ শুরু করিলেন। যদি ধনিদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদে গরীবদের বাধাহীন অধিকার থাকিত? কেনই বা আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁহার অধিকার গ্রহণে রাজি হইলেন না। আর হুজুর (ছঃ) ও আনছারদের প্রস্তাবিত সমভাবে বণ্টনে অস্বীকৃতি জানাইলেন।

আসহাবে সুফফার ঘটনাবলী হাদীছের গ্রন্থাবলী এবং সীরাত গ্রন্থাবলীতে এতো বেশী সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে যাহা হিসাব করা মুশকিল। তাঁহারা কয়েকদিন যাবত অনাহারে থাকিতেন। ক্ষুধায় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেন। অথচ আনসারদের মধ্যে অনেক ধনাঢ্য মুসলমানও ছিলেন কিন্তু হুজুর বলেন নাই যে নিজের প্রায়োজনের অধিক ধন-সম্পদ আছহাবে সুফফার মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও। অবশ্য নবীজী এমনিতে তাহাদেরকে দান করার জন্য প্রায়ই তাগিদ দিতেন।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন; আসহাবে সুফফার সংখ্যা ছিল ৭০ জন তাহাদের কাহারো নিকটেই চাদর ছিল না। (দুররে মনসুর)

হুজুর (ছঃ)-এর মো'জেজা

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজের এ সংক্রান্ত ঘটনা এই ভাবে বর্ণনা করেন যে সেই খোদার কছম যিনি ব্যতীত উপাস্য নাই আমি ক্ষুধার যাতনায় ভুলুণ্ঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম কখনো পেটে পাথর বাঁধিতাম। একবার রাস্তার পাশে পড়িয়া রহিলাম যে হয়তো কেহ আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন আমি কোরানের একটি আয়াত সম্পর্কে তাঁহাকে এ উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি এমনিতেই চলিয়া গেলেন। তাঁহার পর নবী করিম (ছঃ) আগমন করিলেন এবং আমার অবস্থা দেখিয়া মৃদু হাসিলেন, তারপর বলিলেন আমার সহিত চল। আমি হুজুরের সাথে সাথে চলিলাম, হুজুর (ছঃ) ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক পেয়ালা দুধ রাখা হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে। তাঁহাকে বলা হইল অমুক ব্যক্তি হাদিয়া হিসাবে (উপঢৌকন) পাঠাইয়াছেন। নবীজী বলিলেন, আবু

হোরায়রা, সুফফার সবাইকে ডাকিয়া আন। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আহলে ছোফ্ফা ছিলেন ইসলামী মেহমান, নবীজীর পরিবারের কেহ ছিলেন না, তাঁহাদের নিকট অর্থ সম্পদ কিছুই ছিল না, না ছিল পরিবার পরিজন, তাঁহাদের অন্ন বস্ত্রের দায়িত্ব কাহারো উপর ন্যস্ত ছিল না। নবীজীর নিকট কোথাও হইতে সদকা স্বরূপ মালামাল আসিলে তাহা আহলে ছোফফার মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, নিজে তাহা হইতে গ্রহণ করিতেন না। হাদীয়া স্বরূপ কিছু আসিলে তিনি নিজে তাহা আহার করিতেন এবং অন্যদেরকেও দিতেন। আসহাবে ছোফফাকে ডাকিতে বলায় মনে মনে আমি কিছুটা ক্ষুন্ন বোধ করিলাম, বলিলাম, এক পেয়ালা দু'ধে আহলে ছুফফার কি হইবে? নবীজী আমাকে দিতেন তবে আমি তাহা পান করিয়া কিছুটা ক্ষুধা নিবারণ করিতাম, এখন আমি তাহাদের আনিলে নবীজী আমাকেই বলিবেন, সবাইকে পান করাও। বণ্টনকারী হিসাবে আমার নম্বর সংখ্যা শেষে আসিবে, তখন কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে কে জানে। কিন্তু নবীজীর আদেশ না মানিয়া উপায় ছিল না। আমি সবাইকে ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহারা আসিবার পর নবীজী আমাকে আদেশ করিলেন, সবাইকে পান করাও। আমি সবাইকে তৃপ্তি সহকারে পান করাইলাম। অবশেষে নবীজী বলিলেন, আবু হোরায়রা, এবার আমি আর তুমি বাকি রহিয়াছি। আমি আরজ করিলাম জী নবীজী বলিলেন, নাও বসিয়া পড় পান কর। আমি তৃপ্তির সহিত পান করিলাম নবীজী বলিলেন, আরো পান কর। আমি আরো পান করিলাম। নবীজী আবার বলিলেন, আমার পক্ষে আর সম্ভবপর নহে। অবশিষ্ট দুধ নবীজী পান করিলেন।

অন্য এক দিনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, তিন দিন যাবত আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, ছোফফায় যাওয়ার পথে ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। বালকেরা বলাবলি করিল আবু হোরায়রাকে মাত লামীতে পাইয়াছে। আমি বলিলাম তোমাদিগকে মাতলামীতে পাইয়াছে। ছোফফায় গিয়া পৌছিলাম। সেখানে নবী করিম (ছঃ) এর নিকট দুই পাত্র 'ছারিদ' (গোশত রুটি মিশ্রিত) খাবার কোথাও

www.BANGLAKITAB.com

হইতে আসিয়াছিল। নবীজী আসহাবে ছুফফাকে তাহা খাওয়াইতেছিলেন। আমি উপরের দিকে মুখ তুলিলে নবীজী আমাকে ডাকিলেন। ইতিমধ্যে সবার আহার শেষ হইয়া গিয়াছে। পাত্রে তেমন কিছুই ছিল না। নবী করিম (ছঃ) পাত্র দুইটি চারিদিক হইতে আঙ্গুল দিয়া মুছিলে এক লোকমা পরিমাণ খাদ্য পাওয়া গেল। নবীজী তাঁহার আঙ্গুলের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া ইহা খাও। আমি তাহা খাইলাম। ইহাতে আমার পেট ভরিয়া গেল।

হজরত ফোজালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) প্রত্যুষে নামাজ পড়িতে গেলে আছহাবে ছোফফার মধ্যে কেহ কেহ চরম ক্ষুধায় পড়িয়া যাইতেন। নবী করিম (ছঃ) তাহাদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেন আল্লাহর নিকট তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে যদি তোমরা অবহিত হইতে তবে ইহার চাইতে অধিক ক্ষুধার কষ্ট ও স্বীকার করিতে। (তারগীব)

প্রথম পরিচ্ছেদের ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোজার গোত্রের একটি ঘটনা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। নবীকরিম (ছঃ) নিজের গৃহে তাদের জন্য সন্ধান করিয়াও কিছু পাইলেন না। সবাইকে একত্রিত করিয়া তিনি সদকা প্রদানের তাগিদ দিলেন এবং ভালোভাবে তাগিদ দিলেন। ইহাতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী দুই স্তূপে পরিণত হইল। এই দ্রব্য সামগ্রী নবীজী সমভাবে বণ্টন করিয়া দিলেন। দান আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার জোরজবরদস্তি ও করিলেন না কাহারো উপর চাপও দিলেন না।

প্রিয় নবী (ছঃ) এর অপূর্ব শিক্ষা

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, একজন আনসার আসিয়া নবী করিম (ছঃ) এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। নবীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? সে বলিল, একটি চট আছে, অর্ধেক বিছাইয়া শয়ন করি অর্ধেক গায়ে দেই। পানি পান করার একটি পেয়ালা আছে। নবকরিম (ছঃ) এই দুইটি জিনিস দুই দিরহাম মূল্যে বিক্রি করিলেন। এক দিরহাম লোকটির হাত দিয়া নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন ইহা দিয়া বাসায় খাবার কিনিয়া নিবে অন্য এক দিরহাম দিয়া বলিলেন এই দিরহাম নিয়া একখানা কুঠার কিনিয়া আনিবে।

কুঠার কিনিয়া আনার পর নবীজী নিজহাতে হাতল লাগাইয়া দিলেন। তারপর তাহাকে দিয়া বলিলেন, তুমি এই কুঠার দিয়া কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিবে, পনের দিন যেন তোমাকে এখানে না দেখি। পনের দিন পর লোকটি দশ দিরহাম উপার্জন করিয়া নবীজীর দরবারে আসিল। সে জানাইল যে, এই অর্থ দিয়া সে কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং কিছু কাপড় ক্রয় করিবে। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন ভিক্ষা করার চাইতে এই কাজ উত্তম। তুমি ভিক্ষা করিলে তোমার চেহারায় কেয়ামতের দিন দাগ থাকিয়া যাইবে। অতঃপর নবীজী বলিলেন. তিনজন লোকের ভিক্ষা করার অবকাশ রহিয়াছে। (১) এমন ব্যক্তি ক্ষুধায় যাহার মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয় (২) এমন ব্যক্তি যাহার উপর কোন ঋণ মারাত্মক হইয়া দেখা দেয় (৩) এমন ব্যক্তি যে নাকি বেদনাদায়ক কোন খুনের ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ে। এ তিন অবস্থায় নবীকরিম (ছঃ) ভিক্ষার অনুমতি দেন, এবং উক্ত লোকটিকে দান করার জন্য কাউকে আদেশও প্রদান করেন নাই। মোটকথা হাদীছ গ্রন্থ সমূহের বহু ঘটনায় এ সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে ওয়াজিবের যতোটা সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা হইতেছে শুধু যাকাত। ইহার সহিত নবীজীর এ কথাও সন্নিবেশিত হইয়াছে যে সদকার ক্ষেত্রে কমবেশী করা ব্যক্তি সদকা প্রদান না করারই শামিল হবে।

জহাক ইবনে কয়েছকে নবীকরিম (ছঃ) সদকা আদায়ের জন্য প্রেরণ করিলে তিনি উত্তম উট বাছাই করিয়া আনেন। নবী করিম (ছঃ) ইহা দেখিয়া বলিলেন তুমি উহাদের উৎকৃষ্ট মালামাল লইয়া আসিয়াছ। জহাক (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর রাসুল আপনি জেহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন, একারণে আমি এমন উট আনিয়াছি, যে উট ছওয়ারী হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং যাহার পিঠে সাজসরঞ্জাম বোঝাই করা যায়। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন এগুলো ফিরাইয়া দিয়া আস এবং সাধারণ জিনিস লইয়া আস। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ)

জেহাদের প্রয়োজনীয়তায় নবীকরিম (ছঃ) এমন জোরে উৎসাহ দিলেন যে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার গৃহের অর্ধেক সাজ সরঞ্জাম লইয়া আসিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ) একবার বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার নিকট-চার হাজার দিরহাম রহিয়াছে। পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য দুই হাজার দিরহাম রাখিয়া আসিয়াছি। আর দুই হাজার দিরহাম আল্লাহর জন্য লইয়া আসিয়াছি। অন্য একজন সাহাবী নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সারারাত মজুরী করিয়া আমি দুই সাআ (সাতসের) খেজুর পাইয়াছি অর্ধেক রাখিয়া বাকী অর্ধেক লইয়া আসিয়াছি?

(দুররে মনছুর)

হজরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) সদকার আদেশ দিতেন অথচ আমাদের কারো কারো নিকট কিছুই থাকিত না। যাহার নিকট কিছুই থাকিত না তিনি শুধু শ্রম বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাজারে যাইতেন এবং পরিশ্রমিক হিসাবে এক মুদ (দেড়পোয়া) খেজুর পাইতেন এবং তাহাই ছদকা করিয়া দিতেন। (বোখারী)

প্রথম পরিচ্ছেদের ১৪নং হাদীছে এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তীব্রতা সত্বেও সাধারণ উটের স্থলে উত্তম উট গ্রহণ করা হয় নাই। কাজেই ধন-সম্পদের দিক হইতে ওয়াজিব শুধু মাত্র যাকাত ইহাছাড়া আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রশ্নে বলিতে হয় যে, তাহা কুক্ষিগত করিয়া রাখার জন্য নহে। কোরানের আয়াতে এবং নবীজীর হাদীছে একথা জোরের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে যে ধন-সম্পদ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই খরচ করিতে হইবে। নিজে সাধ্যমাফিক কষ্ট করিয়া অপরের জন্য খরচ করিতে হইবে। আল্লাহর কোষাগারে যাহা সঞ্চয় করা হইবে তাহাই শুধু কাজে আসিবে। তাঁহার ব্যাংকে সঞ্চয়ের পর তাহা নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই, ব্যাংক ফেল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এমন কঠিন সময়ে সেই সঞ্চিত অর্থ কাজে আসিবে যখন মানুষ খুব বেশী বিপদগ্রস্ত হইবে। আল্লাহর বাণী নবীকরিম (ছঃ) নকল করেন যে, আল্লাহ বলেন, হে মানুষ! তুমি আমার নিকট তোমার কোষাগার গচ্ছিত রাখ তাহাতে আগুণ লাগিবার আশংকা থাকিবে না, চুরি বা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকিবে না, আমি এমন সময়ে তোমাকে তাহা পরিপূর্ণরূপে ফেরত দিব যখন তুমি খুব বেশী পরমুখাপেক্ষী হইবে। (তারগীব)

প্রথম পরিচ্ছেদের ৩০নং আয়াতে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেকে যেন এটা চিন্তা করে যে সে কেয়ামতের দিনের জন্য কি জিনিস সামনে প্রেরণ করিয়াছে। যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে তাহাদের মত হওয়া উচিত নহে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহাদেরকে আত্মবিস্মৃতিতে নিমজ্জিত করিয়াছেন। উক্ত পরিচ্ছেদের ৩১নং আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষার জিনিস, আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে থাক উহা উত্তম হইবে। নবী করিম (ছঃ)-এর বাণী উক্ত পরিচ্ছেদের ১নং হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, যদি আমার নিকট ওহুদ পাহাড় সম পরিমাণ স্বর্ণ থাকিত তবে ঋণ পরিশোদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু রাখা ব্যতীত সেই স্বর্ণ নিজের নিকট রাখিবার ইচ্ছা আমার হইত না। ৩নং হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) এর বাণী উল্লেখিত ছিল যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করা উত্তম, সঞ্চয় করিয়া রাখা অকল্যাণকর। ১২নং হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, হিসাব করিয়া খরচ করিও না যতো বেশী সম্ভব খরচ করিয়া ফেল। ২০নং হাদীছে এ ঘটনার উল্লেখ ছিল যে, একটি বকরি জবাই করার পর তাহার উরু ব্যতীত সবটুকু বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নবীকরিম (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিয়া একথা জানিবার পর বলিলেন, এই উরু ব্যতীত সবটাই অবশিষ্ট রহিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে নবী করিম (ছঃ) এর এধরনের বহু বাণী উল্লেখ করা হইয়াছিল। কাজেই কি ওয়াজিব কি মোস্তাহাব তাহা চিন্তা না করিয়া জীবদ্দশায় যতোটা ধন-সম্পদ পরকালের জন্য প্রেরণ করা যায় তাহাই কাজে আসিবে। শ্রমের উপার্জনের মাল যদি প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবার জন্য সঞ্চিত রাখিতে হয় তবে আল্লাহর পথে খরচ করিতে হইবে, তাহার মুনাফা পরকালে তো পাওয়া যাইবেই উপরন্তু দুনিয়াবী জীবনেও পাওয়া যাইবে। কেননা যে কোন মছীবত দুর হওয়ার জন্য সদকার বিশেষ ভুমিকা রহিয়াছে। মৃত্যুকালীন কষ্ট হইতে পরিত্রান পাওয়া যায়।

নবী করীম (ছ) বলিয়াছেন, ইর্ষাযোগ্য মানুষ হইলেন দুইজন, প্রথমত যাহাকে আল্লাহ পাক কোরান শিক্ষার তওফীক দিয়াছেন এবং সে

www.BANGLAKITAB.com

দিন রাত তাহা তেলাওয়াত করে এবং কোরানের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ যাহাকে ধন সম্পদ দিয়াছেন এবং সে সব সময় সেই ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে সচেষ্ট থাকে।

(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩নং হাদীছে নবী করিম (ছঃ) এর বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে সে, আল্লাহর পথে এদিকে ওদিকে যাহারা ব্যয় করে তাহারা ব্যতীত সকল ধনশালী লোক ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। ৭নং হাদীছে রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি মোমেন নহে যে নিজে পেট ভরিয়া খায় কিন্তু তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। প্রথম পরিচ্ছেদে এটা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ধন সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখা মুসলমানের জন্য শোভনীয় নহে। এস ধন সম্পদের উদাহরণ পায়-খানার মত, দুইদিন বাহিরে না আসিলে ডাক্তার কবিরাজের নিকট ছুটাছুটি করিতে হয় অথচ পরিমাণের চাইতে বেশী আসিলেও বন্ধ করার জন্য অর্থাৎ নিয়মিত করার জন্য ডাক্তার কবিরাজের শরনাপন্ন হইতে হয়। এতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় পায়খানা ঘরে জমা করিয়া রাখিলে দুর্গন্ধে ঘর নষ্ট হইয়া হইবে, রোগ ছড়াইয়া পড়িবে। টাকা পয়সার ব্যাপারও একই রকম, হাতে না থাকিলে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় অথচ অতিরিক্ত অংক ঘর হইতে বাহির না করিলে তাহার দ্বারা অহংকার জন্ম নেয় মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবার মনোভাব সৃষ্টি হয় বিলাসিতার উপকরণ সৃষ্টি হয়। মোটকথা সকল প্রকার আপদ জন্ম নেয়। একারণেই নবী করিম (ছঃ) তাঁহার সন্তানদের জন্য দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ (ছঃ) এর সন্তানদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী রিজিক প্রদান কর।

সৈয়দগণ একারণেই ধনশালী হন না তবে দু'একজনের ধনশালী হওয়া নবীজীর দোয়ার সাহায্যের পরিপন্থী নহে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে এই অধমকেও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হইতে রক্ষা করুন।

(৫) عن بريدة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكوة الا ابتلاهم الله بالسنين ০

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে কওমই যাকাতকে আটকাইয়া রাখে আল্লহ তায়ালা সেই কওমকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফেলিয়া দেন।

ফায়েদা ঃ দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ দারিদ্র আমাদেরকে এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে শত চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহা হইতে পরিত্রান লাভ করিতে পারিতেছিনা। আল্লাহ তায়ালা পাপের কারণে কোন বিপদ নাজিল করিলে যতো চেষ্টাই করা হোক না কেন যত আইন প্রনয়ণ করাই হোকনা কেন তাহা ঠেকানো যায় না। তিনি রোগ এবং প্রতিষেধক দুটোই জানাইয়া দিয়াছেন। যদি রোগ দূর করিতে হয় তবে সঠিক চিকিৎসা করিতে হইবে। আমরা নিজেরাই রোগের উপকরণ তৈরী করিব আবার রোগ আসিলে কান্নাকাটি করি এটা কেমন ধরণের বুদ্ধিমত্তা। হুজুর (ছঃ) ইহকালীন জীবনে সকল বালা মছীবত এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছে।

নবী করিম (ছঃ) বিশেষভাবে তাঁহার উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে আমার উম্মত যখন এইরূপ কাজ করিবে তখন তাহাদের উপর বিপদ নামিয়া আসিবে। ঝড়তুফান, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃত হওয়া আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ হওয়া, অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়া পুন্যবানদের দোয়াও কবুল না হওয়া—এ সকল বিপদের কথা নবীজী বলিয়াছেন। আমরা বর্তমানে সেইসব প্রত্যক্ষও করিতেছি। নবীজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় নবীজীর কথা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই সত্য প্রমাণিত হইতেছে তাঁহার কথা পালন করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষ উপকার লাভ করিতেছে কিন্তু ইসলামের দাবীদার হইয়াও যদি মুসলমানরা তাঁহার কদর না করে তবে অন্যদের দোষ দিয়া কি হইবে? নবীজীর বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করিয়াই এইসব বিপদ হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব। মুসলমান চিকিৎসক মুসলমানের চিকিৎসা করিতেছে অথচ মহানবীর বাণীর উপর আমল করিলেই আমরা শান্তি সুখে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইতে পারি।

হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) একবার বলিয়াছেন হে মুহাজিরিন সম্প্রদায়। পাঁচটি জিনিস এমন রহিয়াছে, আমি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করিতেছি যাহাতে তোমরা সেই জিনিস সমূহে জড়াইয়া না পড়। (১) অশ্লীল পাপাচার, এ পাপাচার খোলাখুলিভাবে যে জাতির মধ্যে দেখা দেয় সে জাতির মধ্যে অজানা রোগ সমূহ ছড়াইয়া

www.BANGLAKITAB.com

পড়ে (২) যাহারা ওজনে কারচুপি করে তাহারা দুর্ভিক্ষ, দুঃখকষ্ট এবং শাসন কর্তার জুলুমের শিকার হয়। (৩) যে জাতি জাকাত দেয় না! তাহার উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যদি জীব জন্তু না থাকিত তবে আসমান হইতে এক ফোটা বৃষ্টিও বর্ষন করা হইত না। (৪) যাহারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তাহাদের উপর অন্য জাতির প্রভুত্ব কায়েম করিয়া দেওয়া হইবে যাহারা উহাদের লুণ্ঠন করিবে। (৫) আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যাহারা আদেশ জারি করিবে তাহাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিবে। (তারগীব) বর্তমানে আমরা উপরোল্লিখিত কোন্ দোষে দোষী নই এবং কোন্ বিপদে নিপতিত হই নাই? এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখা দরকার।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন পাঁচটি জিনিস, পাঁচটি জিনিসের বিনিময় স্বরূপ। একজন জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর রাছুল ইহার অর্থ কি? নবীজী বলিলেন, যে জাতি ওয়াদা ভঙ্গ করে তাহাদের উপর শত্রুদল জয়যুক্ত হয় এবং যাহারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আদেশ করিবে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে যাহারা যাকাত বন্ধ করিবে তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হইবে। যাহারা ওজনে কারচুপি করিবে তাহাদের উৎপাদন কম হইবে। এবং দারিদ্র ব্যাপকতা লাভ করিবে। (তারগীব) এই হাদীছে সম্ভবত সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, কারণ সর্বমোট চারটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহার বিধানের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের শাস্তি এখানে মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য এবং পুর্বোক্ত হাদীছে গৃহযুদ্ধ ছড়াইরা পড়ার কথা বলা হইয়াছে। উভয় বিপদ একত্রেও দেখা দিতে পারে আবার গৃহযুদ্ধের কারণেও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এ ধরনের মৃত্যুতো এখন অহরহ দেখা যায়।

হজরত আলী (রাঃ) এবং হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত ১৫টি দোষে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। উক্ত হাদীছে উপরোক্ত দোষ সমুহ ব্যতীত এটাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে যাকাত আদায় করা তাদের নিকট ট্যাক্সের মত মনে হইবে। এমন অবস্থা যখন হইবে

তখন তাদের উপর ঝড় তুফান, প্লাবন ভূমিকম্প চেহারার বিকৃতি সাধন আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ—এ ধরনের বিপদ এত বেশী আসিতে থাকিবে তাছবীর সুতা ছিঁড়িয়া গেলে দানা যেমন একের পর এক পড়িতে থাকে। এ'তেদাল নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি সেখানে ১৫টি দোষ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে শুধু যাকাতের প্রসঙ্গ আলোচনা হওয়ায় সেদিকে শুধু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

(৭) عن ابى هريرة (رض) قال سمعت عمر بن خطاب (رض) حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه و كنت اكثرهم لزوما لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلف مال فى بر ولا بحر الا بحبس الزكوة ٥ (طبرانى)

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে স্থলভাগে বা সমূদ্রে ধন-সম্পদ যেখানেই বিনষ্ট হউক না কেন তাহা যাকাত আটকাইয়া রাখার কারণেই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ফায়েদা ঃ যাকাত পরিশোধ না করার জন্য আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তিতো পাইতেই হইবে, দুনিয়াতে ও তাহা ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কারণ হইয়া দেখা দেয়। অন্য একটি হাদীছে এ হাদীছ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। হজরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) মক্কায় হাতীমের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। একজন লোক আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাছুল, অমুক পরিবারের ধন-সম্পদ সমুদ্রের তীরে ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, জলে স্থলে যাকাত পরিশোধ না করার কারণেই ধন সম্পদ ধ্বংস হইয়া থাকে। যাকাত যথারীতি পরিশোধ করিয়া নিজেদের ধন-সম্পদ হেফাজত কর। নিজেদের রোগ বালাইয়ের ব্যাপারে সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর। আকস্মিক বিপদ সমূহকে দোয়ার মাধ্যমে সরাইয়া দাও। দোয়া বিপদকে দূর করিয়া দেয়, যে বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা দোয়া দূর করে এবং যে বিপদ এখনো আসে নাই তাহা প্রতিরোধ করে।

নবী করিম (ছঃ) বলিতেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যে জাতিকে উন্ন

www.BANGLAKITAB.com

ও স্থায়িত্ব দান করিতে চান সে জাতির মধ্যে, লজ্জাশীলতা, নম্রতা ও দান শীলতার বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। আর যে জাতিকে ধ্বংস করিতে চান সে জাতির মধ্যে খেয়ানতের অভ্যাস সৃষ্টি করেন।

অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, "তবে যখন আমার আজাব তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিল তখন কেন তাহারা প্রার্থনা জানায়নি? এ আয়াত ছুরা আনয়ামের পঞ্চম রুকুর প্রথমে কয়েকটি আয়াতে বলিয়াছেন, 'আমি তোমার পূর্ববর্তী জাতি সমূহের নিকটও আমার রাছুল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদের নাফরমানীর জন্য তাহাদিগকে সাজা দুঃখ কষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলিয়াছি। তবে যখন আমার আজাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল তখন কেন তাহারা কাতর প্রার্থনা জানায়নি? তাহাদিগের অন্তর সমূহ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের কার্যাবলীকে শয়তান অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া দেখাইয়াছিল। অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে প্রদত্ত সদুপদেশ বিস্মৃত হইয়া গেল, অতঃপর আমি আরাম ও আয়েশের যাবতীয় দুয়ার খুলিয়া দিলাম, যাহার ফলে প্রদত্ত জিনিস লইয়া তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইতে লাগিল, তারপর হঠাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম ইহাতে তাহারা ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়িল। এইভাবে অত্যাচারী জাতির মুলোৎপাটন করা হইল। তাহা এই জন্য যে, সারা বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে আল্লাহর নাফরমানী করা সত্ত্বেও যদি তিনি কোন শাস্তি দানের পরিবর্তে তাহাদের আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার উপকরণ সরবরাহ করেন তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা বিপজ্জনক। একটি হাদীছে নবী-করিম (ছঃ) বলিয়াছেন' পাপাচার সত্ত্বেও যখন দেখিবে যে কোন ব্যক্তির দুনিয়াবী ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাইতেছে তবে মনে করিবে যে তাহার জন্য রশি ঢিলা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর নবীজী কোরানের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে প্রদত্ত উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছে।

হজরত আবু হাজেম (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে যখন

তুমি দেখিবে যে আল্লাহর নাফরমানী করিতেছ অথচ তোমার উপর আল্লাহর নেয়ামত ক্রমাগতভাবে বর্ষণ করা হইতেছে তখন তুমি তাহাকে ভয় কর। যে নেয়ামত আল্লার সান্নিধ্য হইতে দুরে সরাইয়া দেয় সেই নেয়ামত বিপদ স্বরূপ। (দুররে মনছুর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৭ নং হাদীছে বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। ধন-সম্পদ যেহেতু আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত কাজেই ধন সম্পদের মালিকানা লাভ করিলে তাহাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার উপায় হিসাবে গ্রহণ কর। কেহ যদি ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করে বরং যাকাত আদায় করিতে ও কুণ্ঠিত হয় তবে ইহা আল্লাহর নাফরমানী ছাড়া আর কি হইতে পারে? এ ধরনের লোকের ধনসম্পদ স্থায়ীভাবে থাকিবে এমন আশা করা সমীচীন নহে। কেননা সে নিজেই ধনসম্পদ ধ্বংস করার তৎপরতায় নিয়োজিত। যদি এ ধরণের অবস্থায় ধ্বংস না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা আরো কঠিন বিপদের পূর্বাভাস। আল্লাহ পাক তাঁহার অপার অনুগ্রহে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

(৭) عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكوة مالا قط الا اهلكته ○

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ধন-সম্পদের সহিত যাকাতের ধন-সম্পদ মিলিয়া যায় তাহা সেই ধন-সম্পদকে ধ্বংস না করিয়া ছাড়ে না।

ফায়েদা ঃ—এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওলামাগণ দুইটি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দুইটি অভিমতই নির্ভুল। প্রথমত যে মালামাল বা ধন সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হইয়াছে অথচ তাহা হইতে যাকাতের মালামাল বাহির করা হয় নাই তবে সেই মালামাল সমুদয় মালামালকে ধ্বংস করিয়া দিবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হইতে বর্ণিত দ্বিতীয় অর্থ এই, যে ব্যক্তি নিজে যাকাত আদায় করার মত ছাহেবে নেছাব সে যদি নিজেকে দরিদ্র হিসাবে প্রকাশ করিয়া যাকাতের মাল গ্রহণ করে তবে সেই মাল তাহার নিজের সমুদয় মালকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

(৮) عن عبد الله بن مسعود (رض) قال من كسب طيبا خبثه منع الزكوة ومن كسب خبيثا تطيبه الزكوة ○

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ হুজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র মালামাল উপার্জন করে যাকাত পরিশোধ না করা সে মালামালকে অপবিত্র করিয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি হারাম মালামাল উপার্জন করে, সেই মালামালের যাকাত পরিশোধ করিলেই তাহা পবিত্র হইয়া যায় না।

ফায়েদা ঃ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে মালামাল উপার্জন করা হইয়া থাকে, কৃপণতার কারণে সেই মালামালে যাকাতের সামান্য পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করা হইলে আল্লাহর নিকট সমস্ত মালামাল অপবিত্র অর্থাৎ নাপাক হইয়া যায়। একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে মালামাল উপার্জন করে অতঃপর তাহা হইতে সদকা করে তাহার জন্য উহাতে কোন প্রকার বিনিময় নাই বরং এ কাজের জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। (তারগীব) অর্থাৎ হারাম উপার্জনের শাস্তিও ভোগ করিবে আবার কোন প্রকার পুণ্যও পাইবে না।

(৭) عن اسماء بنت يزيد (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امراة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثلها من النار يوم القيمة وايما امراة جعلت فى اذنها خرصا من ذهب جعل فى اذنها مثله من النار ٥

অর্থাৎ হুজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে নারী নিজের গলায় সোনার হার পরিবে তাহার গলায় কেয়ামতের দিন অনুরূপ আগুনের হার পরাইয়া দেওয়া হইবে। আর যে নারী নিজের কানে সোনার বালি পরিধান করিবে তাহার কানে কেয়ামতের দিন অনুরূপ আগুনের বালি পারাইয়া দেওয়া হইবে।

ফায়েদা ঃ এই হাদীছ পড়িয়া মনে হয় যে নারীদের জন্য সোনার অলঙ্কার পরিধান করা হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। এ কারণে কোন কোন আলেম বলিয়াছেন যে ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিধান ছিল। কেননা অন্যান্য হাদীছের প্রেক্ষিতে নারীদের স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করা জায়েজ করা হইয়াছে। তবে কোন কোন ওলামা এ হাদীছ এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞাকে যাকাত না দেয়ার সহিত

সম্পৃক্ত করিয়াছেন। হুজরত আছমা (রাঃ) বলেন আমি ও আমার খালা নবীকরিম (ছঃ) এর সমীপে হাজির হইলাম। আমাদের হাতে ছিল সোনার কাঁকন। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, এগুলোর যাকাত আদায় করিয়া থাক? আমরা আরজ করিলাম জী না। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন ইহার দরুণ যে আগুনের কাঁকন পরিধান করানো হইবে তোমরা কি সে ভয় করিতেছ না? এগুলোর যাকাত আদায় করিও। (তারগীব)

এ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারে যাকাত আদায় না করিলেই তাহা দোযখের আগুনের শাস্তি ভোগের কারণ হইবে। নারীদের এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ থাকিতে হইবে।

হুজরত আসমা (রাঃ) যাকাত আদায় করেন নাই বলার কারণ সম্ভবত এই যে তখনো তিনি যাকাতের বিধান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অন্য একটি হাদীছে উল্লেখিত তাঁহার জিজ্ঞাসা হইতে তাহা বুঝা যায়। অথবা এমনও হইতে পারে যে তখন পর্যন্ত হুজরত আসমা (রাঃ) স্বর্ণালঙ্কারকে নারীর অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহার্য বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু আসলে তাহা ঠিক নহে। রূপার অলঙ্কার সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। একটি হাদীছে রহিয়াছে, হুজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) আমার হাতে রূপার চুড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? আমি বলিলাম, আপনার জন্য সৌন্দর্যস্বরূপ নিজেকে সাজাইতে ইহা পরিধান করিয়াছি, নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার যাকাত দিয়া থাক? আমি বলিলাম জী না। নবীজী বলিলেন, জাহান্নামের আগুনের জন্য তোমার এটাই যথেষ্ট। (তারগীব)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে একজন নারী নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হাজির হইল, তাহার সঙ্গে তাহার মেয়েও ছিল। মেয়েটির হাতে ছিল দু'গাছি সোনার কাঁকন। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার যাকাত দিয়া থাক? সে বলিল, জী-না। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, কেয়ামতের দিন ইহার বদলে তোমাকে আগুনের কাঁকন পরিধান করানো তুমি পছন্দ করিবে? এ কথা শুনিয়া মেয়েটি দু'গাছি চুড়ি খুলিয়া নবীজীর হাতে দিয়া বলিল, আমি এগুলি আল্লাহর জন্য দিতেছি।

www.BANGLAKITAB.com

ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিল এইরূপ, তাঁহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের কথা শুনিলে কোন প্রকার টালবাহানার আশ্রয় নিতেন না। এ রকম বর্ণনা হইতে সোনা ও রূপার অলঙ্কার সম্পর্কে একই রকম নির্দেশ রহিয়াছে বুঝা যায়। যে সকল বর্ণনায় যাকাতের উল্লেখ করা হয় নাই এবং সোনারূপার পার্থক্য করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে অহংকার প্রকাশক হিসাবেই অলঙ্কারকে কেয়ামতের দিনে শাস্তির কারণ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবু দাউদ ও নাছাই শরীফের একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, হে নারীগণ তোমাদের অলঙ্কার তৈরীর জন্য কি রূপাই যথেষ্ট নহে? মনে রাখিবে যে নারী সোনার অলঙ্কার তৈরী করাইবে এবং তাহা প্রকাশ করিবে সেই কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। (তারগীব)

মহিলাদের মধ্যে অলঙ্কার অন্যকে দেখানোর ব্যাপারে একটা মজ্জাগত অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়। নানা বাহানায় তাহারা নিজের পরিহিত অলঙ্কার অন্যদেরকে দেখাইয়া থাকে। রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিলে ততটা প্রদর্শন বাতিক না থাকিলেও সোনার অলঙ্কার পরিলে মাছি তাড়ানো, আঁচল ঠিক করা ইত্যাদি বাহানায় অন্যদের নিজের অলঙ্কার না দেখাইয়া মহিলারা যেন স্বস্তি পায় না। ইহা যে অহংকারের প্রকাশ তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই সোনারূপার অলঙ্কার পরিধান করিলেও সে জন্য কোন প্রকার অহংকার যেন প্রকাশ না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং ব্যবহৃত অলঙ্কারের জাকাত নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে। যদি অহংকার প্রকাশ হইতে বিরত না থাকা হয় এবং যাকাত পরিশোধ না করা হয় তবে শাস্তির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

(১০) عن الضحاك (رض) قال كان اناس من المنافقين حين امر الله ان تؤدى الزكوة يجيئون بصدقاتهم بارذل ما عندهم من الثمرة فانزل الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اخرجه ابن جرير وغيره ٥

অর্থাৎ হজরত জহাক (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা জাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়ার পর মোনাফেকগণ নিকৃষ্ট ফলসমূহ যাকাত হিসাবে প্রদান করিত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (সূরা বাকারার) এ আয়াত

নাজিল করিলেন, "এবং নিকৃষ্ট বস্তু হইতে ব্যয় করিবার নিয়ত করিও না।

ফায়েদা ঃ উল্লিখিত আয়াত ছুরা বাকারার ৩৭ রুকুর অন্তর্গত রুকুর প্রথম দিকের এ আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে মোমেনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদসমূহ হইতে এবং তোমাদের জন্য ভূমি হইতে আমার উৎপন্ন ফসল হইতে যাহা উৎপন্ন করিয়াছ ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট ফসল হইতে ব্যয় করার নিয়ত করিও না। বস্তুতঃ তোমরা নিজে তাহা গ্রহণ কর না, তবে হ্যাঁ অনেক সময় না দেখার ভানে তাহা গ্রহণ কর এবং জানিয়া রাখ আল্লাহ পাক কাহারও মুখাপেক্ষী নন যে কাহারো নিকৃষ্ট মাল গ্রহণ করিবেন।

এ আয়াত সমূহ সম্পর্কে বহু হাদীছে রহিয়াছে। ধন সম্পদ সকলের একই প্রকৃতির। হজরত বারা (রাঃ) বলেন, এ আয়াতগুলি আমাদের অর্থাৎ আনছারীদের সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে। আমরা মালিক ছিলাম এবং সাধ্য মত সবাই কিছু না কিছু হাজির করিতাম। কেহ কেহ দুই এক কাঁদি খেজুর মসজিদে টাঙ্গাইয়া দিত। আহলে সুফফার পানাহারের কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তাহাদের মধ্যে যাহার ক্ষুধা পাইত তিনি ফলের কাঁদিতে লাঠি দিয়া আঘাত করিতেন, ইহাতে পাকা খেজুর নীচে পড়িলে তিনি তাহা কুড়াইয়া খাইতেন। পূণ্যকাজে যাহার তেমন আগ্রহ ছিল না সে নিকৃষ্ট ধরনের ফল টাঙ্গাইয়া দিত। অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরানের এই আয়াত নাজিল করিলেন, ইহাতে বলা হয় যে অনুরূপ নিকৃষ্ট বস্তু কেহ তোমাদেরকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলে চক্ষু লজ্জার কারণে তোমরা হয়তো গ্রহণ করিবে, মনের খুশীতে গ্রহণ করিবে না। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর ভাল ভাল কাঁদি আসিতে লাগিল।

এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একটি হাদীছে আছে যে, কেহ কেহ বাজার হইতে সস্তা জিনিস ক্রয় করিয়া সদকা স্বরূপ প্রদান করিত। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হইল।

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি ফরজ জাকাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। লোকেরা খেজুর কাটিলে ভাল ভাল খেজুর আলাদা করিয়া রাখিত, যাকাতের জন্য গ্রহীতারা তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

সামনে আসিলে নিকৃষ্ট খেজুর হাজির করিত।

একটি হাদীছে আছে যে একবার নবী করিম (ছঃ) মসজিদে গমন করিলেন। নবীজীর হাতে একটি লাঠি ছিল। মসজিদে কে যেন নিকৃষ্ট খেজুরের কাঁদি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। নবী করীম (ছঃ) কাঁদিতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহা টাঙ্গাইয়াছে, ইহার চেয়ে ভাল কাঁদি টাঙ্গাইলে কি অসুবিধা হইত? এই লোকটি বেহেশতেও অনুরূপ নিকৃষ্ট খেজুর পাইবে। (দুররে মনছুর)

হজরত আয়েশা (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিসকিনকে এমন জিনিস খাইতে দিয়ো না যাহা তোমরা নিজেরা খাও না। (কানজ)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, (রান্না করা) গোশত গন্ধ হইয়া গিয়াছিল, হযরত আয়েশা (রাঃ) সেই গোশত কাউকে আল্লার ওয়াস্তে প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, এমন জিনিস কি সদকা করিতেছ যাহা নিজে খাইতে পার না? (জামেউল ফাওয়ায়েদ)

অর্থাৎ আল্লাহর নামে যখন দিবে তখন যতোটা সম্ভব ভাল জিনিস দিবে। যদি একান্তই ভাল দেওয়ার সাধ্য না থাকে তবে না দেওয়ার চাইতে খারাপ জিনিস দেওয়া উত্তম। ফরজ জাকাত পরিশোধের ব্যাপারে নিকৃষ্ট বা খারাপ জিনিস দেওয়া জাকাত না দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৬নং হাদীছে যাকাত দেওয়ার বিধান সম্বলিত নবীজীর বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে। নবীজী বলিয়াছেন, আল্লাহ উৎকৃষ্ট জিনিস ও চান না, নিকৃষ্ট জিনিস দেয়ার ও অনুমতি দেন না বরং তিনি মধ্যম শ্রেণীর জিনিস দাবী করেন। এটাই যাকাত পরিশোধের মূলনীতি।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার অধিনস্থদেরকে যাকাত গ্রহণের যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সেখানে যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যাহারা যাকাত প্রদান করিবে তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে আর যাহারা ইহার অতিরিক্ত আদায় করিতে চাহিবে তাদের কাছে যাকাত দিবে না।

নবী করিম (ছঃ) হজরত মোআজকে (রাঃ) ইয়েমেনের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণের সময় নামাজের সাথে সাথে যাকাত সম্পর্কেও তাগিদ দেন এবং বলেন, যাকাত গ্রহণের সময়ে দাতাদের উৎকৃষ্ট জিনিস গ্রহণের

চেষ্টা করিও না। মজলুমের বদদোয়া কবুল হওয়ার পথে কোন পর্দা থাকে না।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, সরকারের লোক যাকাত গ্রহণ করিতে আসিলে বকরীগুলোকে তিন ভাগ করিবে। উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট এবং মধ্যম। অতঃপর মধ্যম শ্রেণী হইতে যাকাত গ্রহণ করিবে। (আবু দাউদ)

যাকাত গ্রহীতার জন্য ইহাই মুলনীতি! তবে দাতা যদি স্বেচ্ছায় উৎকৃষ্ট জিনিস দেয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ৬নং হাদীছে এ সংক্রান্ত হাদীছ রহিয়াছে। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যদি তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে উৎকৃষ্ট জিনিস নির্ধারিত প্রাপ্যের চাইতে বেশী পরিমাণে পরিশোধ কর তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের পুরুস্কার দিবেন। একারণেই প্রদত্ত জিনিস নিজের কাজে আসিবে—এইরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া দাতার উচিত উৎকৃষ্ট জিনিস দান করা।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে যাকাত আদায় করিতে চায় তাহার জন্য কিছু নিয়ম কানুন রহিয়াছে। গাজ্জালী (রহঃ) এ পর্যায়ে ৮টি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন, আমি এখানে তাহার কিয়দাংশ উল্লেখ করিতেছি। প্রথমত দেখিতে হইবে যাকাত কেন ওয়াজিব হইল। কেন ইহাকে ইসলামের স্তম্ভ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ইহার কারণ ৩টি। কালেমার স্বীকারোক্তি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসাবে বিশ্বাস করিবার স্বীকারোক্তি। তাঁহার কোন অংশীদার নেই। এই বিশ্বাসের পূর্ণতা তখনই হইবে যখন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবীদার অন্য কাউকে শরীক করিবে না। কেননা ভালোবাসা অংশগ্রহণ সহ্য করে না। উপরন্ত মৌখিক দাবীর কোন মূল্য নাই অন্যান্য প্রিয় জিনিসের সহিত মোকাবিলা হইলেই ভালোবাসার পরীক্ষা হয়। স্বভাবতই ধন সম্পদ প্রত্যেকেরই প্রিয়। একারণে ইহাতে আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাই ছুরা তওবার ১৪ রুকুতে বলিয়াছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জান ও মাল ইহার বদলে ক্রয় করিয়াছেন যে তাহারা জান্নাত লাভ করিবে।

জেহাদের মাধ্যমে জীবন ক্রয় করা হয়। ধন-সম্পদ ব্যয় করা

www.BANGLAKITAB.com

জীবন দানের চাইতে সহজ। ধনসম্পদ ব্যয় করা ভালোবাসার মাপকাটি হওয়ার কারণে এ পরীক্ষায় মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত লোকেরা তাহারা যাহারা আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে কিছুমাত্র অংশীদারিত্বকেও প্রশ্রয় দেয় নাই, নিজের সকল সম্পদ আল্লাহর নামে উৎসর্গ করিয়াছে। একটি দিনার দিরহামও নিজের জন্য রাখে নাই। তাহারা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই আসিতে দেয় না। একারণেই একজন বুজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দুই শত দিরহামে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব। তিনি বলিলেন, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ৫ দিরহাম কিন্তু আমাদের জন্য সবকিছু ব্যয় করা জরুরী। একারণেই হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) নিজের সবকিছু আল্লাহর নবীর নিকট হাজির করিয়া বলেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ঘরে রাখিয়াছি।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকেরা মধ্যম শ্রেণীভুক্ত। তাহারা নিজেদের প্রয়োজনের সামগ্রী রাখিয়া দেন, অবশিষ্ট অংশ ব্যয় করেন। ব্যয় বাহুল্য এবং বিলাস বস্তুতে তাহারা নিয়োজিত হন না। ইহারা যাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণের কথা চিন্তা করেন না বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। একারণেই ইমাম নাখায়ী শাবী (রহঃ) প্রমুখ তাবেয়ী বলিয়াছেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও প্রাপ্য রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে ওর মুখাপেক্ষী লোক দেখিলেই তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিতে হইবে। কিন্তু ফেকাহর দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষুধায় মরণাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য দান ফরজে কেফায়া ওলামাদের মধ্যে এধরনের লোককে সাহায্য করার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার মতো সাহায্য মুফত দেওয়া অথবা ঋণ দেওয়া কাহারো কাহারো মতে যথেষ্ট। ঋণ দানের কথা যাহারা বলেন তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে নীচ পর্যায়ভুক্ত। তাহারা নির্ধারিত পরিমাণ যাকাতই শুধু আদায় করিয়া থাকে। কম বেশী করে না। সাধারণ মুসলমানেরা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ধন সম্পদের প্রতি ইহাদের ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর। আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে তাহারা কৃপণতা করে।

আখেরাতের প্রতি ভালোবাসা কম। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তিন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, চতুর্থ শ্রেণীর কথা বলেন নাই। কেননা তাহারা নির্ধারিত পরিমাণ জাকাতও আদায় করে না। তাহাদের ভালোবাসার দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ ধরণের মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে কি আর আলোচনা করা হইবে।

(খ) যাকাত মানুষকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করে। কৃপণতা একটি ধ্বংসাত্মক অভ্যাস। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, তিনটি জিনিস ধ্বংসাত্মক প্রথমত এমন লোভ ও কৃপণতা যাহার আনুগত্য করা হয়। দ্বিতীয়ত এমন প্রবৃত্তি যাহার আনুগত্য করা হয়। তৃতীয়ত নিজের মতামতকে সর্বোত্তম মনে করা।

পবিত্র কোরানের অনেক আয়াতে এবং বহু হাদীছে কৃপণতার নিন্দা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। মানুষের মধ্য হইতে কৃপণতার অভ্যাস দূর করিতে হইলে তাহাকে জোরপূর্বক ব্যয়ে বাধ্য করিতে হইবে। যেমন নাকি কাহারো কাহারো সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইলে তাহার সংস্পর্শ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে ভালোবাসা হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই যাকাতকে পবিত্রতা সৃষ্টির মাধ্যম বলা হইয়া থাকে। কেননা যাকাত তাহার দাতাকে কৃপণতার নোংরামী হইতে মুক্ত রাখে। আল্লাহর পথে যত বেশী পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হইবে আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ পাইয়া ততই কৃপণতা হইতে পবিত্রতা হাছেল করা সম্ভব হইবে।

(গ) ইহা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ। আল্লাহ তাবারক অ-তায়ালা প্রতিটি মানুষকে এত বেশী নেয়ামত দিয়াছেন যাহার সীমা রেখা নাই। শারীরিক আনুগত্য করা শারীরিক নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ। অনুরূপভাবে আর্থিক দান-খয়রাত আল্লাহর প্রদত্ত আর্থিক নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ।

ভিক্ষুক অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তির দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া যাহার মনে করুণার উদ্রেক হয় না সে কত বড় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে তাহার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না অথচ তাহার চিন্তা করা উচিত যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাহাকে ভিক্ষা করার মতো দুর্ভাগ্যজনক

www.BANGLAKITAB.com

অবস্থায় নিমজ্জিত করেন নাই। উপরন্তু পরমুখাপেক্ষীরা তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়াছে তাহাকে এইরূপ ভাগ্যবান করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় নিজের মালামালের এক দশমাংশ অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর পথে ব্যয় করা কি উচিত নয়? (একদশমাংশ দ্বারা ফসলের যাকাত বুঝানো হইয়াছে।)

(২) যাকাত পরিশোধ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। ওয়াজিব হওয়ার আগেই যাকাত পরিশোধ করিতে হইবে। ইহাতে আল্লাহর আদেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পাইবে এবং দরিদ্র লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে। দেরী করিলে মালামালের উপর এবং নিজের উপরও বিপদ আসিয়া পড়িতে পারে। যাহারা তাড়াতাড়ি যাকাত আদায় করিয়া থাকেন তাহারা দেরীতে যাকাত আদায় করাকে রীতিমত পাপ বলিয়া মনে করেন। কাজেই যাকাত পরিশোধের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইলেই তাহাকে ফেরেশতার তাকিদ মনে করিতে হইবে। হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে মানুষের সহিত তাকিদ দেওয়ার একজন ফেরেশতা থাকে এবং একটি শয়তান থাকে। ফেরেশতা কল্যাণ ও সত্যের প্রতি তাকিদ করেন। শয়তান মন্দের প্রতি এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার তাকিদ দেয়। শয়তানের তাকিদ অনুভব করিলে আউজুবিল্লাহ পড়িবে।

(ছাদাত)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, মানুষের মন আল্লাহর দুই অঙ্গুলের মধ্যে নিবদ্ধ। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাহা ঘুরাইয়া দেন।

কাজেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার চিন্তা মনে আসিলে সেই চিন্তা পরিবর্তিত হওয়ার আশংকা থাকে। উপরন্তু শয়তান দারিদ্রের ভয় দেখায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২নং আয়াতে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেরেশতার তাকিদের পর শয়তানের তাকিদ আসিতে পারে। এ কারণে শয়তানের তাকিদের আগেই যাকাত আদায় করিতে হইবে। সমুদয় যাকাত একই সঙ্গে পরিশোধ করিতে চাহিলে উত্তম কোন মাস বাছিয়া লইতে হইবে। ইহাতে অধিক ছওয়াব মিলিবে। যেমন—মহররম মাস। এ মাসের মধ্যেই আশুরা রহিয়াছে, আশুরায়

দান খয়রাত এবং স্বজন-পরিজনের জন্য ব্যয় করিলে প্রচুর ছওয়াবের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। মহররম মাসে পরিশোধ করিলে দশ তারিখে পরিশোধ করাই উত্তম। রমজান মাসও বাছিয়া নেওয়া যাইতে পারে। নবীকরিম (ছঃ) দান-খয়রাতের ব্যাপারে সকল মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রমজান মাসে তাঁহার দান-খয়রাত দ্রুত চলমান বাতাসের মত ছিল। উপরন্তু এ মাসে রহিয়াছে লায়লাতুল কদর। এ রাত হাজার মাসের চাইতে উত্তম। কদরের এ রাত্রে আল্লাহর অপরিসীম রহমত নাজিল হয়। জিলহজ্ব মাসও ফজিলতপূর্ণ। এ মাসে আল্লাহকে স্মরণ করার তাগিদ কোরানেও রহিয়াছে। রমজান মাস নির্ধারণ করিলে উহার শেষ দশ দিন উত্তম আর জিলহজ্ব মাস নির্ধারণ করিলে প্রথম দশ দিন উত্তম।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রদত্ত যাকাত সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই ধারণা করিতে পারে। কাজেই আমার অভিমত এই যে, বছরের শুরু হইতেই যাকাতের প্রয়োজনীয় অর্থ হিসাব করিয়া কিছু কিছু করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। বছরের শেষে চূড়ান্ত হিসাব করিয়া যদি দেখা যায় যে, তখনো যাকাত দেয়া বাকী রহিয়াছে তখন তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। যদি বেশী দেওয়া হইয়া থাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিবে যে তিনি নির্ধারিত পরিমাণের চাইতেও অধিক অর্থ তাঁহার পথে ব্যয় করিবার তাওফীক দিয়াছেন। এইরূপে পরিশোধের তিনটি যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমত পুরা যাকাত একত্রে পরিশোধ করিতে স্বতস্ফূর্ত মানসিক সমর্থন পাওয়া সহজ নহে। অথচ যাকাত পরিশোধে মানসিক পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, প্রয়োজনের সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পরিশোধ করলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই ব্যয় করা হইবে। যদি বছর শেষে হিসাব করিয়া পৃথক করিয়া রাখে যে, সময় সুযোগমত ব্যবহার করিব তবে প্রতিদিন দেরী হইতে থাকিবে। উপরন্তু পরিশোধের আগে জান মালের কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। যাকাত ওয়াজিব হইলে তাহা পরিশোধ না করা সর্বসম্মতভাবে পাপ।

তৃতীয় যুক্তি এই যে, সময়ে সময়ে অল্প অল্প করিয়া পরিশোধ করিলে নির্ধারিত অঙ্কের চাইতে বেশী খরচ করা সম্ভব হইবে। ইহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অধিক মিলিবে। অথচ এককালীন হিসাব

www.BANGLAKITAB.com

করিয়া অনুরূপ পরিমাণ দান করা অনেকের জন্যই সাধ্যাতিরিক্ত হইবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, যাকাত চন্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী দিতে হয়। সৌরবর্ষের হিসাব অনুযায়ী নহে। কেহ কেহ ইংরেজী মাসের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিয়া থাকে। ইহাতে প্রতি বছর দেরী হইয়া যায়। এমনি করিয়া দিতে থাকিলে ৩৬ বছর সময়ে এক বছরের যাকাত কম হইয়া যাইবে। ইহা অনাদায়ীই থাকিবে।

(৩) যাকাত গোপনীয়ভাবে পরিশোধ করিবে। কারণ ইহাতে লোক দেখানো, অহংকার এবং সুনামের কোন ব্যাপার থাকে না। প্রকাশ্যে দেওয়ার বিশেষ কোন কারণ না ঘটিলে গোপনে দেওয়াই উত্তম। কেননা সদকার উদ্দেশ্য হইতেছে কৃপণতা দূরীকরণ ধন সম্পদের প্রতি ভালবাসা দূরীকরণ। অথচ লোক দেখানোর মধ্যে খ্যাতিপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পদের প্রতি ভালবাসার চাইতে ইহা মারাত্মক, মানুষের উপর সম্পদের প্রতি ভালোবাসার চাইতে ইহা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কৃপণতার পাপ কবরে বিচ্ছু হইয়া মানুষকে দংশন করে কিন্তু খ্যাতিপ্রিয়তা অজগর হইয়া দংশন করে। কৃপণতার পাপকে নষ্ট করিয়া অহংকারকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হইতেছে কেহ যেন বিচ্ছুকে মারিয়া সাপকে খাওয়াইল, ইহাতে বিচ্ছুর অনিষ্টকারীতা দূর হইল ঠিকই কিন্তু সাপ অধিক শক্তিশালী হইয়া পড়িল।

অথচ দুটিকে মারিয়া ফেলাই জরুরী বরং সাপকে মারিয়া ফেলা অধিক জরুরী।

(৪) যদি কোন ধর্মীয় প্রয়োজনের কথা বলা হইয়া থাকে, যেমন অন্যদের তাকিদ দেওয়া অন্য লোকেরা তাহার কাজের অনুসরণ করিবে বলিয়া অনুমিত হয়, অথবা ধর্মীয় অন্য কোন যৌক্তিকথা থাকে তবে তখন প্রকাশ করা উত্তম হইবে। এই দুইটি নম্বরের বিবরণ প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৫) দান খয়রাতকে অনুগ্রহ প্রকাশের খোঁটা দিয়া নষ্ট করা। প্রথম পরিচ্ছেদের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৬) নিজের দানকৃত সদকাকে তুচ্ছ ও সামান্য জিনিস মনে করিতে হইবে। বড় কিছু দান করিয়াছি এইরূপ মনে করিলে অহংকার সৃষ্টির সম্ভবনা থাকে। ইহা ধ্বংসাত্মক। ইহা সকল পূণ্যকে নষ্ট করিয়া

দেয়। ছুরা তওবার চতুর্থ রুকুতে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে বহুবিধ সাহায্য করিয়াছেন এবং হোনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্মহারা করে কিন্তু তোমাদের কোন কাজে উহা আসে নাই বরং জমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি সংকীর্ণ হয় এবং তোমরা পিছন দিকে পলায়ন করিতেছিলে। পরিশেষে আল্লাহ তাঁহার রাছুলের প্রতি ও ঈমানদারদের প্রতি সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেন, সৈন্য প্রেরণ করেন, যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই।

হাদীছ গ্রন্থ সমূহে এ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। মক্কা বিজয়ের পর নবীকরিম (ছঃ) হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রমজান মাসেই রওয়ানা হন। ইতিপূর্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের চাইতে অধিক সংখ্যক হওয়ায় মুসলমানদের মনে অহংকার দেখা দিয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল আমরা কিছুতেই পরাজিত হইব না। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এ অহংকার পছন্দ করেন নাই। প্রথমদিকে তাই মুসলমানরা পরাজিত হয়। উপরোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তোমরা অহংকার করিয়াছিলে কিন্তু সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসে নাই।

হজরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছুল (ছঃ) মক্কা জয় করার পর হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের লোকেরা অভিযান চালাইল এবং হোনাইনে তাহারা সমবেত হইল। হজরত হাছান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, মক্কাবাসীরা মক্কা বিজয়ের পর মদীনাবাসীদের সহিত একত্রিত হইয়া বলিল, আল্লাহর কছম আমরা হোনাইন ওয়ালাদের সহিত মোকাবিলা করিব। নবীকরিম (ছঃ) তাহাদের এইরূপ অহংকার উক্তি পছন্দ করিলেন না। (দুররে মনছুর)

ওলামাগণ লিখিয়াছেন, নেকী করিয়া তাহা যতই কম মনে করা হইবে আল্লাহর নিকট তাহা ততই বড় বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে পাপকে নিজের দৃষ্টিতে যতই বড় মনে করা হইবে আল্লাহর নিকট তাহা ততই হালকা ছোট বলিয়া বিবেচিত হইবে। ওলামাগণ লিখিয়াছেন তিনটি জিনিসের দ্বারা নেকী পূর্ণতা লাভ করে। (১) নেকী যতই করিবে তাহা কম মনে করিতে হইবে (২) নেকী করিবার ইচ্ছা মনে

www.BANGLAKITAB.com

জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তাহা করিয়া ফেলিবে, কারণ পরে মনোভাব পরিবর্তিত হইতে পারে অথবা কোন অসুবিধার ফলে তাহা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (৩) গোপনীয় ভাবে নেকী করিতে হইবে। নেকীকে তুচ্ছ সামান্য মনে করার উপায় হইতেছে, আল্লাহর জন্য খরচের তুলনায় নিজের জন্য খরচ ও সঞ্চিত অর্থ সম্পদ সামগ্রীর এক তৃীতীয়াংশ খরচ করিলে প্রিয়তমের জন্য এক ভাগ খরচ করা হইল অথচ ভালোবাসার দাবীদারের নিকট দুই তৃতীয়াংশ রহিয়া গেল। আল্লাহর জন্য সবকিছু খরচ করিলেও মনে করিতে হইবে যে অর্থ সম্পদতো আল্লাহরই ছিল তিনি আমাকে নিজের অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা আমি খরচ করিয়াছি, নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবার জন্যওত তিনি অনুমতি দিয়াছেন কিন্তু আমি তাহা করি নাই। যদি কাহারো নিকট কেহ কিছু আমানত রাখে এবং রাখিবার সময় বলে যে আপনি নিজের প্রয়োজনে ইহা নিজ সম্পদ মনে করিয়া খরচ করিতে পারিবেন। অতঃপর যদি আমানতদার ধন সম্পদের প্রকৃত মালিককে তাহা কিছু কম করিয়া ফেরত দেয় তবে ইহাতে কি আমানত দারের কৃতিত্ব দাবী করিবার কোন কারণ থাকে? যেহেতু আল্লাহর নামে খরচ করিলে তিনি বিরাট পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়াছেন সেইহেতু এমনও বলা যাইবে না যে আমরা তাঁর আমানত ফেরত দিয়াছি বরং এইরূপ বলা যায় যে, যেমন এক বক্তি একশত টাকা আমানত রাখিয়া ৫০/৬০ তাহা হইতে ফেরত নিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে শীঘ্রই ইহার কয়েকগুণ বেশী তোমাকে দেওয়া হইবে। অথবা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে একশত টাকা হইতে ০ টাকা ফেরত দিয়া ৫০০ টাকার ব্যাংক চেক লিখিয়া দিয়াছেন। এমনি অবস্থায় অহংকার করিবার কি থাকিতে পারে যে আমানত যিনি রাখিয়াছেন তাঁহাকে ফেরত দিয়াছি। কাজেই সৌজন্য রক্ষা তখনই হইবে যখন লজ্জিতাবস্থায় খরচ করিবে যেমন নাকি কাহারো আমানত কম করিয়া ফেরত দেওয়া হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একশত টাকা কেহ আমানত রাখিয়াছে, সেই টাকা ফেরত দেওয়ার সময় ৫০ টাকা খরচ করিয়া ৫০ টাকা দেওয়া হইল। নিজের সাফাই গাহিয়া বলিল, আপনি যেহেতু আমাকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবার জন্য অথবা রাখিয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন তাই আমি তাহা

করিয়াছি। বলিবার সময় যেমন বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায় আল্লাহর পথে খরচের সময় অনুরূপ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিতে হইতে।

দান-খয়রাতের যাহা কিছু দরিদ্রকে দেয়া হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা আল্লাহকেই ফেরত দেওয়া হয়। ভিক্ষুক বা পর মুখাপেক্ষী দরিদ্র ব্যক্তি আমানত যিনি রাখিয়াছেন তিনি তাহাকে তাঁহার আমানত ফেরত আনিতে পাঠাইাছেন। এমনি অবস্থায় বাহকের নিকট দাতার কত অনুনয় বিনয় করা উচিত যে তুমি মালিককে বলিও তাঁহার আমানত যথারিতী ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় নাই। মোটকথা যত বেশী সম্ভব বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিতে হইবে কেননা যিনি দিয়াছেন তিনি সবকিছু কাড়িয়া নিতে পারেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার জন্য সবকিছু খরচ করা অত্যাবশ্যক করেন নাই, যদি সবকিছু খরচ করার নির্দেশ দিতেন তবে আমাদের স্বভাবজাত কৃপণতার কারণে তাহা খুবই কঠিন হইত।

(৭) আল্লাহর পথে খরচের সময় বিশেষত যাকাত পরিশোধের সময় উত্তম জিনিস প্রদান করিতে হইবে, কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং দোষমুক্ত। তিনি পবিত্র ও উত্তম জিনিসই পছন্দ করেন ও গ্রহণ করেন। মানুষ যদি মনে করে যে, আল্লাহকে যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা প্রকৃত পক্ষে তাহারই মালিকানা তাহা হইলে নিজের জন্য উৎকৃষ্ট জিনিস রাখিয়া আল্লাহর জন্য নিকৃষ্ট জিনিস দেওয়া কত বড় বেয়াদবী। এইরূপ করাত সেই ভৃত্যের আচরণের মত হইবে, যে নাকি মনিবের জন্য ডাল ও বাসি রুটি রাখিয়া নিজের জন্য পোলাও কোর্মার ব্যবস্থা করে। এই রকমের ভৃত্যের সহিত মনিব কিরূপ ব্যবহার করিবেন ভাবিয়া দেখা দরকার। দুনিয়ার মনিবরাতো সব খবর জানেন ও না। কিন্তু সবজান্তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও জানেন। তিনি মনের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কেও অবহিত। এমতাবস্থায় তাঁহারই দেয়া মালামাল হইতে তাঁহার জন্য নিকৃষ্ট জিনিস প্রদান কত বড় নেমক হারামী। নিজের তীব্র প্রয়োজনে কাজে আসিতে পারে জানিয়াও যদি কেহ নিকৃষ্ট জিনিস নিজের জন্য রাখিয়া ভাল ভাল জিনিস অন্যকে বিলাইয়া দেয় তবে তাহা চরম নির্বুদ্ধিতার পারিচায়ক হইবে। হাদীছ শরীফে আছে যে, মানুষ বলে, আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল উহাই যাহা সে সদকা করিয়া সামনে প্রেরণ

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছে। যাহা বাকি রহিয়াছে অথবা নিজে খাইয়া শেষ করিয়াছে তাহা অন্যদের মালিকানাভুক্ত। অর্থাৎ ওয়ারিশদের। একটি হাদীছে আছে, এক দিরহাম কখনো লাখ দিরহামের চাইতে বৃদ্ধি পায়, যদি উত্তম মাল হইতে সন্তুষ্টির সহিত আল্লাহর পথে ব্যয় করে। পক্ষান্তরে ঘৃণ্য মাল এক লাখ দিরহাম খরচ করিয়াও অমন বৃদ্ধি হয় না।

(৮) সদকা এমন জায়গায় খরচ করিতে হইবে যে, যাহাতে তাহার সওয়াব বৃদ্ধি পায়। ছয়টি গুণ এমন রহিয়াছে যদি তাহার একটিও দাতার মধ্যে পাওয়া যায় তবে সদকার সওয়াব বৃদ্ধি পাইবে। যাহার মধ্যে এই গুণাবলী বেশী থাকিবে তাহার সওয়াবের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। উক্ত গুণাবলী নিম্নরূপ :

(ক) মোত্তাকী অর্থাৎ পরহেজগার হইতে হইবে। দুনিয়ার কাজের চাইতে আখেরাতের কাজে অধিক আগ্রহ থাকিবে। নবীকরীম (ছঃ) বলিয়াছেন, তোমার খাবার যেন মোত্তাকী ব্যতীত কেহ না খায়। প্রথম পরিচ্ছেদে ২৩নং হাদীছে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মোত্তাকী বা পরহেজগার ব্যক্তি এই সদকার মাধ্যমে নিজের তাকওয়ার সাহায্যকারী হইবে। তাহার ইবাদতে সওয়াবের ভাগ তুমিও পাইবে।

(খ) ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। ইহাতে তোমার সহায়তায় তাহার জ্ঞানার্জন সকল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত যত ভাল থাকিবে এই ইবাদত ততই উত্তম হইতে থাকিবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাঃ) বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এবং বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি তাঁহার দান-খয়রাতে ওলামাদেরকে অন্তর্ভুক্ত রাখিতেন। তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, আলেম যাহারা নহে তাহাদের জন্যও যদি আপনি ব্যয় করিতেন তবে কতই না ভাল হইত। তিনি জবাবে বলিলেন, নবুয়তের মর্যাদার পর ধর্মীয় জ্ঞানের (এলেম) সম মর্যাদার কাউকে আমি পাই নাই। ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারীরা যদি অন্য দিকে মনোনিবেশ করে তবে তাহার জ্ঞানবিষয়ক তৎপরতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এই কারণে তাহাদের জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত রাখাই উত্তম কাজ।

(গ) পরহেজগারী এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সত্যিকার

অর্থে নিয়োজিত। অর্থাৎ তাহার প্রতি কেহ অনুগ্রহ করিলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং মনে মনে চিন্তা করেন যে, প্রকৃত করুণা ও দয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রাপ্য তিনিই সত্যিকার দানশীল। তিনিই অন্যের মাধ্যমে তাহাকে সাহায্য করিতেছেন। হজরত লোকমান (আঃ) তাঁহার পুত্রকে অছিয়ত করিয়াছিলেন যে, কাহারো অনুগৃহীত হইওনা অন্যের অনুগ্রহকে নিজের উপর বোঝাস্বরূপ মনে করিও। অনুগ্রহের মাধ্যমকে যাহারা প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করে তাহারা আসল অনুগ্রহকারীকে চেনে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনুগ্রহ করার জন্য অমুকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। মানুষের মধ্যে এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি হইতে তাহারা সৃষ্টির চাইতে স্রষ্টার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এই ধরণের মানুষের প্রতি দান-খয়রাতের মাধ্যমে অনুগ্রহ করিলে উহাতে দাতা অধিক উপকৃত হয়। মানুষকে প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করিয়া তাহার প্রশংসায় মুখর হইলেও পরদিনই অনুগ্রহ না করা অবস্থায় তাহার নিন্দা করিতে শুরু করিবে। কাজেই আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ সম্পর্কে অবহিত পরহেজগার ব্যক্তি মানুষের দান বা অনুগ্রহ না হইলেও মানুষের প্রতি নিন্দায় মুখর হইবে না কেননা সেই ব্যক্তি প্রকৃত দাতা আল্লাহকে মনে করে এবং মানুষকে শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের বাহক মনে করে।

(ঘ) যাহাকে দান করা হইবে সে ব্যক্তি নিজের অভাব ও দৈন্য প্রকাশ করার চাইতে গোপন রাখিতে অধিক সচেষ্ট। নিজের স্বচ্ছলতার সময়ে তাহার মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অস্বচ্ছলতার সময়ও তাহা কিছু মাত্র হ্রাস পায় নাই। এই প্রকারের লোকের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুহু ছুরা বাকারার ৩৭ রুকুতে বলিয়াছেন, ইহা সেই অভাবগ্রস্তদিগের প্রাপ্য যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ আছে, দুনিয়ায় কোথাও যাইতে পারেনা, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনকারী না হওয়ার কারণে অজ্ঞব্যক্তিরা তাহাদিগকে ধনী মনে করে, তাহাদের চেহারাদৃষ্টে তুমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, তাহারা লোকদিগের কাছে আকড়াইরা ভিক্ষা করে না এবং তোমাদের মাল হইতে যাহা কিছু ব্যয় করিবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহা সুপরিজ্ঞাত।

www.BANGLAKITAB.com

ফায়েদা ঃ তবে এই ধরণের লোক ব্যতীত সাহায্য প্রার্থনাকারীদেরও সাহায্য করা প্রয়োজন। যেখানে লোকেরা সাহায্য পাওয়ার জন্য উত্তম বিবেচিত হইবে। সাহায্য প্রার্থনাকারী মুত্তাকী না হইলে এমনকি মোমেন না হইলেও উহাদের আবেদন উপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না। উপরে যেসব গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপ লোক আমাদের দেশে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত তালেবে এলেমরাই হইবে। যেসব নির্বোধ বলে যে, উহাদের দিয়া কি হইবে উহারা উপার্জন করিতে সক্ষম। কোরানে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সেই উত্তরের সারাংশ এই যে, কোন লোক একই সঙ্গে দুইটি কাজে মনযোগ দিতে পারে না। ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে যাহারা কিছুমাত্রও অবহিত তাহারা জানেন যে, এই জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ঐকান্তিক মনোনিবেশ কত বেশী প্রয়োজন। এই জ্ঞান অর্জনের সময়ে অর্থ উপার্জনের চিন্তা তাহাদের মাথায় আসিতে পারে না। কারণ তাহা করিলে জ্ঞান সাধনা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতে ফোকারা বলিতে সুফফাকে বোঝানো হইয়াছে। আহলে সুফফার জামাত ছিল প্রকৃত অর্থেই তালেবে এলেম। তাঁহারা জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান লাভের জন্য নবীজীর দরবারে পড়িয়া থাকিতেন।

মোহাম্মদ ইবনে ফারজী (রহঃ) বলেন, ইহা দ্বারা আমাদেরকে সুফফার বিষয় বুঝানো হইয়াছে। যাহাদের বাড়ির স্বজন পরিজন ছিল না, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে সদকা প্রদানের জন্য তাকিদ দিয়াছেন।

কাদাতা (রাঃ) বলেন, এই আয়াতে ঐ সকল ফকীরদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে জেহাদে আবদ্ধ রাখিয়াছে। ব্যবসা ইত্যাদি করিতে পারে না। (দুররে মনছুর)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন যাহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষা করে না, ঈমানের দৃঢ়তার কারণে তাহাদের হৃদয় ধনশালী, প্রবৃত্তির চাইতে তাহাদের সাধনা শক্তিশালী। এই ধরনের লোকদের বিশেষ ভাবে খুঁজিয়া সাহায্য দিতে হইবে, দ্বীনদারদের আর্থিক অবস্থার

খোঁজ খবর নিতে হইবে। ইহাদের জন্য ব্যয় করিলে ভিক্ষা প্রার্থীদের জন্য ব্যয়ের চাইতে অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ ধরনের লোক খুঁজিয়া বাহির করা মুশকিল, ইহারা নিজেদের অবস্থা অন্যের নিকট পারতপক্ষে প্রবেশ করে না। আর একারণে অন্যরা তাহাদিগকে ধনশালী মনে করে।

(ঙ) গ্রহীতার পরিবার রহিয়াছে অথবা যে কোন রোগে আক্রান্ত অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে উপার্জনে সক্ষম নহে। এইরূপ লোকেরাও কোরানের আয়াতে যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ আছে— এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই আবদ্ধ থাকা নিজেদের দারিদ্রের মধ্যে আবদ্ধ হইতে পারে, রিজিকের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হইতে পারে অথবা নিজের মনের সংস্কার সাধনায় আবদ্ধ হইতে পারে। নিজেদের ব্যস্ততার কারণে যাহারা প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয় না। একারণেই হজরত ওমর (রাঃ) এই ধরনের কোন কোন পরিবারকে দশটি বা ততোধিক বকরী প্রদান করিতেন। নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট ফাঈ এর মালামাল আসিলে স্ত্রীপরিজন যাহাদের রহিয়াছে তাহাদের দুইভাগ এবং অবিবাহিত লোকদের একভাগ প্রদান করিতেন। কাফেরদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া যে মালামাল পাওয়া যায় তাহাকে ফাঈ বলা হয়।

(চ) আত্মীয়স্বজনের দান। ইহাতে সদকার সওয়াব এবং আত্মীয়দেরকে দান করা—এই দুইটি আদেশ পালনের সওয়াব পাওয়া যাইবে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৬নং হাদীছে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ৬টি গুনাবলী উল্লেখের পর ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, যাহার জন্য অর্থব্যয় করা হইবে তাহার মধ্যে উপরোক্ত গুনাবলী প্রত্যাশিত। প্রতিটি গুণের কম বেশীর প্রেক্ষিতে গ্রহীতার মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি হইবে। তাকওয়ার উচ্চ ও তুচ্ছ শ্রেণীর মধ্যে আসমান জমীন ফারাক। প্রতিটি গুণের ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর সন্ধানই বাঞ্ছনীয়। কোন লোকের মধ্যে উপরোক্ত সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাইলে তাহা বিরাট পাওনা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এরকম লোকের জন্য খরচ করিতে সচেষ্ট হইবে। না পাইলেও এই রকমের লোক খুঁজিয়া দেখিবে, পাওয়া গেলে এবং তাহার জন্য খরচ করিলে দ্বিগুণ

www.BANGLAKITAB.com

সওয়াব পাওয়া যাইবে। যদি অনুরূপ লোক পাওয়া না যায় তবু চেষ্টা করার জন্যও আলাদা সওয়াব পাওয়া যাইবে। এ ধরনের চেষ্টাকারী লোক মোট তিন প্রকার সওয়াব পাইবে। প্রথম কৃপণতা হইতে নিজের হৃদয়কে পবিত্র করার সওয়াব দ্বিতীয়ত আল্লাহর পথে তাঁহার ভালবাসা পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করার সওয়াব, তৃতীয়ত তাঁহার প্রিয় বান্দাকে খুঁজিয়া বাহির করার সওয়াব। এ তিনটি গুণাবলী দাতার অন্তরকে শক্তিশালী করিবে। এবং আল্লাহর সহিত মিলনাকাঙ্খা বৃদ্ধি করিবে। এই মুনাফা তো অর্জিত হইল। যদি সঠিক লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় তবে তাহাকে দান করিলে তাহার নেক দোয়া এবং মনযোগ হাসিল করিবে। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রের ব্যাপারেই আল্লাহর নেক বান্দাদের মনে প্রভাব ও বরকত বিরাজমান থাকে। তাঁহাদের দোয়ায় আল্লাহ জাল্লাশানুহু প্রচুর প্রভাব ও বরকত সন্নিহিত রাখেন। (এহ্ইয়াউল উলুম)

সমাপ্ত